ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

—:০:—

শ্রীভগবানুবাচ,—
অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

ষষ্ঠে যোগবিধিঃ কর্ম্মশুদ্ধস্য বিজিতাত্মনঃ।
স্থৈর্য্যোপায়শ্চ মনসোঽস্থিরস্যাপীতি কীর্ত্ত্যতে ॥

প্রোক্তং কর্ম্মযোগমষ্টাঙ্গযোগশিরস্কমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তৌ তদুপায়ত্বাত্তং কর্ম্মযোগং স্তৌতি ভগবান্,—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলং পশ্বন্নপুত্রস্বর্গাদি-কামনাশ্রিতোঽনিচ্ছন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি, স সন্ন্যাসী জ্ঞানযোগনিষ্ঠঃ, যোগী চাষ্টাঙ্গযোগনিষ্ঠঃ স এব,—কর্ম্মযোগেনৈব তয়োঃ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ন নিরগ্নিরগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম-ত্যাগী যতিবেশঃ সন্ন্যাসী ন চাক্রিয়ঃ শারীরকর্ম্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রো যোগী। অত্র যোগমষ্টাঙ্গং চিকীর্ষূণাং সহসা কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি মতম্ ॥ ১ ॥

নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ মনে করিবে না এবং অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র হইয়া দৈহিক-চেষ্টাশূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গযোগী হয়, তাহাও নয়। কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্মসকল আচরণ করেন, তাঁহাকেই 'সন্ন্যাসী' এবং 'যোগী', উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥ ১ ॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

নন্থ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিরতিরূপায়াং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসশব্দশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধে যোগশব্দশ্চ পঠ্যতে। স চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মকে কর্ম্মযোগে স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি ব্রুবতা ভবতা কয়া বৃত্ত্যা নীয়ত ইতি চেত্তত্রাহ,—যমিতি। যং কর্ম্মযোগমর্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ সন্ন্যাসং প্রাহুস্তমেব তং যোগমষ্টাঙ্গং বিদ্ধি। হে পাণ্ডব! নন্থ 'সিংহো মানবকঃ' ইত্যাদৌ শৌর্য্যাদিগুণসাদৃশ্যেন তথা প্রয়োগঃ, প্রকৃতেঃ কিং সাদৃশ্যমিতি চেত্তত্রাহ,—ন হীতি। অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি জ্ঞানযোগ্যষ্টাঙ্গযোগী চ

হে পাণ্ডব! যাহাকে 'সন্ন্যাস' বলা যায়, তাহাকেই 'যোগ' বলা যায় এবং কাম-সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও 'যোগি' শব্দবাচ্য হয় না। পূর্ব্বে যেরূপ আমি তোমাকে 'সাঙ্খ্য' ও 'কর্ম্ম'-যোগের একতা দেখাইয়াছি, এখন সেইরূপ 'অষ্টাঙ্গ'যোগ ও 'কর্ম্ম'যোগের একতা দেখাইব। বাস্তব-বিচারে সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ—ইহারা কেহই পৃথক্ নয়; মূর্খেরাই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে ॥ ২ ॥

'যোগ' একটি সোপানবিশেষ। জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থার অর্থাৎ জড়তুল্য জড়বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিদবস্থা পর্য্যন্ত একটি সোপান আছে। সেই সোপানের এক-একটি অংশের এক-একটি নাম আছে; কিন্তু 'যোগ'ই সমস্ত সোপানের নাম। যোগ-সোপানের দুইটী স্থূলবিভাগ;—যোগারুরুক্ষু মুনিসকলের অর্থাৎ যাঁহারা আরোহণ-কার্য্য কেবল আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মই সাধক, আর যোগারূঢ় পুরুষদিগের শম অর্থাৎ নিষ্ক্রেপক-কর্ম্মোপরতিই সাধক ॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

ন ভবত্যপি তু সংন্যস্তসঙ্কল্প এব ভবতীত্যর্থঃ। সংন্যস্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্কল্পঃ ফলেচ্ছা ভোগেচ্ছা চ যেন সঃ। তথা ফলত্যাগসাদৃশ্যাত্তৃষ্ণারূপচিত্ত-বৃত্তিনিরোধসাদৃশ্যাচ্চ কর্ম্মযোগিনস্তদুভয়ত্বেন প্রয়োগো গৌণবৃত্ত্যেতি ॥ ২ ॥

নন্বেবমষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ,—আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং ধ্যাননিষ্ঠামারুরুক্ষোস্তদা-রোহে কর্ম্ম কারণং হৃদ্বিশুদ্ধিকরত্বাৎ। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠস্য তদ্দার্ঢ্যে শমো বিক্ষেপক-কর্ম্মোপরতিঃ কারণম্ ॥ ৩ ॥

যোগারূঢ়ত্বজ্ঞাপকং চিহ্নমাহ,—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু কর্ম্মসু চ যদাত্মানন্দরসিকঃ সন্ন সজ্জতে। তত্র হেতুঃ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পানাসক্তিমূলভূতান্ সন্ন্যসিতুং পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থাদ্যনাসক্তৌ হেতুভাবেনাহ,—উদ্ধরেদিতি। বিষয়াদ্যাসক্ত-মনস্কতয়া সংসারকূপে নিমগ্নমাত্মানং জীবমাত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা তস্মাদুদ্ধরেৎ ঊর্দ্ধং হরেৎ। বিষয়াসক্তেন মনসাত্মানং নাবসাদয়ে-ত্তত্র ন নিমজ্জয়েৎ। হি নিশ্চয়েনৈবমাত্মৈব মন এবাত্মনঃ স্বস্য বন্ধুস্তদেব

সেইসময়েই জীবকে 'যোগারূঢ়' বলা যায়,—যে-সময় ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্ম্ম-সমূহে আসক্তি থাকে না এবং যোগী পূর্ণরূপে সঙ্কল্প-সন্ন্যাস আচরণ করেন ॥৪

বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারাই আত্মাকে অর্থাৎ সংসার-কূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার-সঙ্কল্প-দ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থা-ভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

রিপুঃ। স্মৃতিশ্চ—"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

কীদৃশস্য স বন্ধুঃ, কীদৃশস্য চ রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ,—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনা জীবেনাত্মা মন এব জিতস্তস্য জীবস্য স আত্মা মনো বন্ধু-স্তদুপকারী। অনাত্মনোঽজিতমনসস্তু জীবস্যাত্মৈব মন এব শত্রুবৎ শত্রুত্বেঽপকারকত্বে বর্ত্ততে ॥ ৬ ॥

যোগারম্ভযোগ্যামবস্থামাহ,—জিতেতি ত্রিভিঃ। শীতোষ্ণাদিষু মানাপ-মানয়োশ্চ জিতাত্মনোঽবিকৃতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিশূন্যাত্মা পরমত্যর্থং সমাহিতঃ সমাধিস্থো ভবতি ॥ ৭ ॥

যে জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু; আর অ-জিতমনা ব্যক্তির মনই শত্রু ॥ ৬ ॥

যোগারূঢ় পুরুষের এই সকল লক্ষণ দেখিবে,—শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ, মান ও অপমান-দ্বারা অবিকৃতমনা হইয়া তাঁহার আত্মা অত্যন্ত সমাহিত ॥ ৭ ॥

উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতিরূপ বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিক্তাত্মানু-ভব-দ্বারা পরিতৃপ্ত, চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ, সমুদায়ই যে জড়পরিণতি,—এরূপ সিদ্ধান্তযুক্ত যোগী পুরুষই 'যুক্ত' বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানেতি। জ্ঞানং শাস্ত্রজং বিজ্ঞানং বিবিক্তাত্মানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তাত্মা পূর্ণমনাঃ; কূটস্থ একস্বভাবতয়া সর্ব্বকালং স্থিতঃ, অতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ,—প্রকৃতিবিবিক্তাত্মমাত্রনিষ্ঠত্বাৎ; প্রাকৃতেষু লোষ্ট্রাদিষু সমস্তল্যদৃষ্টিঃ লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডঃ। ঈদৃশো যোগী নিষ্কামকর্ম্মী যুক্ত আত্মদর্শনরূপযোগাভ্যাস-যোগ্য উচ্যতে ॥ ৮ ॥

সুহৃদিতি। যঃ সুহৃদাদিষু সমবুদ্ধিঃ, স সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাদপি যোগিনঃ সকাশাদ্বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। তত্র সুহৃৎ স্বভাবেন হিতেচ্ছুঃ; মিত্রং কেনাপি স্নেহেন হিতকৃৎ; অরির্নির্ম্মিত্রতোঽনর্থেচ্ছুঃ; উদাসীনো বিবদমানয়োরনপেক্ষকঃ; মধ্যস্থস্তয়োর্বিবাদাপহারার্থী; দ্বেষো-হপকারকারিত্বাৎ দ্বেষার্হঃ; বন্ধুঃ সম্বন্ধেন হিতেচ্ছুঃ; সাধবো ধার্ম্মিকাঃ; পাপা অধার্ম্মিকাঃ ॥ ৯ ॥

অথ তস্য সাঙ্গং যোগমুপদিশতি,—যোগীত্যাদি ত্রয়োবিংশত্যা। যোগী নিষ্কামকর্ম্মী। আত্মানং মনঃ সততমহরহর্যুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্য্যাৎ। রহসি নির্জনে নিঃশব্দে দেশে স্থিতঃ তত্রাপ্যেকাকী দ্বিতীয়-

---

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধার্ম্মিক ও পাপাচারী,—এ-সকলের প্রতি সমবুদ্ধি-দ্বারা তিনি বৈশিষ্ট্য (শ্রেষ্ঠতা) লাভ করেন ॥ ৯ ॥

যোগারূঢ় ব্যক্তি বৈরাগ্য ও অপরিগ্রহ-সহকারে দেহ ও মনকে বশীভূত করিয়া ক্রমশঃ অধিক-সময় একান্তে স্থিত হইয়া মনকে সমাধি-যুক্ত করিবেন ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

শূন্যস্তত্রাপি যতচিত্তাত্মা যতৌ যোগপ্রতিকূলব্যাপারবর্জিতো চিত্তদেহৌ যস্য সঃ; যতো নিরাশী দৃঢ়বৈরাগ্যতয়েতরত্র নিস্পৃহঃ; অপরিগ্রহো নিরাহারঃ ॥ ১০ ॥

আসনমাহ,—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুচৌ স্বতঃ সংস্কারতশ্চ শুদ্ধে গঙ্গাতটগিরিগুহাদৌ দেশে স্থিরং নিশ্চলম্; নাত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চম্; নাতিনীচং দার্ব্বাদিনির্ম্মিতমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য সংস্থাপ্য চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যত্র তৎ,—চৈলং মৃদুবস্ত্রং, অজিনঞ্চ মৃদুমৃগাদিচর্ম্ম, কুশোপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। আত্মন ইতি পরাসনস্য ব্যাবৃত্তয়ে পরেচ্ছায়া অনিয়তত্বেন তস্য যোগপ্রতিকূলত্বাৎ। তত্রেতি। তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিতে আসনে উপবিশ্য, ন তু তিষ্ঠন্ শয়ানো বেত্যর্থঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"আসীনঃ সম্ভবাৎ" ইতি। যতা নিরুদ্ধাশ্চিত্তাদিক্রিয়া যস্য সঃ মন একাগ্রমব্যাকুলং কৃত্বা যোগং যুঞ্জীতসমাধিমভ্যসেৎ। আত্মনোঽন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধয়ে অতিনৈর্ম্মল্যেন সৌক্ষ্ম্যেণাত্মদর্শনযোগ্যতায়ৈ,—"দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১১-১২ ॥

একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সে আসন বিশুদ্ধ-ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করত চিত্তশুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

আসনে তস্মিন্নুপবিষ্টস্য শরীরধারণবিধিমাহ,—সমমিতি। কায়ো দেহমধ্যভাগঃ; কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ তেষাং সমাহারঃ প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ। সমমবক্রং, অচলমকম্পং ধারয়ন্ কুর্ব্বন্, স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা স্বনাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য সংপশ্যন্মনোলয়বিক্ষেপনিবৃত্তয়ে ভ্রূমধ্যদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। অন্তরান্তরা দিশশ্চানবলোকয়ন্। এবম্ভূতঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। প্রশান্তাত্মা অক্ষুব্ধমনাঃ, বিগতভীর্নির্ভয়ঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ, মনঃ সংযম্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য; মচ্চিত্তঃ চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং মাং চিন্তয়ন্, মৎপরো মদেকপুরুষার্থঃ, যুক্তো যোগী ॥ ১৩-১৪ ॥

এবমাসীনস্য কিং স্যাত্তদাহ,—যুঞ্জন্নিতি। যোগী সদা প্রতিদিনমাত্মানং যুঞ্জন্নর্পয়ন্, নিয়তমানসঃ মৎস্পর্শপরিশুদ্ধতয়া নিয়তং নিশ্চলং

শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অন্যদিকে যাহাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগ দৃষ্টি করত প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য, ও ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয় বিষয় হইতে সংযমনপূর্ব্বক চতুর্ভুজ-স্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১৩-১৪ ॥

এইরূপ যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড়সম্বন্ধিনী চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধা হয়। যদি ভক্তিপরায়ণতার অভাব না হয়, তবে যোগী মৎসংস্থা নির্ব্বাণ-পরা শান্তি অর্থাৎ জড়মোক্ষ ও চিৎপ্রকৃতিকে লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥
যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

মানসং চিত্তং যস্য সঃ মৎসংস্থাং মদধীনাং নির্ব্বাণপরমাং শান্তিমধিগচ্ছতি লভতে,—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ; নির্ব্বাণপরমাং মোক্ষাবধিকামিতি সিদ্ধয়োঽপি যোগফলানীত্যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

যোগমভ্যসতো ভোজনাদিনিয়মমাহ,—নাতীতি দ্বাভ্যাম্। অত্যশনমনত্যশনঞ্চ, অতিস্বাপোঽতিজাগরশ্চ, যোগবিরোধ্যতিবিহারাদি চোত্তরাৎ ॥ ১৬ ॥

যুক্তেতি। যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু লৌকিক-পারমার্থিককৃত্যেষু মিতবাগাদিব্যাপারস্য মিতস্বাপজাগরস্য চ সর্ব্বদুঃখনাশকো যোগো ভবতি, তস্মাদ্‌যোগী তথা তথা বর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥

যোগী নিষ্পন্নযোগঃ কদা স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যদেতি। যোগমভ্যসতো যোগিনশ্চিত্তং যদা বিনিয়তং নিরুদ্ধং সদাত্মন্যেব স্বস্মিন্নেবাব-

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রা-প্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহার ও যুক্তবিহার-শীল, কর্ম্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা-দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয় ॥ ১৭ ॥

যখন যোগীর চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপ্রাকৃত বিশেষসমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জড়-কামশূন্য হইয়া পুরুষ যোগযুক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

স্থিতং স্থিরং ভবতি, তদাত্মেতরসর্ব্বস্পৃহাশূন্যো যুক্তো নিষ্পন্নযোগঃ কথ্যতে ॥ ১৮ ॥

তদা যোগী কীদৃশো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ,—যথেতি। নির্ব্বাত-দেশস্থো দীপো নেঙ্গতে ন চলতি নিশ্চলঃ সপ্রভস্তিষ্ঠতি স দীপো যথা যথাবদুপমা যোগজ্ঞৈঃ স্মৃতা চিন্তিতা। সোপমেত্যত্র—"সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণম্" ইতি সূত্রাৎ সন্ধিঃ; উপমা-শব্দেনোপমানং বোধ্যম্। কস্যেত্যাহ,—যোগিন ইতি। যতচিত্তস্য নিরুদ্ধসর্ব্বচিত্তবৃত্তেরাত্মনো যোগং ধ্যানং যুঞ্জতোঽনুতিষ্ঠতঃ। নিবৃত্তসকলেতরচিত্তবৃত্তিরভ্যুদিতজ্ঞান-যোগী নিশ্চলসপ্রভদীপসদৃশো ভবতীতি ॥ ১৯ ॥

'নাত্যশ্নতঃ' ইত্যাদৌ যোগ-শব্দেনোক্তং সমাধিং স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়তি,—যত্রেত্যাদি-সার্দ্ধত্রয়েণ। যচ্ছব্দানাং তং বিদ্যাদ্‌যোগসংজ্ঞিত-

বায়ুশূন্য গৃহে দীপ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্তও তদ্রূপ ॥ ১৯ ॥

এইরূপ যোগাভ্যাস-দ্বারা চিত্তের বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়; তখন সমাধি-অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকার অন্তঃকরণ-দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করত তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলিমুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গ-যোগবিষয়ক শাস্ত্র। তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার টীকাকারেরা এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদিগণ যে আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে 'মোক্ষ' বলেন, তাহা অযুক্ত; যেহেতু

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

মিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। যোগস্য সেবয়াভ্যাসেন নিরুদ্ধং নিবৃত্তেতরবৃত্তিকং চিত্তং যত্রোপরমতে মহৎ সুখমেতদিতি সজ্জতি; যত্র চাত্মনা শুদ্ধেন মনসাত্মানং পশ্যন্ তস্মিন্নাত্মন্যেব তুষ্যতি, ন তু দেহাদি পশ্যন্ বিষয়েষ্বিতি চিত্তবৃত্তিনিরোধেন স্বরূপেণেষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন চ যোগো দর্শিতঃ।

কৈবল্য-অবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য-সংবেদন-স্বীকাররূপ দ্বৈতভাব-দ্বারা কৈবল্য-হানি হইবে। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি তাহা বলেন না। তিনি তাহার কৃত শেষসূত্রে এইমাত্র বলিয়াছেন,—"পুরুষার্থ-শূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি।" অর্থাৎ গুণসকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণিক-বিকার উদ্ভব করে না; তখন চিদ্ধর্ম্মের কৈবল্য হয়। তদ্দ্বারা জীবের স্বরূপের প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয়; তাহাকে 'চিতিশক্তি' বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে চরমাবস্থায় পতঞ্জলি আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না, কেবল গুণসকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। 'চিতিশক্তি' শব্দে চিদ্ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপ-ধর্ম্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত-সম্বন্ধযোগে আত্মার যে দশা, তাহারই নাম আত্মগুণবিকার; তাহা বিনষ্ট হইলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম্ম যে আনন্দ, তাহারও সুতরাং লোপ হইবে। কিন্তু পতঞ্জলির শিক্ষা এরূপ নয়। উক্ত মুক্তদশায় প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হইবে, সেই আনন্দই সুখস্বরূপ; তাহাই যোগের চরম ফল এবং তাহাকেই 'ভক্তি' বলে,—ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সমাধি দুই প্রকার,—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি—সবিতর্ক ও সবিচারাদি-ভেদে বহুবিধ; আর অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি— একই প্রকার। সেই অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৩ ॥

সুখমিতি। যত্র সমাধৌ যত্তৎ প্রসিদ্ধমাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্ত্যনুভবতি। অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিতং, বুদ্ধ্যাত্মাকারয়া গ্রাহ্যম্। অতএব যত্র স্থিতস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপাদ্নৈব চলতি যং যোগং লব্ধ্বৈব ততোঽপরং লাভমধিকং ন মন্যতে, গুরুণা গুণবৎপুত্রবিচ্ছেদাদিনা ন বিচাল্যতে

বিষয়েন্দ্রিয়-সম্পর্করহিত আত্মাকারা বুদ্ধির গ্রাহ্য আত্যন্তিক-সুখ লাভ হয়। সেই বিশুদ্ধ আত্মসুখে অবস্থিত যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গ-যোগে জীবের মঙ্গল হয় না; যেহেতু তাহাতে যে-সকল বিভূতিরূপ অবান্তর লাভ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইলে চরমোদ্দেশ্যরূপ সমাধি-সুখ হইতে যোগীর চিত্ত বিচলিত হয়। এইসকল অন্তরায় হইতে যোগ-সাধন-সময়ে অনেক অমঙ্গলের ভয় আছে। কিন্তু ভক্তিযোগে সেরূপ আশঙ্কা নাই। তাহা পরে কথিত হইবে। সমাধিতে যে সুখ লব্ধ হয়, তাহা হইতে অন্য কোনপ্রকার সুখকে যোগী শ্রেষ্ঠ মনে করেন না; অর্থাৎ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ-কালে বিষয়সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-দ্বারা যে-সকল ক্ষণিক সুখোৎপত্তি হয়, সে-সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য স্বীকার করেন। দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ-পর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখসকলকে সহ্য করিয়া নিজের অন্বেষণীয় সমাধি-সুখ সম্ভোগ করেন। সেইসকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম-সুখ পরিত্যাগ করেন না। 'দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না, ইহাদের বিয়োগ শীঘ্রই হইবে', এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগ অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২০-২৩ ॥

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

তমিতি। দুঃখসংযোগস্য বিয়োগঃ প্রধ্বংসো যত্র তং যোগসংজ্ঞিতং সমাধিম্ ॥ ২০-২৩ ॥

স যোগঃ প্রারম্ভদশায়াং নিশ্চয়েন প্রযত্নে কৃতে সংসেৎস্যত্যেবেত্যধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽনুষ্ঠেয়ঃ। আত্মন্যযোগত্বমননং নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা দ্রুতাণ্ডার্ণবশোষকপক্ষিবৎ সোৎসাহেনেত্যর্থঃ। এতাদৃশং যোগমারভমাণস্য প্রাথমিকং কৃত্যমাহ,—সংকল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগবিরোধিনঃ কামান্ বিষয়ানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা। স্ফুটমন্যৎ। মনসা বিষয়দোষদর্শিনা ॥ ২৪ ॥

যোগফল-লাভসম্বন্ধে 'বিলম্ব হইতেছে', কি 'ব্যাঘাত হইতেছে' বলিয়া নিরর্থক নির্ব্বেদ সহকারে যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না অর্থাৎ যোগফল-লাভ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন। যোগসম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম এবং সিদ্ধ-ফল-সঙ্কল্পজনিত কামসমূহ সর্ব্বতোভাবে দূর করত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সকলকে সম্যক্‌রূপে নিয়মিত করিবে ॥ ২৪ ॥

ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধির দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে; ইহার নাম 'প্রত্যাহার'। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহার-দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্মসমাধি করিবে। তখন আর জড় বিষয়ের চিন্তা করিবে না। দেহযাত্রার জন্য বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল;—ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য ॥ ২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥
প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অস্তিমং কৃত্যমাহ,—ধৃতিগৃহীতয়া ধারণাবশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মসংস্থং কৃত্বা আত্মানং ধ্যাত্বা সমাধাবুপরমেৎ তিষ্ঠেৎ ; আত্মনোঽন্যৎ কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ। এতচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু হঠেন ॥ ২৫ ॥

যদি কদাচিৎ প্রাক্তনসূক্ষ্মদোষান্মনঃ প্রচলেৎ, তদা তৎ প্রত্যাহরেদিত্যাহ,—যত ইতি। যং যং বিষয়ং প্রতি মনো নির্গচ্ছতি, ততস্তত এতন্মনো নিয়ম্য প্রত্যাহৃত্যাত্মন্যেব নিরতিশয়সুখত্বভাবনয়া বশং কুর্য্যাৎ॥২৬

এবং প্রযতমানস্য পূর্ব্ববদেব সমাধিসুখং স্যাদিত্যাহ,—প্রশান্তেতি। প্রশান্তমাত্মন্যচলং মনো যস্য তম্, অতএবাকল্মষং দগ্ধপ্রাক্তনসূক্ষ্মদোষম্ ; অতএব শান্তরজসম্। ব্রহ্মভূতং সাক্ষাৎকৃত-বিবিক্তাবির্ভাবিতাষ্টগুণকাত্মস্বরূপং যোগিনং প্রত্যুত্তমমাত্মানুভবরূপং মহৎ সুখং কর্ত্তা স্বয়মেবোপৈতি ॥ ২৭ ॥

মন—স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির ; কখনও কখনও বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

এইরূপ অভ্যাস ও বিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক যাঁহার মন প্রশান্ত হয়, সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, প্রশমিত-রজা যোগী পূর্ব্বোক্ত উত্তম সুখ লাভ করেন ॥২৭

এই প্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগতকল্মষ হইয়া ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনরূপ আনন্দ লাভ করেন ; ইহাই ভক্তি ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকারানন্তরং পরমাত্মসাক্ষাৎকারঞ্চ লভত ইত্যাহ,—যুঞ্জন্নিতি। এবমুক্তপ্রকারেণাত্মানং স্বং যুঞ্জন্ যোগেনানুভবন্ তেনৈব বিগত-কল্মষো দগ্ধসর্ব্বদোষো যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং পরমাত্মানুভবমত্যন্তমপরিমিতং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

এবং নিষ্পন্নসমাধিঃ প্রত্যক্ষিতস্বপরাত্মযোগী পরাত্মনঃ সর্ব্বগতত্বং তদন্যাত্মনাং ব্রহ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং তদাশ্রয়ত্বং তস্যাবিষমত্বঞ্চানুভবতীত্যাহ,—সর্ব্বেতি। যোগযুক্তাত্মা সিদ্ধসমাধিস্তদাত্মানম্—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" ইতি স্মৃতেঃ, 'যো মাম্' ইতি বিবরণাচ্চ পরমাত্মানং

সেই ব্রহ্মসংস্পর্শসুখ কিরূপ, তাহা সংক্ষেপতঃ বলি। সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটি ব্যবহার আছে। অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া। তাঁহার ভাব-ব্যবহারে তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন ; ক্রিয়া-ব্যবহারে তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। পরে দুইটি শ্লোকে ভাব ও একটি শ্লোকে ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিব ॥ ২৯ ॥

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি তাঁহার হই, অর্থাৎ শান্তরতি অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে 'আমি তাহার, সে আমার', এইরূপ একটি সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাঁহাকে মদ্দর্শনাভাব-জনিত শুষ্কনির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ প্রদান করি না, অর্থাৎ তিনি আমার দাস হন বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারেন না ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বভূতস্থং নিখিলং জীবান্তর্য্যামিণমীক্ষাতে; আত্মনি তস্মিন্নাশ্রয়ভূতে সর্ব্বভূতানি চ তমেব সর্ব্বজীবাশ্রয়ং চেক্ষতে। কীদৃশঃ স ইত্যাহ,—

যোগীর সাধনকালে সর্ব্বহৃদয়গত যে চতুর্ভুজাকার ঈশ্বরধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহাতে সমাধিকালে নির্ব্বিকল্প-অবস্থায় দ্বৈতবুদ্ধিরহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তিগত একত্ববুদ্ধি হয়। সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যে যোগী ভজন করেন, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা ভক্তি করেন, তিনি কার্য্যকালে কর্ম্ম, বিচারকালে জ্ঞান এবং যোগকালে সমাধি করিয়াও আমাতে বর্ত্তমান থাকেন অর্থাৎ কৃষ্ণসামীপ্য-লক্ষণ মোক্ষ লাভ করেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে যোগের উপদেশস্থলে কথিত আছে,—

"দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ॥"

অর্থাৎ, 'দিক্ ও কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাহাতে চিত্তবিধান করিলে তন্ময়তা দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ-পরব্রহ্ম-সংস্পর্শ-সুখ উদিত হয়।' কৃষ্ণভক্তিই যোগসমাধির চরম অবস্থা ॥ ৩১ ॥

যোগীর ক্রিয়া-ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি, শুন। তিনিই পরম-যোগী,—যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন। 'সমদৃষ্টি'র অর্থ এই যে, অন্য সমস্ত-জীবকে ব্যবহারস্থলে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ 'অন্য-জীবের সুখ—নিজ-সুখের ন্যায় সুখকর এবং অন্য-জীবের দুঃখ—নিজ-দুঃখের ন্যায় দুঃখজনক, এরূপ জানেন; অতএব সমস্ত-জীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করেন;—ইহাকেই 'সমদর্শন' বলে ॥৩২॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বত্রেতি। তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেনোচ্চাবচতয়া সৃষ্টেষু সর্ব্বেষু জীবেষু সমং বৈষম্যশূন্যং পরাত্মানং পশ্যতীতি তথা ॥ ২৯ ॥

এতদ্বিবৃণ্বন্ তথাত্বদর্শিনঃ ফলমাহ,—যো মামিতি। তস্য তাদৃশস্য যোগিনোঽহং পরমাত্মা ন প্রণশ্যামি নাদৃশ্যো ভবামি, স চ যোগী মে ন প্রণশ্যতি নাদৃশ্যো ভবতি;—আবয়োর্মিথঃসাক্ষাৎকৃতিঃ সর্ব্বদা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

স যোগী মমাচিন্ত্যস্বরূপশক্তিমনুভবন্নতিপ্রিয়ো ভবতীত্যাশয়বানাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং জীবানাং হৃদয়েষু প্রাদেশমাত্রশ্চতুর্ব্বাহুরতসী-পুষ্পপ্রভশ্চক্রাদিধরোঽহং পৃথক্ পৃথঙ্ নিবসামি; তেষু বহূনাং মদ্-

---

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মধুসূদন! আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা সাম্যবুদ্ধি-সহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না ॥ ৩৩ ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি বলিয়াছ যে, বিবেকবতী বুদ্ধি দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনেরই আছে, অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত-চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ শত্রু-মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি কেবল দুই-চারি-দিন থাকা সম্ভব; তদ্ভাবান্বিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

বিগ্রহাণামেকত্বমভেদমাশ্রিতো যো মাং ভজতি ধ্যায়তি, স যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানো ব্যুত্থানকালে স্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা ময়ি বর্ত্ততে মমাচিন্ত্যশক্তিকত্বধর্ম্মানুভবমহিম্না নির্দগ্ধকামচারদোষো মৎসামীপ্যলক্ষণং মোক্ষং বিন্দতি, ন তু সংসারমিত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ হরেরচিন্ত্যশক্তিকতামাহ,—"একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি, স্মৃতিশ্চ,—"এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে ॥" ইতি ॥ ৩১ ॥

'সর্ব্বভূতহিতে রতা' ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদ্বিশদয়তি,—আত্মৌপম্যেনেতি। ব্যুত্থানদশায়ামাত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন সুখং দুঃখঞ্চ যঃ সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি। স্বস্যেব পরস্য সুখমেবেচ্ছতি, ন তু দুঃখং স স্বপরসুখদুঃখসমদৃষ্টিঃ সর্ব্বানুকম্পী যোগী মম পরমঃ শ্রেষ্ঠোঽভিমতঃ—তদ্বিষমদৃষ্টিস্তু তত্ত্বজ্ঞোঽপ্যপরমযোগীতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

উক্তমাক্ষিপন্নর্জ্জুন উবাচ,—যোঽয়মিতি। সাম্যেন স্বপরসুখদুঃখতৌল্যেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তস্তস্য স্থিরাং সার্ব্বদিকীং স্থিতিং নিষ্ঠামপ্যহং ন পশ্যামি, কিন্তু দ্বিত্রাণ্যেব দিনানীত্যর্থঃ; কুতঃ?—চঞ্চলত্বাৎ। অয়মর্থঃ,—বন্ধুষু উদাসীনেষু চ তৎসাম্যং কদাচিৎ স্যাৎ; ন চ শত্রুষু নিন্দকেষু চ কদাচিদপি। যদি পরমাত্মাধিষ্ঠানত্বং সর্ব্বত্রাবিশেষমিতি

ভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু যোগশাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে, দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ আত্মানন্দস্বাদাভ্যাস ও বিষয়-বৈরাগ্য-দ্বারা বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

বিবেকেন তদ্গ্রাহ্যং, তর্হি ন তৎ সার্ব্বদিকম্—অতিচপলস্য বলিষ্ঠস্য চ মনসস্তেন বিবেকেন নিগ্রহীতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ,—চঞ্চলং হীতি। মনঃ স্বভাবেন চঞ্চলম্। নন্থ "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্॥ আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥" ইতি শ্রুতের্বুদ্ধিনিয়ম্যং মনঃ শ্রূয়তে ততো বিবেকিন্যা বুদ্ধ্যা শক্যং তদ্বশীকর্ত্তুমিতি চেত্তত্রাহ,—প্রমাথীতি। তাদৃশীমপি বুদ্ধিং প্রমথ্নাতি; কুতঃ?—বলবৎ স্বপ্রশমকমপ্যৌষধং যথা বলবান্ রোগো ন গণয়তি, তদ্বৎ। কিঞ্চ, দৃঢ়ং সূচ্যা লৌহমিব তাদৃশ্যাপি বুদ্ধ্যা ভেত্তুমশক্যমতো যোগেনাপি তস্য নিগ্রহমহং বায়োরিব সুদুষ্করং মন্যে;—ন হি বায়ুর্মুষ্টিনা ধর্ত্তুং শক্যতে, অতস্তত্রোপায়ং ব্রূহীতি ॥ ৩৪ ॥

উক্তমর্থং স্বীকৃত্য ভগবানুবাচ,—অসংশয়মিতি। তথাপি স্বপ্রকাশসুখৈক-তানত্বাত্মগুণাভিমুখ্যেনাভ্যাসেনাত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু দোষদৃষ্টিজনিতেন বৈরাগ্যেণ চ মনো নিগ্রহীতুং শক্যতে। তথা চাত্মানন্দা-

---

আমার উপদেশ এই যে, যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাস-দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না; কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন, তিনি সফলযত্ন হন। যথার্থ উপায়-সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদি-দ্বারা নিয়তচিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বৈরাগ্য-সহকারে বিষয় স্বীকার করেন, তিনি ক্রমশঃ চিত্তকে বশ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ।
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

স্বাদাভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধান্বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধান্নিরুদ্ধচাপলং মনঃ সুগ্রহং যথা সদৌষধানুসেবয়া সুপথ্যেন চ বলবানপি রোগঃ সুজেয়স্তথৈতদ্দ্রষ্টব্যম্। হে মহাবাহো! ইতি—শৌর্য্যেণ শাত্রবমিব বিবেকেন মনো জয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি কহিলে, সম্যক্ যত্ন-সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্য-দ্বারা যোগসিদ্ধি হয়; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি যোগোপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে আরূঢ় হন, কিন্তু যতি হইতে পারেন না, অর্থাৎ স্বল্পমাত্র যত্ন করেন, সেই সকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয়; তাহাদের কি গতি হয়? ৩৭ ॥

সকাম-কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত যোগচেষ্টা হয় না। সকাম-কর্ম্মই মূঢ়-লোকের পক্ষে শুভকর; যেহেতু তদ্দ্বারা ইহলোকে সুখ, ও পুণ্য-দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি লাভ হয়। যোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের সেই সকাম কর্ম্ম দূরীভূত হইল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণপ্রযুক্ত তাহার যোগসংসিদ্ধি হইল না; অতএব ব্রহ্মলাভের যে পথ, তাহাতে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে উভয়মার্গভ্রষ্ট হইয়া কি ছিন্নাভ্রের ন্যায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে? ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যসংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অসংযতেতি। উক্তাভ্যামভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা মনো-যস্য তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণো যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। তাভ্যাং বশ্যোঽধীন আত্মা মনো যস্য তেন পুংসা, তথাপি যততা তাদৃশপ্রযত্নবতা স যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ। উপায়তো মদারাধনলক্ষণাজ্জ্ঞানাকারান্ নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চেতি মে মতিঃ ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো নিখিলোপসর্গবিমর্দ্দনঃ স্বপরমাত্মাবলোকনোপায়ো ভবতীত্যসকৃদুক্তং, তস্য চ তাদৃশস্য নেহাভিক্রমনাশোঽস্তীতি পূর্ব্বোক্তমহিম্নস্তন্মহিমানং শ্রোতুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—অযতিরিতি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নেন চ যোগং পুমান্ লভেতৈব। যস্তু প্রথমং শ্রদ্ধয়া তাদৃশযোগনিরূপকশ্রুতিবিশ্বাসেনোপেতঃ কিন্ত্বযতিরল্পস্বধর্ম্মানুষ্ঠানযত্নবান্,—'অনুদারা যুবতিঃ' ইতিবদল্পার্থেঽত্র নঞ্; শিথিলপ্রযত্নত্বাদেব যোগাদষ্টাঙ্গাচ্চলিতং বিষয়প্রবণং মানসং যস্য সঃ; এবঞ্চ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্বিবিধস্য যোগস্য সম্যক্ সিদ্ধিং হৃদ্বিশুদ্ধিলক্ষণামাত্মাবলোকনলক্ষণাং চাপ্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিন্তু প্রাপ্ত এব; শ্রদ্ধালুঃ কিঞ্চিদনুষ্ঠিতস্বধর্ম্মঃ প্রারব্ধযোগোঽপ্রাপ্তযোগফলো দেহান্তে কাং গতিং গচ্ছতি? হে কৃষ্ণ ॥ ৩৭ ॥

শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বজ্ঞ নন; কিন্তু তুমি পরমেশ্বর, অতএব সর্ব্বজ্ঞ; তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার এই সংশয়টি সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

প্রশ্নাশয়ং বিশদয়তি,—কচ্চিদিতি প্রশ্নে। নিষ্কামতয়া কর্ম্মণোঽনুষ্ঠানান্ন স্বর্গাদিফলম্; যোগাসিদ্ধের্নাত্মাবলোকনঞ্চ তস্যাভূৎ। এবমুভয়-

---

হে পার্থ! ইহকালে লোকে অর্থাৎ প্রাকৃত লোকে, পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে কখনই যোগানুষ্ঠান-কর্ত্তার বিনাশ হয় না; কল্যাণপ্রাপক যোগ-অনুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না। মূল কথা এই যে, মানবসকল দুই ভাগে বিভাজ্য,—'অবৈধ' ও 'বৈধ'। যে-সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্তি করে এবং কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধিশূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বল হউক বা বলবানই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্ব্বদাই পশুতুল্য। তাহাদের কার্য্যে কোনপ্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে 'কর্ম্মী', 'জ্ঞানী', ও 'ভক্ত' এই তিন-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কর্ম্মিগণকে, 'সকামকর্ম্মী' ও 'নিষ্কামকর্ম্মী',—এই দুইভাগে বিভাগ করা যায়। সকাম-কর্ম্মিসকল অত্যন্ত ক্ষুদ্রসুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্যসুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য; অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে 'কল্যাণ' বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়মোচনানন্তর নিত্যানন্দ-লাভই 'কল্যাণ'। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে-পর্ব্বে নাই, সে পর্ব্বই 'ফল্গু'। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে 'কর্ম্মযোগ' বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগ-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যান-যোগ ও চরমে

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

স্মাদ্বিভ্রষ্টোঽপ্রতিষ্ঠো নিরালম্বঃ সন্ কিং নশ্যতি, কিম্বা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। ছিন্নাভ্রমিবেতি অভ্রং মেঘো যথা পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিচ্ছিন্নং পরমভ্রঞ্চাপ্রাপ্তমন্তরালে বিলীয়তে, তদ্বদেবেতি নাশে দৃষ্টান্তঃ। কথমেবং শঙ্কা? তত্রাহ,—ব্রহ্মণঃ পথি প্রাপ্ত্যুপায়ে যদসৌ বিমূঢ়ঃ ॥ ৩৮ ॥

এতদিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। ত্বদিতি সর্ব্বেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাত্বত্তোঽন্যোঽনীশ্বরোঽল্পজ্ঞঃ কশ্চিদৃষিঃ ॥ ৩৯ ॥

ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম-কর্ম্মে যে-সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান আছে, তাহা-দ্বারা কর্ম্মীকেও 'তপস্বী' বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে-সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়সুখ বৈ আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফল লাভ করত ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণোদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী—অধিকতর কল্যাণকারী। সকাম-কর্ম্ম-দ্বারা জীবের যাহা কিছু লব্ধ হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গযোগীর সকল-অবস্থার ফলই ভাল ॥ ৪০ ॥

অষ্টাঙ্গ যোগ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ 'অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রষ্ট' ও 'চিরকালাভ্যস্তযোগ-ভ্রষ্ট'। অল্পাভ্যাসের পরেই যিনি যোগভ্রষ্ট হন, তিনি সকাম পুণ্যবান-দিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি-লোক-সকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারি-ব্রাহ্মণাদির গৃহে অথবা শ্রীমান ধনি-বণিগাদির গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—পার্থেতি। তস্যোক্তলক্ষণস্য যোগিন ইহ প্রাকৃতিকে লোকেঽমুত্রাপ্রাকৃতকে চ লোকে বিনাশঃ স্বর্গাদিসুখবিভ্রংশলক্ষণঃ পরমাত্মাবলোকনবিভ্রংশলক্ষণশ্চ ন বিদ্যতে ন ভবতি। কিঞ্চোক্তরত্র তৎপ্রাপ্তির্ভবেদেব; হি যতঃ, কল্যাণকৃৎ নিঃশ্রেয়সোপায়ভূতসদ্ধর্ম্মযোগারম্ভী দুর্গতিং তদুভয়াভাবরূপাং দরিদ্রতাং ন গচ্ছতি। হে তাতেত্যতিবাৎসল্যাৎ সম্বোধনম্। 'তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণ' ইতি ব্যুৎপত্তেস্ততঃ পিতা—'স্বার্থিকেঽণি', তত এব তাতঃ,—পুত্রং শিষ্যঞ্চাতিকৃপয়া জ্যেষ্ঠস্তথা সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

ঐহিকীং সুখসম্পত্তিং তাবদাহ,—প্রাপ্যেতি। যাদৃশবিষয়স্পৃহয়া স্বধর্ম্মে শিথিলো যোগাচ্চ বিচ্যুতোঽয়ং তাদৃশান্ বিষয়ানাত্মোদ্দেশ্যকনিষ্কামস্বধর্ম্মযোগারম্ভমাহাত্ম্যেন পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য ভুঙ্‌ক্তে তান্ ভুঞ্জানো যাবতীভিস্তদ্ভোগতৃষ্ণাবিনিবৃত্তিস্তাবতীঃ শাশ্বতীঃ বহ্বীঃ সমাঃ সম্বৎসরাংস্তেষু লোকেষূষিত্বা স্থিত্বা তদ্ভোগবিতৃষ্ণস্তেভ্যো লোকেভ্যঃ শুচীনাং সদ্ধর্ম্মনিরতানাং যোগার্হাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে পূর্ব্বারব্ধযোগমাহাত্ম্যাৎ স যোগভ্রষ্টোঽভিজায়ত ইত্যল্পকালারব্ধযোগাদ্ভ্রষ্টস্য গতিরিয়ং দর্শিতা ॥ ৪১ ॥

চিরারব্ধাদ্‌যোগাদ্‌ভ্রষ্টস্য গতিমাহ,—অথবেতি। যোগিনাং যোগমভ্যসতাং ধীমতাং যোগদোশকানাং কুলে ভবত্যুৎপদ্যতে। দ্বিবিধং জন্ম

চিরাভ্যাসের পর যাঁহার যোগ ভ্রষ্ট হয়, তিনি জ্ঞানি-যোগীদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। এই প্রকার সৎকুলে জন্ম লাভ করা দুর্লভতর বলিয়া জানিবে; যেহেতু, তথায় জন্ম গ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতে উচ্চসঙ্গ-বশতঃ জীবের অধিক উন্নতির সম্ভাবনা ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

স্তৌতি,—এতদিতি। যোগার্হাণাং যোগমভ্যসতাঞ্চ কুলে পূর্ব্বযোগসংস্কারবলকৃতমেতজ্জন্ম প্রাকৃতানামতিদুর্লভম্ ॥ ৪২ ॥

আমুত্রিকীং সুখসম্পত্তিং বক্তুং পূর্ব্বসংস্কারহেতুকং সাধনমাহ,—তত্রেতি। তত্র দ্বিবিধে জন্মনি, পৌর্ব্বদৈহিকং পূর্ব্বদেহে ভবম্, বুদ্ধ্যা স্বধর্ম্মস্থাত্মপরমাত্মবিষয়া সংযোগং সম্বন্ধং লভতে। ততশ্চ হৃদ্বিশুদ্ধিস্বপরমাত্মাবলোকরূপায়াং সংসিদ্ধৌ নিমিত্তে স্বাপোথিতবদ্ভূয়ো বহুতরং যততে, যথা পুনর্বিঘ্নহতো ন স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

তত্র হেতুঃ,—তেনৈব যোগবিষয়কেণ পূর্ব্বাভ্যাসেন স যোগী হ্রিয়তে আকৃষ্যতে—অবশোঽপি কেনচিদ্বিঘ্নেনানিচ্ছন্নপীত্যর্থঃ। হীতি প্রসিদ্ধোঽয়ং যোগমহিমা। যোগস্য জিজ্ঞাসুরপি তু যোগমভ্যসিতুং প্রবৃত্তঃ শব্দব্রহ্ম সকামকর্ম্মনিরূপকং বেদমতিবর্ত্ততে, তং ন শ্রদ্দধাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

হে কুরুনন্দন! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্ব্বদৈহিক-বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন; অতএব নৈসর্গিক-রুচিক্রমে যোগসংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ থাকেন ॥ ৪৩ ॥

নিসর্গ-বশতঃ পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম-কর্ম্মমার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকাম-কর্ম্মমার্গে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

অথামুত্রিকীং সুখসম্পত্তিমাহ,—প্রযত্নাদিতি। পূর্ব্বকৃতাদপি প্রযত্নাদধিকমধিকং যতমানঃ পূর্ব্ববিঘ্নভয়াৎ প্রযত্নাধিক্যং কুর্ব্বন্ যোগী তেনোপচিতেন প্রযত্নেন সংশুদ্ধকিল্বিষো নির্ধৌতনিখিলাশুবাসনঃ; এবমনেকৈর্জ্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ পরিপক্কযোগো যোগপরিপাকাদেব হেতোঃ পরাং স্বপরাত্মাবলোকলক্ষণাং গতিং মুক্তিং যাতি ॥ ৪৫ ॥

এবং জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো মোক্ষহেতুস্তাদৃশাদ্‌যোগাদ্বিভ্রষ্টস্যাস্ততস্তৎফলং ভবেদিত্যভিধায় যোগিনং স্তৌতি;—তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রাদিতপঃপরেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যোঽর্থশাস্ত্রবিদ্ভ্যঃ কর্ম্মিভ্যঃ সকামেষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ত্তৃভ্যশ্চ যোগী মদুক্তযোগানুষ্ঠাতাধিকঃ শ্রেষ্ঠো মতঃ। আত্মজ্ঞানবৈধুর্য্যেণ মোক্ষানর্হেভ্যস্তপস্যাদিভ্যো মদুক্তো যোগী সমুদিতাত্মজ্ঞানত্বেন মোক্ষার্হত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৪৬ ॥

তখন প্রকৃষ্টযত্ন-সহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ পরিপক্ক হয় এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে। অনেক-জন্ম-পর্য্যন্ত যোগ অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিল্বিষশূন্য হইলে যোগী পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ করেন;—ইহাই যোগীর আমুত্রিক ফল ॥ ৪৫ ॥

উক্তরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সকামকর্ম্ম-গত তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগী শ্রেষ্ঠ; সাংখ্য-জ্ঞানী অপেক্ষা 'যোগী' শ্রেষ্ঠ; সকাম-কর্ম্মী অপেক্ষা 'যোগী'ই শ্রেষ্ঠ, যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম, কিছুই ভাল নয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি 'যোগী' হও ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

তদিত্থমাদ্যেন ষট্‌কেন সনিষ্ঠস্য সাধনানি জ্ঞানগর্ভাণি নিষ্কামকর্ম্মাণি যোগশিরস্কান্যভিধায় মধ্যেন পরিনিষ্ঠিতাদের্ভগবচ্ছরণাদীনি সাধনান্যভিধাস্যন্ তস্মাত্তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাবেদকং তৎসূত্রমভিধত্তে,—যোগিনামিতি,—পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠীয়ম্ তপস্বিভ্য ইতি পূর্ব্বোপক্রমাৎ; ন চ নির্দ্ধারণে ষষ্ঠীয়মস্ত, —বক্ষ্যমাণস্য যোগিনস্তপস্ব্যাদিবিলক্ষণক্রিয়ত্বেন তেষ্বনন্তর্ভাবাৎ। যদ্যপি তপস্ব্যাদীনাং মিথো ন্যূনাধিকতাভাবোঽস্তি, তথাপ্যবরত্বং তস্মাৎ সমানম্, স্বর্ণগিরেরিব তদন্যেষামুচ্চাবচানাং গিরীণামিতি। যঃ শ্রদ্ধাবান্মদ্ভক্তিনিরূ-

---

যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ; যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যোগি-গণমধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ-মানবদিগের মধ্যে সকামকর্ম্মীকে 'যোগী' বলা যায় না। নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা, ইঁহারা—'যোগী'। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়; যোগ—একটি সোপানময় মার্গবিশেষ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। 'নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ' ঐ সোপানের প্রথম ক্রম; তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়-ক্রমরূপ 'জ্ঞানযোগ' হয়; তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ-ধ্যানযুক্ত হইয়া 'অষ্টাঙ্গযোগরূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্তা হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐসমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান, তাহারই নাম 'যোগ'। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ-সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্য-কল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম-নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে সাংখ্যযোগো নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পকেষু শ্রুত্যাদিবাক্যেষু দৃঢ়বিশ্বাসঃ সন্ মাং নীলোৎপলশ্যামলমাজানুপীবর-বাহুং সবিতৃকরবিকসিতারবিন্দেক্ষণং বিদ্যুদুজ্জ্বলবাসসং কিরীটকুণ্ডলকটক-কেয়ূরহারকৌস্তভনূপুরৈঃ বনমালয়া চ বিভ্রাজমানং স্বপ্রভয়া দিশো বিতমিস্রাঃ কুর্ব্বাণং নিত্যসিদ্ধ-নৃসিংহরঘুবর্য্যাদিরূপং সর্ব্বেশ্বরং স্বয়ং ভগবন্তং মনুষ্যসংনিবেশিবিভুবিজ্ঞানানন্দময়ং যশোদাস্তনন্ধয়ং কৃষ্ণাদিশব্দৈ-রভিধীয়মানং সার্ব্বজ্ঞসর্ব্বৈশ্বর্য্যসত্যসঙ্কল্পাশ্রিতবাৎসল্যাদিভিঃ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যলাবণ্যাদিভিশ্চ গুণরত্নৈঃ পূর্ণং ভজতে শ্রবণাদিভিঃ সেবতে, মদ্গতেন মদেকাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা বিশিষ্টস্তিলমাত্রমপি মদ্বিয়োগাসহঃ সন্নিত্যর্থঃ। মদ্ভক্তঃ সর্ব্বেভ্যস্তপস্যাদিভ্যো যোগিভ্যো মে সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বাণি বস্তূনি যুগপৎ পশ্যতো যুক্ততমোঽভিমতঃ ;—তপস্যাদিযুক্তঃ নিষ্কামকর্ম্মী যুক্ততর:

যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না ; অতএব যে-ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটি খণ্ডযোগই তাঁহার 'প্রতিষ্ঠা'। এইজন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গ-যোগী, কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন।

অতএব হে পার্থ! কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিনপ্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেই-প্রকার যোগী হও ॥ ৪৭ ॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে পূর্ব্বোল্লিখিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের চরমাংশ কথিত হইয়াছে। নিষ্কামকর্ম্মযোগে আরোহণ-কালে ঐ যোগ কর্ম্ম-প্রধান থাকে। আরূঢ় হইলে উহা আত্মাবলোকনরূপ জ্ঞানমার্গীয় অষ্টাঙ্গযোগ-দ্বারা পরমাত্ম-

মদেকভক্তো যুক্ততম ইত্যর্থঃ। অত্র ব্যাচষ্টে,—নন্থ যোগিনঃ সকাশান্ন কোঽপ্যধিকোঽস্তীতি চেত্তত্রাহ,—যোগিনামিতি। যোগারোহতারতম্যাৎ কর্ম্মযোগিনো বহবস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি ধ্যানারূঢ়ো যুক্তঃ সমাধ্যারূঢ়ো যুক্ততরঃ শ্রবণাদিভক্তিমাংস্তু যুক্ততম ইতি। 'ভক্তি'শব্দঃ—সেবাভি-ধায়ী ;—"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা 'ভক্তি'শব্দেন ভূয়সী" ইতি স্মৃতেঃ। এতাং ভক্তিং শ্রুতিরাহ,—"শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি"ইতি, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ইতি, "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" ইতি, "আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইতি, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ

তত্ত্বে সমাধিরূপ ফল উৎপাদন করে। যুক্তভাবে বিষয় স্বীকার করিয়া ক্রমশঃ পরমাত্মধ্যান বৃদ্ধি করিতে করিতে মন প্রত্যাহৃত হইলে অবান্তর-ফলস্বরূপ সিদ্ধি ও বিভূতি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ চিৎসুখের উদয় হয় ;—ইহাই নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের চরম ফল। এই যোগ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যাহাদের পতন হয় অর্থাৎ বিষয়ান্তরাকর্ষণরূপ ভ্রষ্টতা বা মৃত্যু হয়, তাহারাও অনেক-জন্মে উক্ত যোগফল লাভ করে, তাহাদের পূর্ব্বচেষ্টা ব্যর্থ হয় না। অতএব সকাম-মার্গীয় তপঃ, কেবল চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বনিশ্চায়ক শাস্ত্রজ্ঞানরূপ সাংখ্যজ্ঞান ও সকামকর্ম্ম—ইহারা সমস্তই তুচ্ছ। এই তিনপ্রবৃত্তিকে আত্মাবলোকন-স্পৃহা-শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিলে তত্তৎক্ষুদ্রফলকামনারহিত যে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ হয়, সেই যোগ তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই যোগ অবস্থ-ভেদে আকারত্রয় ধারণ করে। আরুরুক্ষু অবস্থায় কর্ম্মযোগ, আরূঢ়-অবস্থার প্রথমে জ্ঞানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ। এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে আর একপ্রকার ভক্তি-যোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি" ইতি চৈবমাদ্যাঃ। সা চ ভক্তির্ভগবৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বোধ্যা ;—"বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্যাঃ শ্রবণাদিক্রিয়ারূপত্বং তু চিৎসুখমূর্ত্তেঃ সর্ব্বেশ্বরস্য কুন্তনাদিপ্রতীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্—শ্রবণাদিরূপায়া ভক্তেশ্চিদানন্দত্বস্বনুবৃত্ত্যানুভাব্যং সিতানুসেবয়া পিত্তবিনাশে তন্মাধুর্য্যমিবেতি ॥ ৪৭ ॥

গীতাকথাসূত্রমবোচদাদ্যে কর্ম্ম দ্বিতীয়াদিষু কামশূন্যম্।
তৎ পঞ্চমে বেদনগর্ভমাখ্যন্ ষষ্ঠে তু যোগোজ্জ্বলিতং মুকুন্দঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥"

—এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ-স্কন্ধের বাক্যানুসারে স্থির হয় যে, যে-সময়ে মানবের হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়, সেই সময়েই দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগের উদয় হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে ফলনির্ব্বেদ হইলে প্রথমপ্রকার ভক্তিযোগ হয়; তদপেক্ষা দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ। প্রথমপ্রকার ভক্তিযোগের নাম—নির্ব্বেদজনিত ভক্তিযোগ, এবং দ্বিতীয়প্রকার ভক্তিযোগের নাম—শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগ। উদিত হইলে পর উভয়প্রকার ভক্তিযোগই একই আকার ধারণ করে। শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগই জীবের সহজ ; তাহা মধ্য ছয় অধ্যায়ে কথিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

সপ্তমে ভজনীয়স্য স্বস্যৈশ্বর্য্যং প্রকীর্ত্ত্যতে।
চাতুর্বিধ্যঞ্চ ভজতাং তথৈবাভজতামপি ॥

আদ্যেন ষট্‌কেনোপাসকস্য জীবস্য স্বরূপং তৎপ্রাপ্তিসাধনঞ্চ প্রাধান্যেনোক্তম্। মধ্যেন তূপাস্যস্য স্বস্য তত্তচ্চ তথোচ্যতে ; তত্র ষষ্ঠান্তনির্দ্দিষ্টং তব ভজনীয়ং রূপং কীদৃশং, কথং বা ভজতোঽন্তরাত্মা তদগতঃ স্যাদিত্যেতৎ পার্থেনাপৃষ্টমপি কৃপালুত্বেন স্বয়মেব বিবক্ষুর্ভগবানুবাচ,—ময়ীতি। ব্যাখ্যাতলক্ষণে স্বোপাস্যে ময্যাসক্তমতিমাত্রনিরতং মনো যস্য স ত্বমন্যো বা

হে পার্থ! অন্তঃকরণ-শোধক নিষ্কাম-কর্ম্মযোগসাপেক্ষ মোক্ষফল-সাধক জ্ঞান ও যোগ প্রথম ছয়-অধ্যায়ে বলিলাম ; এক্ষণে দ্বিতীয় ছয়-অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বলিতেছি। আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া মদাশ্রয়-যোগ অভ্যাস করিতে করিতে মৎসম্বন্ধি যে সমগ্র-জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহা বলি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে জ্ঞান, তাহা সমগ্র নয়, যেহেতু তাহা সবিশেষ জ্ঞান নয়। জড়ীয়বিশেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে একটি নির্ব্বিশেষ-চিন্তা লাভ করা যায়, তাহাতেই উহার (নির্ব্বিশেষ-চিন্তার) বিষয়রূপ আমার নির্ব্বিশেষ-আবির্ভাব ব্রহ্মের উদয় হয় ; তাহা নির্গুণ নয়, কেন না, তাহা দেহাদির অতিরিক্ত যে সাত্ত্বিক জ্ঞান, তাহাই মাত্র। ভক্তি—নির্গুণবৃত্তিবিশেষ, তাহাকে অবলম্বন করিলেই নির্গুণস্বরূপ আমি জীবের নির্গুণ-চক্ষে পরিলক্ষিত হই ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

তাদৃশো মদাশ্রয়ো মদ্ভাস্তসখ্যাদ্যেকতমেন ভাবেন মাং শরণং গতো যোগং মচ্ছরণাদিলক্ষণং যুঞ্জন্ কর্ত্তুং প্রবৃত্তঃ। অসংশয়ং যথা স্যাত্তথা,—কৃষ্ণ এব পরং তত্ত্বমতোঽন্যদ্বেতি সন্দেহশূন্যো মৎপারতম্যনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। সমগ্রং সাধিষ্ঠানং সবিভূতিং সপরিকরং চ মাং সর্ব্বেশ্বরং যেন জ্ঞানেন জ্ঞাস্যসি তন্ময়োচ্যমানমবহিতমনাঃ শৃণু। হে পার্থ! ন চ সমগ্রমিতি কার্ৎস্ন্যেন স জ্ঞানমাদিশতীতি বাচ্যমনন্তস্য তস্য তথাজ্ঞানাসম্ভবাৎ। স্মৃতিশ্চ—"কার্ৎস্ন্যেন নাজোঽপ্যভিধাতুমীশঃ" ইতি ॥ ১ ॥

বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং স্তৌতি,—জ্ঞানমিতি। ইদং চিদচিচ্ছক্তিমৎস্বরূপ-বিষয়কং জ্ঞানং, তচ্চ সবিজ্ঞানং বক্ষ্যামি। তচ্ছক্তিদ্বয়বিবিক্তস্বরূপবিষয়কং

আমার চিৎ ও অচিৎ-শক্তিসম্পন্ন স্বরূপ-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকেই 'জ্ঞান' বলা যায়। সেই শক্তিদ্বয় হইতে বিবিক্ত-স্বরূপবিষয়ক জ্ঞানের নামই 'বিজ্ঞান'। আমি তোমাকে বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তাহা অবগত হইলে জগতে আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥ ২ ॥

পূর্ব্ব ছয়-অধ্যায়ের উল্লিখিত জ্ঞানী ও যোগীসকল চিন্তা-দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞান সহজে লাভ করিতে পারেন; কিন্তু চিন্ত্যবিষয়ের বিলক্ষণরূপ ভগবজ্‌জ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়; সহস্র-সহস্র-মনুষ্যমধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন পায়। সহস্র-সহস্র সিদ্ধদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

জ্ঞানং বিজ্ঞানং তেন সহিতং তে তুভ্যং প্রপন্নায়াশেষতঃ সামগ্র্যেণোপ-দেক্ষ্যামীত্যর্থঃ। যৎস্বরূপং সর্ব্বকারণং যচ্চ ধ্যেয়ং তদুভয়বিষয়কং জ্ঞানমত্র বক্তুং প্রতিজ্ঞাতং যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বেহ শ্রেয়োবর্ত্মনি নিবিষ্টস্য জিজ্ঞাসোস্ত-দন্যজ্‌জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে, সর্ব্বস্য তদন্তর্ভাবাৎ ॥ ২ ॥

স্বজ্ঞানস্য দৌর্লভ্যমাহ,—মনুষ্যাণামিতি। উচ্চাবচদেহাত্মসংখ্যাতা জীবা-স্তেষু কতিচিদেব মনুষ্যাস্তেষাং শাস্ত্রাধিকারযোগ্যানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব সৎপ্রসঙ্গবশাৎ সিদ্ধয়ে স্বপরাত্মাবলোকনায় যততে, ন তু সর্ব্বঃ।

ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানের নাম ভগবজ্‌জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই,—আমি সদা-স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন-তত্ত্ববিশেষ। ব্রহ্ম—আমারই শক্তিগত একটি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র; তাঁহার স্বরূপ নাই; সৃষ্ট-জগতের ব্যতিরেকচিন্তাতেই তাঁহার সাম্বন্ধিকী অবস্থিতি। পরমাত্মাও আমার অংশ-গত জগন্মধ্যবর্ত্তী আবির্ভাববিশেষ; তাহাও ফলতঃ অনিত্যজগৎ-সম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ; তাঁহারও নিত্য-স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই নিত্য; তাহাতে আমার শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে। শক্তির একটি পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি; তাহাকে জড়জননী বলিয়া 'অপরা-শক্তি'ও বলা যায়। আমার অপরা বা জড়সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে আটটি তত্ত্বসংখ্যা লক্ষ্য করিবে। 'ভূমি', 'জল', 'অগ্নি', 'বায়ু', ও 'আকাশ',—এই পাঁচটিতে পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই পাঁচটি তন্মাত্র,—এই দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়; 'অহঙ্কার'-শব্দে অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়, 'বুদ্ধি'শব্দে মহত্তত্ত্ব এবং 'মনঃ'শব্দে প্রধান;—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, এই সমুদয়ই আমার বহিরঙ্গ-শক্তিগত ॥ ৪ ॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

তাদৃশানাং যততাং যতমানানাং সিদ্ধানাং লব্ধস্বপরাত্মাবলোকনানাং সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেবৈকো মাং কৃষ্ণং তত্ত্বতো বেত্তি। অয়মর্থঃ,—শাস্ত্রীয়ার্থানুষ্ঠায়িনো বহবো মনুষ্যাঃ পরমাণুচৈতন্যং স্বাত্মানং প্রাদেশমাত্রং মৎস্বাংশং পরমাত্মানং চানুভূয় বিমুচ্যন্তে। মাং তু যশোদাস্তনন্ধয়ং কৃষ্ণমধুনা ত্বৎসারথিং কশ্চিদেব তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাবাপ্তমদ্ভক্তিস্তত্ত্বতো যাথাত্ম্যেন বেত্তি,—অবিচিন্ত্যানন্তশক্তিকত্বেন নিখিলকারণত্বেন সার্ব্বজ্ঞ্যৈশ্বর্য্যস্বভক্তবাৎসল্যাদ্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণরত্নাকরত্বেন পূর্ণব্রহ্মত্বেন চানুভবতীত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ,—'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ', 'মান্তু বেদ ন কশ্চন' ইতি ॥ ৩ ॥

এবং শ্রোতারং পার্থমভিমুখীকৃত্য স্বস্য কারণস্বরূপং চিদচিচ্ছক্তিমদ্বস্তুং তে শক্তী প্রাহ,—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। চতুর্ব্বিংশতিধা প্রকৃতির্ভূম্যাদ্যাত্মনাষ্টধা ভিন্না মে মদীয়া বোধ্যা তন্মাত্রাদীনাং ভূম্যাদিষ্বন্তর্ভাবাদিহাপি চতুর্ব্বিংশতিধৈবাবসেয়া। তত্র ভূম্যাদিষু পঞ্চসু ভূতেষু তৎকারণানাং গন্ধানাং পঞ্চানাং তন্মাত্রাণামন্তর্ভাবঃ; অহঙ্কারে তৎকার্য্যাণামেকাদশানামিন্দ্রিয়াণাম্; 'বুদ্ধি'শব্দো মহত্তত্ত্বমাহ; মনঃশব্দস্তু মনোগম্যমব্যক্তরূপং প্রধানমিতি। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যানাং অব্যক্তং ব্যক্তমুচ্যতে" ইতি। স্বয়ঞ্চ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বক্ষ্যতি,—"মহাভূতান্যহঙ্কারঃ" ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

এতদ্ব্যতীত আমার একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত এই জড়-জগৎ,—উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায় ॥ ৫ ॥

এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

এষা প্রকৃতিরপরা নিকৃষ্টা জরত্বাদ্ভোগ্যত্বাচ্চেতো জড়ায়াঃ প্রকৃতেরন্যাং পরাং চেতনত্বাদ্ভোক্তৃত্বাচ্চোৎকৃষ্টাং জীবভূতাং মে মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি। হে মহাবাহো পার্থ! পরত্বে হেতুঃ,—যয়েতি। যয়া চেতনয়া ইদং জগৎ স্বকর্ম্মদ্বারা ধার্য্যতে শয্যাসনাদিবৎ স্বভোগায় গৃহ্যতে; শ্রুতিশ্চ হরেরেবেয়ং শক্তিস্থয়ীত্যাহ,—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ" ইতি ॥ ৫ ॥

এতচ্ছক্তিদ্বয়দ্বারৈব সর্ব্বজগৎকারণতাং স্বস্যাহ,—এতদিতি। সর্ব্বাণি স্থিরচরাণি ভূতান্যেতদ্যোনীনি উপধারয় বিদ্ধি। এতেঽপরপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যে মচ্ছক্তী যোনা কারণভূতে যেষাং তানীত্যর্থঃ। তে চ প্রকৃতী মদীয়ে মত্ত এব সম্ভূতে। অতঃ কৃৎস্নস্য স প্রকৃতিকস্য জগতোঽহমেব প্রভব উৎপত্তিহেতুঃ—'প্রভবত্যস্মাৎ' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ তস্য প্রলয়সংহর্ত্তাপ্যহমেব—'প্রলীয়তেঽনেন' ইতি ব্যুৎপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

নন্তু স্থিরচরয়োরপরপরয়োঃ প্রকৃত্যোরপি ত্বমেব তচ্ছক্তিমান্ যোনিরিত্যুক্তেনিখিলজগদ্বীজত্বং তব প্রতীতং, ন তু সর্ব্বপরত্বম্; তচ্চ তদ্বীজাত্বতোঽন্যস্যৈব—"ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ এই দুইটি প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত; অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই সমস্ত-জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু ॥ ৬ ॥

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিগণ গাঁথা থাকে, সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ বিষ্ণুরূপী আমাতে প্রোতরূপে অবস্থান করে ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

ভবন্ত্যথেত্যত্রে দুঃখমেবাপি যন্তি" ইতি শ্রবণাদিতি চেত্তত্রাহ,—মত্ত ইতি। মত্তস্থৎসথাৎ কৃষ্ণাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠমন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস্তাহমেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠং বস্ত্বিত্যর্থঃ। নন্থ "ততো যদুত্তরতরম্' ইত্যাদাবনাথা শ্রুতমিতি চেন্মন্দমেতৎ ক্ষোদাক্ষমত্বাৎ; তথা হি "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নানাঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি শ্বেতাশ্বতরৈঃ সর্ব্বজগদ্বীজস্য মহাপুরুষস্য বিষ্ণোর্জ্ঞানমমৃতস্য পন্থাস্ততো নাস্তীত্যুপদিশ্য তদুপপাদনায় "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ" ইতি তস্যৈব পরতমত্বং তদিতরস্য তদসংভবঞ্চ প্রতিপাদ্য, "ততো যদুত্তরতরম্" ইত্যাদিনা পূর্ব্বোক্তমেব নিগমিতম্; ন তু ততোঽন্যচ্ছ্রেষ্ঠমস্তীতি উক্তম্—তথা সতি তেষাং মৃষাবাদিত্বাপত্তেঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"তথান্যপ্রতিষেধাৎ" ইতি। মদন্যস্য কস্যচিদপি শ্রৈষ্ঠ্যাভাবাদহমেব মদন্যসর্ব্বাশ্রয় ইত্যাহ,—ময়ীতি। প্রোতং গ্রথিতং স্ফুটমন্যৎ,—এতেন বিশ্বপালকত্বং স্বস্যোক্তম্ ॥ ৭ ॥

তত্ত্বং দর্শয়তি,—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্রয়া বিভূত্যা তাঃ পালয়ন্ তাস্বহং বর্ত্ততে, তাং বিনা তাসামস্থিতেঃ। শশিনি সূর্য্যে বাহং প্রভাস্মি প্রভয়া বিভূত্যা তৌ পালয়ন্ তয়োরহং বর্ত্তে; এবং পরত্র দ্রষ্টব্যম্। বৈখরীরূপেষু সর্ব্ববেদেষু তন্মূলভূতঃ প্রণবোঽহম্; খে নভসি শব্দস্তন্মাত্রলক্ষণোঽহম্; নৃষু পৌরুষং ফলবানুদ্যমোঽহম্,—তেনৈব তেষাং স্থিতেঃ ॥ ৮ ॥

হে কৌন্তেয়! আমি জলের রস, চন্দ্রসূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ ॥ ৮ ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥
বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধস্তন্মাত্রলক্ষণঃ; চকারো রসাদীনামহমপি পুণ্যত্বসমুচ্চায়কঃ। বিভাবসৌ বহ্নৌ তেজঃ সর্ব্ববস্তুপচনপ্রকাশনাদিসামর্থ্যরূপপঞ্চশব্দাত্মকৌ যঃ পুণ্যঃ স্পর্শ উষ্ণস্পর্শব্যাকুলানামাপায়কঃ সোঽহমিতি বোধ্যম্। জীবনমায়ুস্তপো দ্বন্দ্বসহনম্ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বভূতানাং চরাচরাণাং যদেকবীজং সনাতনং নিত্যং, ন তু প্রতিব্যক্তিভিন্নমনিত্যং বা তৎ প্রধানাখ্যং সর্ব্ববীজং মামেব বিদ্ধি তদ্রূপয়া বিভূত্যা তান্যহং পালয়ামি তৎপরেণ হি তানি পুষ্যন্তে। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকবতী, তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং পরাভিভবসামর্থ্যং পরানভিভাব্যত্বঞ্চ ॥ ১০ ॥

কামঃ স্বজীবিকাদ্যভিলাষঃ রাগস্তু প্রাপ্তেঽপ্যভিলষিতেঽর্থে পুনস্তোঽপ্যধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকোঽতিতৃষ্ণাপরনামা, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ স্বপত্ন্যাং পুত্রোৎপত্তিমাত্রহেতুঃ ॥ ১১ ॥

আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজ, সর্ব্বভূতের জীবন, তপস্বীর তপ ॥ ৯ ॥

আমি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ ॥ ১০ ॥

আমি বলবানের কামরাগবিবর্জ্জিত বল এবং ধর্ম্মসম্মত কাম অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির জন্য বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গরূপ কাম ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

এবং কাশ্চিদ্বিভূতিরভিধায় সমাসেন সর্ব্বাস্তাঃ প্রাহ,—যে চৈবেতি। যে মিথো বিলক্ষণস্বভাবাঃ সাত্ত্বিকাদয়ো ভাবাঃ প্রাণিনাং শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়াত্মনা তৎকারণত্বেন চাবস্থিতাস্তান্ সর্ব্বান্ তত্তচ্ছক্ত্যুপেতান্মত্ত এবোপপন্নান্ বিদ্ধি। ন ত্বহং তেষু বর্ত্তে নৈবাহং তদধীনস্থিতিঃ,—তে ময়ি মদধীনস্থিতয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অথ শক্তিদ্বয়বিবিক্তং স্বস্য ধ্যেয়স্বরূপং দর্শয়ন্ তস্যাজ্ঞানে তদাসক্তিমেব হেতুমাহ,—ত্রিভিরিতি। এভিঃ পূর্ব্বোদিতৈর্গুণময়ৈর্মায়াগুণকার্য্যৈ-স্ত্রিবিধৈঃ সাত্ত্বিকাদিভির্ভাবৈর্ভবনধর্ম্মিভিঃ ক্ষণপরিণামিভিস্তত্তৎকর্ম্মানুগুণ-

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সে সমুদয়ই আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য; আমি সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন, সে সমুদয় আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

আমার অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম,—এই তিনটী গুণ; সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে। তজ্জন্য ঐসমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয় কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

এই মায়া—আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল-জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-দ্বারা বা অন্যদেবপ্রপত্তি-দ্বারা মায়া পার হইতে পারেন না ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

শরীরেন্দ্রিয়বিষয়াত্মনাবস্থিতৈর্মোহিতমবিবেকিতাং নীতং সৎ সর্ব্বমিদং জগৎ সুরাসুরমনুষ্যাদ্যাত্মনাবস্থিতং জীববৃন্দং কর্ত্তৃ এভ্যঃ সাত্ত্বিকাদিভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং তৈরস্পৃষ্টমনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরং বিজ্ঞানানন্দঘনং সর্ব্বেশ্বর-মব্যয়মপ্রচ্যুতস্বভাবং মাং কৃষ্ণং নাভিজানাতি প্রত্যুতাস্যূয়তি ॥ ১৩ ॥

নন্বু ত্রিগুণায়াস্তন্মায়ায়া নিত্যত্বাত্তদ্ধেতুকস্য মোহস্য বিনিবৃত্তির্দুর্ঘটেতি চেৎ তত্রাহ—দৈবীতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্যাবিতর্ক্যাতিবিচিত্রানন্তবিশ্বস্রষ্টুরেষা মায়া দৈবী—অলৌকিক্যত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, তাদৃগ্বিশ্বসর্গোপকরণত্বাৎ। শ্রুতি-শ্চৈবমাহ,—"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইত্যাদ্যা। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা; শ্লেষেণ, ত্রিগুণিতা রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া

দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা—'মূঢ়', 'নরাধম', 'মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান' ও 'আসুর-ভাবাশ্রিত'-ভেদে চারিপ্রকার। নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তি-গণই 'মূঢ়'; ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসঙ্কল্প। 'নরাধম'-শব্দে মানবগণের হৃদ্গত-উচ্চভাব-রহিত নিরীশ্বর নৈতিক ও কল্পিত ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কার্য্য-বিৎ পুরুষগণকে বুঝিতে হইবে। তাহারাই 'মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান' পুরুষ,—যাহারা চিদ্বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম-দ্বারা দুষ্ট মত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই 'আসুরভাবাশ্রিত'—যাহারা দম্ভাহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত-সাধুদিগকে হীন বলিয়া জানে। সংক্ষেপ-বাক্য এই যে, যাহারা সর্ব্ব-সময়েই সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিশূন্য, তাহারাই 'দুষ্কৃত' ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

জীবানাং বন্ধহেতুঃ। অতো দুরত্যয়া তেষাং দুরতিক্রমা; রজ্জুপক্ষে, চ্ছেত্তুমুদ্গ্রথিতং চ তৈরশক্যেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেতাদৃশী, তথাপি মদ্ভক্ত্যা

'আর্ত্ত', 'জিজ্ঞাসু', 'অর্থার্থী' ও 'জ্ঞানী'—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি যখন মৎপ্রসাদে বা মদ্ভক্তপ্রসাদে আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থ ও জ্ঞানরূপ (চতুর্ব্বিধ) দোষশূন্য হইয়া সুকৃতিমন্ত হয়, তখন এই চারিপ্রকার সুকৃতিমন্ত পুরুষ আমাকে ভজন করে। দুষ্কৃতি-ব্যক্তিদিগের পক্ষে আমার ভজন প্রায়ই দুর্ঘট; যেহেতু তাহাদের ক্রমোন্নতি-প্রথা নাই। তন্মধ্যে কদাচিৎ কাহারও আকস্মিকী প্রথার দ্বারা মদ্ভজন লাভ হইয়াছে। বৈধজীবনাবস্থিত সুকৃতি-ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারিপ্রকার লোক আমাকে ভজন করিতে যোগ্য হয়। যাহারা—কাম্যকর্ম্মপরায়ণ, তাহারা প্রাপ্তক্লেশ-দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া আমাকে মনে করে; ইহারাই 'আর্ত্ত'; দুষ্কৃতি ব্যক্তিও আর্ত্ত হইয়া আমাকে কখনও কখনও মনে করে। পূর্ব্বোক্ত মূঢ় নৈতিকগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসাক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, তখন 'জিজ্ঞাসু'রূপে ক্রমশঃ আমাকে স্মরণ করে। পূর্ব্বোক্ত নরাধমগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া 'অর্থার্থি'রূপে আমাকে স্মরণ করে। যখন ব্রহ্ম-পরমাত্ম-জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া জীব আমার শুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞানকে আশ্রয় করে, তখন মায়াদ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান সেই পুরুষের মায়াচ্ছাদন দূর হইলে ভগবৎস্বরূপের নিত্যদাস বলিয়া আমার প্রপত্তি স্বীকার করে। ফলতঃ, আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্যনৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তন্নিবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাহ,—মামিতি। মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং স্বপ্রপন্নবাৎসল্যনীরধিং কৃষ্ণং যে তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি, তে এতামর্ণবমিবাপারাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি; তাং তীর্ত্বানন্দৈকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। 'মামেব' ইত্যেবকারো মদন্যেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তস্যান্তরণং নেত্যাহ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ত্বমেব বিদিত্বা" ইত্যাদ্যা, মুচুকুন্দং প্রতি দেবাশ্চ,—"বরং

জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে ঐ চারিপ্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে-কাল পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত এসকল ব্যক্তির ভক্তি—কর্ম্ম বা জ্ঞানপ্রধানীভূতা; আর কষায় দূর হইলে, কেবলা, অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তি লাভ করে ॥ ১৬ ॥

কষায়শূন্য আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মৎপর হইয়া 'ভক্ত' হয়; কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান-কষায় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভ করত ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া অন্যান্য তিনপ্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাস-দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বরূপ-লাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম কষায়শূন্য হইলেও স্বস্বরূপাবস্থিতি তত বিশুদ্ধ হয় না। ভক্তসঙ্গক্রমে সকলেরই চরমে স্বরূপাবস্থিতি-লাভ হইয়া পড়ে। সাধনদশায় উক্ত চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানি-ভক্তই আমার বিশুদ্ধ দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়; শুকাদির ভগবজ্জ্ঞানস্ফূর্ত্তিই ইহার উদাহরণ। শুদ্ধজ্ঞানলব্ধ ভক্তগণের সাধনকালীন ভগবৎকৈঙ্কর্য্য—বিশুদ্ধচিন্ময়, জড়গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।" ইতি; ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবশ্চ,—"মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ" ইতি ॥ ১৪ ॥

নন্থ চেত্তামেব প্রপন্না বিমুচ্যন্তে, তর্হি পণ্ডিতা অপি কেচিৎ কিমিতি ত্বাং ন প্রপদ্যন্তে? তত্রাহ,—ন মামিতি। দুষ্টাশ্চ তে কুতিনঃ শাস্ত্রার্থ-কুশলাশ্চেতি দুষ্কৃতিনঃ কুপণ্ডিতাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ দংদ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" ইতি। তে চতুর্ব্বিধাঃ;—একে মায়য়া মূঢ়াঃ কর্ম্মজড়া ইন্দ্রাদিবন্মামপি বিষ্ণুং কর্ম্মাঙ্গং জীববৎ কর্ম্মাধীনং বা মন্যমানাঃ, অপরে মায়য়া নরাধমা বিপ্রাদিকুলজন্মনা নরোত্তমতাং প্রাপ্যাপ্যসৎকাব্যার্থাসক্ত্যা পামরতাভাজঃ; যদুক্তং,—"নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্গাথা পুরীষমিব বিড্‌ভুজঃ॥" ইতি; অন্যে মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ সাংখ্যাদয়ঃ, তে হি সার্ব্বজ্ঞ্যসার্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বস্রষ্টৃত্বমুক্তিদত্বাদিধর্ম্মৈঃ শ্রুতিসহস্রপ্রসিদ্ধমপি মামীশ্বরমপলপন্তঃ প্রকৃতিমেব সর্ব্বস্রষ্ট্রীং মোক্ষদাত্রীং চ কল্পয়ন্তি, তত্র তাদৃশকুটিলকুযুক্তিশতান্যুদ্ভাবয়ন্তী মায়ৈব হেতুঃ; কেচিত্তু মায়য়ৈবাসুরং ভাবমাশ্রিতা নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রবাদিনঃ,—অসুরা যথা নিখিলানন্দ-

---

'কেবলা ভক্তি' স্বীকার করত পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার অধিকারী সকলেই পরম-উদার হন। কিন্তু জ্ঞানি-ভক্তের আত্মনিষ্ঠতা অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠতা অধিকতর প্রবল থাকায় তিনি চৈতন্যগতিরূপ সর্ব্বোত্তম গতি আমাতে অবস্থিত হন। তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ তিনি আমাকে অত্যন্ত বশীভূত করেন ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

করং মদ্বিগ্রহং শরৈর্বিধ্যন্তি তথাদৃশত্বাদিহেতুভিস্তে নিত্যচৈতন্যাত্মতয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধমপি তং খণ্ডয়ন্তীতি তত্রাপি তাদৃশবুদ্ধ্যুৎপাদনী মায়ৈব হেতুরিতি ॥ ১৫ ॥

তর্হি ত্বাং কে প্রপদ্যন্তে? তত্রাহ,—চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতিনঃ সুপণ্ডিতাঃ স্ববর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মণা মদেকান্তিভাবেন চ সম্পন্না জনা মাং ভজন্তে। তে চ চতুর্ব্বিধাঃ;—তত্রার্ত্তঃ শত্রুক্লেশাদ্যাপদ্গ্রস্তস্তন্নিনাশেচ্ছুর্গজেন্দ্রাদিঃ, জিজ্ঞাসুর্বিবিক্তাত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ শৌনকাদিঃ, অর্থার্থী রাজ্যাদিসম্পদিচ্ছুর্ধ্রুবাদিঃ, জ্ঞানী শেষত্বেন স্বাত্মানং শেষিত্বেন পরাত্মানঞ্চ মাং জ্ঞাতবান্ শুকাদিঃ। এষার্ত্তাদয়ঃ সকামাঃ, জ্ঞানী তু নিষ্কামঃ। আর্ত্তার্থার্থিনোঃ পরত্র জিজ্ঞাসুতা-সম্পত্তয়ে তয়োরন্তরালে জিজ্ঞাসোরুপন্যাসঃ ॥ ১৬ ॥

জীবসকল অনেক জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার প্রথমে তাহারা জড়ত্যাগকালীন কিয়ৎপরিমাণ অদ্বৈত-ভাব অবলম্বন করে; তখন জড়ীয়বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ-ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য-ধর্ম্মে একটু অবস্থিত হইলেই, চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ-ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে তাহারা অনুরক্ত হয় এবং অনুরক্ত হইয়া পরমচৈতন্য-রূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে; তখন তাঁহারা এই মনে করে যে, 'এই জড়জগৎ স্বতন্ত্র নয়, চৈতন্য-বস্তুর একটি হেয় প্রতিফলন-মাত্র, ইহাতেও বাসুদেব-সম্বন্ধ আছে; অতএব সমস্তই বাসুদেবময়।' এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎপ্রপত্তি, তাঁহারা—মহাত্মা ও সুদুর্লভ ॥ ১৯ ॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

চতুর্ষু জ্ঞানিনঃ শ্রৈষ্ঠ্যমাহ,—তেষামিতি। জ্ঞানী বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি, যদসৌ নিত্যযুক্ত একভক্তিশ্চ। আর্ত্তিবিনাশাদিকামনা-বিরহান্নিত্য-ময়া যোগবান্। আর্ত্তাদেস্তু যাবৎ কামিতপ্রাপ্তি মদ্‌যোগ একস্মিন্নযোগ জ্ঞানিনো ভক্তিরার্ত্তাদেস্তু স্বকামিতে তৎপ্রদাতৃত্বেন ময়ি চাতো জ্ঞানী, ততঃ শ্রেষ্ঠঃ। অতৃপ্যন্নাহ,—প্রিয়ো হীতি। জ্ঞানিনো হ্যহমত্যর্থং প্রিয়ঃ প্রেমাস্পদম্; স হি মৎপ্রিয়তা-সুধাসিন্ধুনিমগ্নো নান্যৎ কিঞ্চিদনুসন্ধত্তে তত মৎপ্রিয়তাপরিমিতেতি বোধয়িতুমত্যর্থশব্দঃ,—সর্ব্বজ্ঞোঽনন্তশক্তিশ্চাহং যা বক্তুং ন শক্নোমীত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী 'যে যথা মাম্' ইত্যাদিন্যায়েন তথৈব মম প্রিয়ঃ,—মমাপি তৎপ্রিয়তা তদ্বদপরিমিতেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নন্বার্ত্তাদয়স্তব প্রিয়া ন ভবন্তি, মৈবমত্যর্থমিতি বিশেষণাদিত্যাহ,— উদারা ইতি। সর্ব্ব এবৈতে আর্ত্তাদয় উদারা বদান্যাঃ,—"উদারো দাতৃ-মহতোঃ" ইত্যমরঃ। যে মাং ভজন্তো ময়া দিৎসিতং কিঞ্চিৎ স্বাভীষ্টং মত্তো

আর্ত্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়শূন্য হইয়া আমার ভক্ত আচরণ করে। যে-কাল পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয়, সে-কাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না; আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা আমা-হইতে বহির্ম্মুখ এবং কাম-দ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্রফল-লাভের জন্য সেই-সেই-কাম্যফল-দাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আমাকে ভালবাসে না; যেহেতু তাহাদের স্ব-স্ব-তামসিকী ও রাজসিকী প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করত তদনুরূপ দেবতাসকলের উপাসনা করে ॥২০॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

গৃহ্ণন্তি, তে ভক্তবাৎসল্যং মহ্যং প্রযচ্ছন্তো মম বহুপ্রদাঃ প্রিয়া এবেতি ভাবঃ। জ্ঞানী তু মমাত্মৈবেতি মতম্; হি যস্মাৎ স জ্ঞানা যুক্তাত্মা মদর্পিতমনা মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদপ্যনিচ্ছন্নতিপ্রিয়েণ ময়া বিনা লবমপি স্থাতুমসমর্থো মামেব সর্ব্বোত্তমাং গতিং প্রাপ্যাস্থিতো নিশ্চিতবান্, অতস্তেন তাদৃশেন বিনা লবমপি স্থাতুমসমর্থস্য মমাত্মৈব সঃ। ন চ জ্ঞানিজীবস্য হরিঃ স্বেনাভেদমাহেতি বাচ্যম্,—জ্ঞানিভজত্বাসিদ্ধের্ভজতাং চাতুর্ব্বিধ্যা-সিদ্ধের্মোক্ষে ভেদবাক্যব্যাকোপাচ্চ; তস্মাদতিপ্রিয়ত্বাদেব তত্রাত্মেত্যুক্তি-র্মাত্মা ভদ্রসেন ইতিবৎ। আত্মৈব মন এব মতমিত্যপরে ॥ ১৮ ॥

নন্বার্ত্তাদীনামন্তে কা নিষ্ঠেতি চেত্তত্রাহ,—বহূনামিতি। আর্ত্তাদি-স্ত্রিবিধো মদ্ভক্তঃ কৃতমদ্ভক্তিমহিম্না বহূনি জন্মান্যুত্তমান্ বিষয়ানন্দানন্নুভূয় তেষু বিতৃষ্ণোঽন্তে জন্মনি মৎস্বরূপজ্ঞসৎপ্রসঙ্গাৎ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তমৎস্বরূপ-জ্ঞানঃ সন্ মাং প্রপদ্যতে, ততো বিন্দতীত্যর্থঃ। জ্ঞানাকারমাহ,—বাসু-দেবেতি। বসুদেবসুতঃ কৃষ্ণ এব সর্ব্বং,—কৃষ্ণায়ত্তস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিকং সর্ব্বং বস্ত্বিত্যর্থঃ। যদ্ধি যদধীনস্বরূপস্থিতিকং তত্তদাত্মকং ব্যপদিশ্যতে; যথা প্রাণাধীনস্বরূপস্থিতিকত্বাৎ প্রাণরূপং বাগাদি ব্যপদিষ্টং ছান্দোগ্যে,— "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি" ইতি তত্রাহুঃ,— সর্ব্বং বস্তু বাসুদেবেন ব্যাপ্যমতঃ সর্ব্বং বাসুদেব ইত্যর্থঃ। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বম্" ইতি পার্থো বক্ষ্যতীতি। স হি নিখিলস্পৃহা-নিবৃত্তিপূর্ব্বকং মৎস্পৃহো মদাত্মাত্যুদারমনা মন্নিবেদিতাত্মা জ্ঞানিকোটিষ্বপি

অন্তর্যামিস্বরূপ আমি, যাহার যে স্পৃহণীয়া দেবমূর্ত্তি, তাহাতে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ॥ ২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২॥

সুদুর্লভঃ। এষ জ্ঞানবান্ 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থম্' ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণো বোধ্যঃ॥ ১৯॥

তদিত্থং কামনয়াপি মাং ভজন্তো মদ্ভক্তিমহিম্না তে বিমুচ্যন্ত ইত্যুক্তম্। যে তু শীঘ্রসুখকামা দেবতান্তরভক্তাস্তে সংসরন্ত্যেবেত্যাহ,—কামৈরিত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ। তৈস্তৈরার্ত্তিবিনাশাদিবিষয়কৈঃ কামৈর্হৃতজ্ঞানা যথাদিত্যাদ্যয়ঃ শীঘ্রমেব রোগবিনাশাদিকরাস্তথা ন বিষ্ণুরিতি নষ্টধিয় ইত্যর্থঃ। তং তমসাধারণং স্বয়া প্রকৃত্যা বাসনয়া নিয়তা নিযন্ত্রিতাস্তেষাং প্রকৃতিরেব তাদৃশী—যা মৎপ্রপত্তৌ বৈমুখ্যং করোতীতি ভাবঃ॥ ২০॥

সর্ব্বান্তর্যামী মহাবিভূতিঃ সর্ব্বহিতেচ্ছুরহমেব তত্তদ্দেবতাসু শ্রদ্ধামুৎপাদ্য তাঃ পূজয়িত্বা তত্তদনুরূপাণি ফলানি প্রযচ্ছামি, ন তু তাসাং তত্র তত্র শক্তিরস্তীত্যাশয়বানাহ,—য ইতি দ্বাভ্যাম্। যো য আর্ত্তাদিভক্তো যাং যামাদিত্যাদিরূপাং মদ্তনুং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুং বাঞ্ছতি, তস্য তস্য তামেব তত্তদ্দেবতা-বিষয়ামেব, ন তু মদ্বিষয়াম্, অচলাং স্থিরাম্। বিদধাম্যুৎপাদয়াম্যহমেব, ন তু সা সা দেবতা; শ্রুতিশ্চ তত্তদ্দেবতানাং মদ্তনুত্বমাহ,—"য আদিত্যে তিষ্ঠত্যাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরম্" ইত্যাদ্যা॥ ২১॥

স তয়েতি। ঈহতে করোতি, ততো মদ্তনুভূত-তত্তদ্দেবতারাধনাৎ। কামান্ ফলানি তত্র তত্রোক্তানি। ময়ৈবেতি বিহিতান্ রচিতান্;—যদ্যপি তস্য তস্যারাধকস্য তথা জ্ঞানং নাস্তি, তথাপি মদ্তনুবিধয়েয়ং শ্রদ্ধেত্যনুসন্ধায়াহং ফলান্যর্পয়ামীতি ভাবঃ॥ ২২॥

তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করত সেই দেবতা হইতে মদ্বিহিত কামসকল প্রাপ্ত হন॥ ২২॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ২৪॥

নন্থ দেবাশ্চেৎ ত্বত্তনবস্তর্হি দেবভক্তানাং তদ্ভক্তানাং চ সমানং ফলং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—অন্তবদিতি। তেষামল্পমেধসামাদিত্যাদিমাত্রবুদ্ধ্যা, ন তু মত্তনুবুদ্ধ্যারাধয়তাং তত্তৎফলমল্পমন্তবদ্বিনাশি চ ভবতি; মত্তনুবুদ্ধ্যারাধয়তাং তু ফলমনন্তমবিনাশি চেতি ভাবঃ। যস্মাদাদিত্যাদিদেবযাজিনস্তান্ স্বেজ্যান্ মিতভোগান্ মিতায়ুষো নয়ন্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামেব নিত্যাপরিমিতস্বরূপগুণবিভূতিমদারাধনফলমনন্তমবিনাশি চেতি মহদন্তরমিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

অথ কা বার্ত্তা মদন্যদেবযাজিনামল্পমেধসামুপনিষন্নিষ্ণাতানামপি মদ্ভক্তিরিক্তানাং মত্তত্ত্বধীর্ন স্যাদিত্যাশয়েনাহ,—অব্যক্তমিতি। অবুদ্ধয়ো মত্তত্ত্বযাথাত্ম্যবুদ্ধিশূন্যা জনা অব্যক্তং স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহত্বাদিন্দ্রিয়াবিষয়ং মাং ব্যক্তিমাপন্নং তদ্বিষয়াং মন্যন্তে। দেবক্যাং বসুদেবাৎ সত্ত্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা

অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর-ভক্তগণের আরাধনার ফল—নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য; যেহেতু দেবযাজিগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে, কিন্তু আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফলস্বরূপ আমাকেই লাভ করে॥ ২৩॥

যাহারা নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষস্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তি লাভ করি, অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই॥ ২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

সঞ্জাতমিতররাজপুত্রতুল্যং মাং বদন্তি ; যতস্তে মদভিজ্ঞসংপ্রসঙ্গাভাবান্মম ভাবং পরমব্যয়মনুত্তমমজানন্তঃ,—"ভাবঃ সত্তা স্বভাবাভিপ্রায়চেষ্টাজন্মসু ক্রিয়ালীলাপদার্থেষু বিভূতিবুধজন্তুষু" ইতি মেদিনীকারঃ ; মদ্ভক্তিহীনাস্তে মম স্বরূপগুণজন্মলীলাদিলক্ষণভাবং মায়াদিতঃ পরমতোঽব্যয়ং নিত্যমনুত্তমং সর্ব্বোত্তমং ন, কিন্ত্বন্যবন্মায়িকমনিত্যং সাধারণঞ্চ গৃহ্ণন্ত ইত্যর্থঃ। স্বরূপং হরের্বিজ্ঞানানন্দৈকরসং,—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদেঃ। সার্ব্বজ্ঞাদিগুণগণস্তস্য স্বরূপানুবন্ধী,—"অনন্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" ইত্যাদেঃ। অভিব্যক্তিমাত্রং জন্ম,—"অজোঽপি সন্" ইত্যাদেঃ, পরন্তু অব্যক্তস্যৈব ভজৎসু প্রসাদেনৈবাভিব্যক্তিশীলং,—"ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্বা বৃহস্পতে। যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি ॥" ইত্যাদেঃ ॥২৪ ॥

নন্বু ভক্তা ইবাভক্তাশ্চ ত্বাং প্রত্যক্ষীকুর্ব্বন্তি প্রসাদাদেব ভজৎস্বভিব্যক্তিরিতি কথম্ ? তত্রাহ,—নাহমিতি। ভক্তানামেবাহং নিত্যবিজ্ঞানসুখঘনোঽনন্তকল্যাণগুণকর্ম্মা প্রকাশোঽভিব্যক্তো, ন তু সর্ব্বেষামভক্তানামপি। যদহং যোগমায়য়া সমাবৃতো মদ্বিমুখব্যামোহকত্বযোগযুক্তয়া মায়য়া সমাচ্ছন্নপরিসর ইত্যর্থঃ ; যদুক্তং—"মায়াজবনিকাচ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ" ইতি। মায়ামূঢ়োঽয়ং লোকোঽতি-মানুষদৈবতপ্রভাবং

'আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দর-রূপে ব্যক্তি লাভ করিয়াছি (অর্থাৎ ব্যক্ত হইয়াছি)' এরূপ মনে করিবে না ; যেহেতু, আমার শ্যামসুন্দর-স্বরূপ—নিত্য ; ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ, স্বয়ং ভাসমান (উদ্ভাসিত) হইয়াও যোগমায়ারূপ ছায়া-দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ়লোকেরা অব্যয়-স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাঁন্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

বিধিরুদ্রাদিবন্দিতমপি মাং নাভিজানাতি। কীদৃশম্ ?—অজং জন্মশূন্যং, —যতোঽব্যয়মপ্রচ্যুতস্বরূপসামর্থ্যসার্ব্বজ্ঞ্যাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নন্বু মায়াবৃতত্বাত্তব জীববদজ্ঞতাপত্তিরিতি চেত্তত্রাহ,—বেদাহমিতি। ন হি মদধীনয়া মত্তেজসাভিভূতয়া দূরতো জবনিকয়ৈব মাং সেবমানয়া মায়য়া মম কাচিদ্বিকৃতিরিত্যর্থঃ। মাঁন্তু বেদেতি মজ্জ্ঞানী কোটিষ্বপি সুদুর্লভ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নিত্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমি, সমস্ত অতীত বিষয় ও বর্ত্তমান সমাচার এবং যাহা কিছু পরে হইবে, সমুদায় অবগত আছি। হে অর্জ্জুন ! ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-রূপ আমার প্রকাশদ্বয়কে অবগত হইয়াও মায়াবদ্ধ লোকসকল আমার নিত্য মধ্যাকার শ্যামসুন্দর-রূপকে 'নিত্য' বলিয়া জানে না ॥ ২৬ ॥

ইহার হেতু এই যে, জীব যখন শুদ্ধ থাকে, তখনই চিদিন্দ্রিয়-দ্বারা আমার এই নিত্য-স্বরূপ দেখিতে পায় ; কিন্তু সে যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টিমধ্যে বর্ত্তমান হয়, তখন অবিদ্যা-বশতঃ ইচ্ছা-দ্বেষ-জনিত দ্বন্দ্বমোহ-দ্বারা সম্মোহিত হইয়া পড়ে ; তখন আর তাহার বিদ্বৎ-প্রতীতি থাকে না। আমি নিজ চিচ্ছক্তি-বলে প্রপঞ্চে আমার নিত্য-স্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং বদ্ধজীবগণের জড়চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছি ; তথাপি মায়া-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা অবিদ্বৎ-প্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপকে 'অনিত্য' মনে করিতেছে,—ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

ত্বজ্‌জ্ঞানী কুতঃ সুদুর্লভস্তত্রাহ,—ইচ্ছেতি। সর্গে স্বোৎপত্তিকালে এব সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি। কেনেত্যাহ,—দ্বন্দ্বমোহেনেতি। মানাপমানয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্দ্বন্দ্বৈর্যো মোহঃ সংকৃতোঽহং সুখী স্যামসংকৃতস্তু দুঃখী মমেয়ং পত্নী মমায়ং পতিরিত্যেবমভিনিবেশলক্ষণস্তেনেত্যর্থঃ। কীদৃশেনেত্যাহ,—ইচ্ছেতি। পূর্ব্বজন্মনি যত্র যত্র যাবিচ্ছাদ্বেষাবভূতাং তাভ্যাং সংস্কারাত্মনা স্থিতাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতি পরজন্মনি তত্র তত্রোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। ইচ্ছা রাগঃ; এবং সর্ব্বেষাং ভূতানাং সংমূঢ়ত্বান্নজ্‌জ্ঞানী সুদুর্লভঃ ॥ ২৭ ॥

নন্থ কেষাঞ্চিৎ ত্বদ্ভক্তিঃ প্রতীয়তে সা ন স্যাৎ সর্ব্বভূতানি সর্গে সংমোহং যান্তীত্যুক্তেরিতি চেত্তত্রাহ,—যেষাং প্রাণিনাং যাদৃচ্ছিকমহত্তমদৃষ্টিপাতাৎ পাপমন্তগতং নাশং প্রাপ্তমভূৎ,—"বিষ্ণোর্ভূতানি ভূতানাং পাবনায় চরন্তি হি" ইতি স্মৃতেঃ। কীদৃশানামিত্যাহ,—পুণ্যেতি। পুণ্যং

আমার এই নিত্য-স্বরূপে বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করিবার অধিকার যেরূপে হয়, তাহা শ্রবণ কর। পাপাবিষ্ট অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎপ্রতীতি হয় না। যাহারা ধর্ম্মসম্মত জীবন স্বীকার করত প্রভূত পুণ্যকর্ম্ম-দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একবারে অন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্ম্মযোগ-স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগ-দ্বারা সমাধিক্রমে আমার চিৎ-তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। তাঁহারা মহৎসেবারূপ পুণ্যজনিত বিদ্বৎপ্রতীতি-ক্রমে আমার নিত্য-স্বরূপকে দেখিতে পান। বিদ্যা-দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহাই 'বিদ্বৎপ্রতীতি'। তাঁহারাই ক্রমশঃ দ্বৈতাদ্বৈতরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজন করেন ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

মনোজ্ঞং কর্ম্ম মহত্তমবীক্ষণরূপং যেষাং,—"পুণ্যং তু চার্ব্বপি" ইত্যমরঃ। তে দৃঢ়ব্রতা মহৎপ্রসঙ্গপ্রাপ্তনিষ্ঠা দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তা মত্তত্ত্বজ্ঞাঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

তদেবমার্ত্তাদয়ঃ সকামা মদ্ভক্তাঃ কামাননুভূয়ান্তে মাং প্রপদ্য বিন্দন্তি মদন্যদেবভক্তাস্তু সংসরন্তীত্যুক্তম্। অথ তেভ্যোঽন্যোঽপি সকামো মদ্ভক্তোঽস্তীত্যুচ্যতে,—জরেতি। যে জরামরণাভ্যাং বিমোক্ষায় তন্মাত্রকামাঃ সন্তো মামাশ্রিত্য মদর্চ্চাং সেবিত্বা যতন্তে—তৎপ্রণামাদি কুর্ব্বন্তি, তে তৎ প্রসিদ্ধং ব্রহ্ম কৃৎস্নং সপরিকরং বিদুরধ্যাত্মং চাখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ। ব্রহ্মাদিশব্দানামধিভূতাদিশব্দানাঞ্চার্থাঃ পরস্মিন্নধ্যায়ে ভগবতৈব ব্যাখ্যাস্যন্তে। মদর্চ্চা-সেবয়া বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় মুক্তিং লভন্তে, ন তু মদ্বশ্যতাকরীং মৎপ্রিয়তামিত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ,—"সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ীং ভাগবতীং দদৌ গতিম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২৯ ॥

জড়শরীরেরই জরা-মরণ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু জীবের যে নিত্য চিদ্দেহ, তাহাতে জরা-মরণ নাই। সেই চিদ্দেহ লাভপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস্যরূপ নিত্যধর্ম্ম-লাভকেই 'মোক্ষ' বলা যায়। যোগমিশ্রা-ভক্তি-দ্বারা যাঁহারা জরা-মরণ-মোক্ষ অনুসন্ধান করেন, সেই যুক্তচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অখিলকর্ম্মতত্ত্ব অবগত হন ॥ ২৯ ॥

যাঁহারা অধিভূত-তত্ত্ব, অধিদৈব-তত্ত্ব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা মরণকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি-মার্গে আমার অংশ পরমাত্মার সালোক্য লাভ করেন ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রেশ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ন চ তৎসেবয়া প্রাপ্তং তজ্‌জ্ঞানং কদাচিদপি ভ্রংশেতেত্যাহ,—সাধীতি। অধিভূতেনাধিদৈবেনাধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে বিদুঃ সংপ্রসঙ্গাজ্জানন্তি, তে প্রয়াণকালে মৃত্যুসময়েঽপি মাং বিদুর্ন তু তদন্যবদ্ধাগ্রাঃ সন্তো মাং বিস্মরন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মাং বিদুস্তত্ত্বতো ভক্তা মন্মায়ামুত্তরন্তি তে।
তে পুনঃ পঞ্চধেত্যেষ সপ্তমস্ত বিনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগ এইপ্রকারে হয়,—জীব সাধুসঙ্গ-ক্রমে জানিতে পারেন যে, 'কৃষ্ণই এক পরম-তত্ত্ব ; তাঁহার চিচ্ছক্তিক্রমে তাঁহার পুরুষোত্তম-লীলা, জীবশক্তি-ক্রমে নিখিল-জীবের উদয় ও মায়াশক্তি-ক্রমে বহির্ম্মুখ-জীবের জড়বন্ধন ; আমি বহির্ম্মুখতা-ক্রমে জড়ে বদ্ধ হইয়াছি ; এখন কেবলা-ভক্তির সাধন-দ্বারা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করাই আমার প্রয়োজন ; 'আর্ত্তি', 'জিজ্ঞাসা', 'অর্থার্থিতা', 'ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান' এবং 'জরা-মরণ-মোক্ষাভিলাষের সহিত ঈশ্বরোপাসনা' ও 'তদ্দ্বারা অর্চ্চিরাদি-মার্গে পরমাত্মধাম-লাভ' অর্থাৎ সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যাদি ফল-লাভ—আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ; আমি এইসমস্ত পরিত্যাগ করত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস্যরূপ স্ব-স্বরূপ ও স্বভাব লাভ করিবার জন্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করিলে আমার সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।' এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম 'শ্রদ্ধা' ; এই শ্রদ্ধা-জনিত ভক্তিযোগই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য,—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

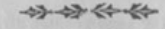

অর্জ্জুন উবাচ,—

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন !
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

উক্তান্ পৃষ্টঃ ক্রমাদ্ব্যাখ্যদ্‌ব্রহ্মাদীন্ হরিরষ্টমে
যোগমিশ্রাঞ্চ শুদ্ধাঞ্চ ভক্তিমার্গদ্বয়ং তথা ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মুমুক্ষূণাং জ্ঞেয়তয়োদ্দিষ্টান্ ব্রহ্মাদীন্ সপ্তার্থান্ বিবোদ্ধুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—কিং তদ্‌ব্রহ্মেতি—কিং পরমাত্মচৈতন্যং বা, কিং জীবাত্মচৈতন্যং বা তদ্‌ব্রহ্মেত্যর্থঃ। কিমধ্যাত্মমিতি—আত্মানং দেহমধিকৃত্যেতি নিরুক্তেঃ, শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃন্দং বা সূক্ষ্মভূতবৃন্দং বা তদিতি। কিং কর্ম্মেতি—লৌকিকং বৈদিকং বা তদিতি। আবয়োস্তৌল্যাৎ কিমিতি মাং পৃচ্ছসীতি শঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং সম্বোধনং—হে পুরুষোত্তমেতি,—পরেশত্বাত্তব সর্ব্বং সুবিদিতং, ন তু মমেতি ভাবঃ। অধিভূতঞ্চ কিমিতি—ভূতান্যধিকৃত্যেতি নিরুক্তের্ঘট্যাদিকার্য্যং বা স্থূলশরীরং বা তদিতি। অধিদৈবং কিমিতি—দেবতাবিষয়কমনুধ্যানং বা সমষ্টিবিরাট্ বা তদিতি ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব কাহাকে বলে ? ১ ॥

এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে অবস্থান করে ?—অর্থাৎ এই ছয়টি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? এবং নিয়তাত্ম-পুরুষেরা তোমাকে কিরূপে প্রয়াণকালে জানিতে পারেন ? এইসমস্ত স্পষ্ট করিয়া বল ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অধিযজ্ঞঃ ক ইতি—যজ্ঞমধিগত ইন্দ্রাদির্বা বিষ্ণুর্বা স ইতি ; কথমিতি—তস্যাধিযজ্ঞভাবঃ কথমিত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং মৎসন্দেহনিবারণং তবৈষৎকরমিতি বোধয়িতুং সম্বোধনং—হে মধুসূদনেতি। প্রয়াণেতি—তদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যগ্রতয়া চিত্তসমাধানাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবান্ ক্রমেণ সপ্তানামুত্তরমাহ,—অক্ষরমিতি। ন ক্ষরতীতি নিরুক্তেরক্ষরং যৎ পরমং দেহাদিবিবিক্তং জীবাত্মচৈতন্যং তন্ময়া ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। তস্যাক্ষরশব্দত্বং ব্রহ্মশব্দত্বঞ্চ,—"অব্যক্তমক্ষরে লীয়তেঽক্ষরং তমসি লীয়তে তম একীভবতি পরস্মিন্নিতি বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" ইতি চ শ্রুতেঃ। স্বভাব ইতি—স্বস্য জীবাত্মনঃ সম্বন্ধী যো ভাবো ভূতসূক্ষ্মতদ্বাসনা-লক্ষণপদার্থঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং পঠিতস্তদাত্মনি সংবধ্যমানস্তন্ময়াধ্যাত্মমুচ্যতে। ভূতেতি,—তেষাং সূক্ষ্মাণাং ভূতানাং স্থূলৈস্তৈঃ সংপৃক্তানাং ভাবো মনুষ্যাদিলক্ষণস্তদুদ্ভবকরস্তদুৎপাদকো যো বিসর্গঃ স কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ;—জ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মণা স্বর্গমাসাদ্য তস্মিন্ দেবদেহেন তৎকর্ম্মোপভুজ্যভাণ্ডসংক্রান্তঘৃতশেষবদ্ভোগোর্ব্বরিতো যঃ কর্ম্মশেষো ভুবি মনুষ্যাদি-দেহলাভায় বিসৃষ্টস্তন্ময়া কর্ম্মোচ্যতে। ছান্দোগ্যে,—দ্যুপর্জ্জন্য-

অক্ষর-তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্যবিনাশরহিত এবং অবস্থান্তরশূন্য তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম ন'ন। পরব্রহ্ম-শব্দ-দ্বারা কেবল নিত্যবিশেষযুক্ত ভগবৎস্বরূপ আমাকেই বুঝিতে হইবে। অধ্যাত্মশব্দ-দ্বারা চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব বা 'বিশেষ'কে বুঝিতে হইবে না। সেই বিশেষ-দ্বারা জড়সম্বন্ধশূন্য শুদ্ধজীবকে লক্ষ্য করিবে। কর্ম্ম হইতেই ভূতগণের দ্বারা জীবের স্থূলদেহ-নির্ম্মাণরূপ সংসার জন্মে, তজ্জন্যই কর্ম্মকে 'ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ' বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

পৃথিবী পুরুষযোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধাসোমবৃষ্ট্যন্নরেতাংসি ক্রমাৎ পঞ্চাহুতয়ঃ পঠ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ,—বৈদিকো জীব ইহলোকেঽস্ময়ানি দধ্যাদীনি শ্রদ্ধয়া জুহোতি। তা দধ্যাদিময্যঃ পঞ্চীকৃতত্বাৎ পঞ্চভূতরূপা আপঃ শ্রদ্ধয়া হুতত্বাৎ শ্রদ্ধাখ্যাহুতিস্বরূপেণ তস্মিন্ জীবে সংবদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি,—অথ তস্মিন্ মৃতে তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারো দেবাস্তা দ্যুলোকাগ্নৌ জুহ্বতি। তদ্বন্তং জীবং দিবং নয়ন্তীত্যর্থঃ। হুতাস্তাঃ সোমরাজাখ্য-দিব্যদেহতয়া পরিণমন্তে ; তেন দেহেন স তত্র কর্ম্মফলানি ভুঙ্ক্তে। তদ্ভোগাবসানেঽস্ময়ো জীববান্ দেহৈস্তৈর্দেবৈঃ পর্জন্যাগ্নৌ হুতো বৃষ্টির্ভবতি। বৃষ্টিভূতাস্তাঃ সজীবাঃ পৃথিব্যগ্নৌ তৈর্হুতা ব্রীহ্যাদ্যন্নভাবং লভন্তে। অন্নভূতাঃ সজীবাস্তাঃ পুরুষাগ্নৌ হুতা রেতোভাবং ভজন্তে। রেতোভূতাঃ সজীবাস্তা যোষিদগ্নৌ তৈর্হুতা গর্ভাত্মনা স্থিতা মনুষ্যভাবং প্রয়ান্তীতি তদ্ভাবহেতুরনুশয়শব্দবাচ্যঃ কর্ম্মশেষঃ কর্ম্মেতি। এবমেবোক্তং সূত্রকৃতা,—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ" ইত্যাদিভিঃ ॥ ৩ ॥

অধীতি। ক্ষরঃ প্রতিক্ষণপরিণামী ভাবঃ স্থূলো দেহঃ স ময়াধিভূতমিত্যুচ্যতে,—ভূতং প্রাণিনমধিকৃত্য ভবতীতি ব্যুৎপত্তেঃ। পুরুষঃ সমষ্টিবিরাট্ স ময়াধিদৈবমিত্যুচ্যতে,—অধিকৃত্য বর্ত্তমানান্যাদিত্যাদীনি দৈবতান্যত্রেতি ব্যুৎপত্তেঃ। অত্র দেহেঽধিযজ্ঞো,—যজ্ঞমধিকৃত্য বর্ত্তত ইতি ব্যুৎপত্তেস্তৎপ্রবর্ত্তকস্তৎফলপ্রদশ্চাহমেব। প্রত্যাখ্যেয়ানি তু স্বয়মেবোহ্যানি। এব-

নশ্বর পদার্থজনক ভাবকে ক্ষর-ভাব বা 'অধিভূত' বলা যায়। 'অধিদৈব' শব্দে সূর্য্যাদি-দৈবত-সমষ্টি বিরাট্‌রূপ পুরুষকে বুঝিবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে। দেহীদিগের দেহান্তর্গত অন্তর্যামী পুরুষরূপ আমিই 'অধিযজ্ঞ' ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

কারেণ স্বস্মাত্তস্য ভেদো নিরাকৃতঃ। অনেন 'কথম্' ইত্যস্যাপ্যুত্তরমুক্তং—প্রাদেশমাত্রবপুস্ত্বেনান্তর্নিয়ময়ন্নহং যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। তথা চ মদর্চ্চা-সেবনাদেতান্ ব্রহ্মাদীন্ সপ্তার্থান্ স্বরূপতোঽশ্রমেণ বিন্দতীতি; তত্র ব্রহ্মাধিযজ্ঞৌ প্রাপ্যতয়াধ্যাত্মাদীনি তু হেয়তয়েতি ॥ ৪ ॥

প্রয়াণকালে কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্যোত্তরমাহ,—অন্তেতি। অত্র স্মরণাত্মকেন জ্ঞানেন জ্ঞেয়ো ভবন্মদ্ভাবোপলম্ভনঞ্চ তৎফলং প্রযচ্ছামীত্যুক্তম্। তত্র মদ্ভাবং মৎস্বভাবমিত্যর্থঃ। যথাহমপহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্ট-স্বভাবস্তাদৃশঃ স মৎস্মর্ত্তা ভবতীতি ॥ ৫ ॥

ন চ মৎস্মর্ত্তৈব মদ্ভাবং যাতীতি নিয়মঃ, কিন্ত্বন্যস্মর্ত্তাপ্যন্যভাবং যাতীত্যাহ,—যং যমিতি। ভাবং পদার্থম্; তং তমেব ভাবদেহত্যাগোত্তরমেবৈতি,—যথা ভরতো দেহান্তে মৃগং চিন্তয়ন্ মৃগোঽভূৎ। অন্তিমস্মৃতিশ্চ পূর্ব্বস্মৃতবিষয়ৈব ভবতীত্যাহ,—সদেতি। তদ্ভাবভাবিতস্তৎস্মৃতিবাসিত-চিত্তঃ ॥ ৬ ॥

অন্তকালে আমাকে স্মরণপূর্ব্বক যিনি স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি মদ্ভাবই লাভ করেন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক মরণ-কালেও যাঁহার ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়, তিনি পরকালে ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন,—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্ম্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

যস্মাৎ পূর্ব্বস্মৃতিরেবান্তিমস্মৃতিহেতুস্তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বেষু কালেষু প্রতিক্ষণং মামনুস্মর যুধ্যস্ব চ লোকসংগ্রহায় যুদ্ধাদীনি স্বোচিতানি কর্ম্মাণি কুরু। এবং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিস্ত্বং মামেবৈষ্যসি, ন ত্বন্যদিত্যত্র সন্দেহস্তে মাভূৎ ॥ ৭ ॥

সার্ব্বদিকী স্মৃতিরেবান্তিমস্মৃতিকরীত্যেবং দ্রঢ়য়তি,—অভ্যাসেতি। অভ্যাসঃ স্মরণাবৃত্তিরেব যোগস্তদ্যুক্তেনাতএবানন্যগামিনা, ততোঽন্যত্রাচলতা তদেকাগ্রেণ চেতসা দিব্যং পুরুষং পরমং সশ্রীকং নারায়ণং বাসুদেব-মনুচিন্তয়ন্ তমেব কীটভৃঙ্গন্যায়েন তত্তুল্যঃ সন্ যাতি লভতে ॥ ৮ ॥

যোগাদৃতে চেতসোঽনন্যগামিতা দুষ্করেতি যোগমিশ্রাং ভক্তিমাহ,—কবিমিত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। কবিং সর্ব্বজ্ঞম্; পুরাণমনাদিম্; অনুশাসিতারং

অতএব তুমি সর্ব্বকালেই আমার পরব্রহ্মভাবকে স্মরণপূর্ব্বক তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধকার্য্য কর, তাহা হইলে আমাতে তোমার সঙ্কল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্পিত হইবে এবং তুমি আমাকেই লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামি-চিত্তের দ্বারা পরম-পুরুষের চিন্তা করিতে করিতে পরমপুরুষকে লাভ করিবে; অর্থাৎ ক্ষরতত্ত্বাদিতে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না ॥ ৮ ॥

পরম পুরুষের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, অতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, পুরুষস্বরূপ

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

রঘুনাথাদিরূপেণ হিতোপদেষ্টারম্; অণোরণীয়াংসং তেন চাণুমপি জীবমন্তঃ প্রবিশতীতি সিদ্ধম্; আহ চৈবং শ্রুতিঃ,—"অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি। অণীয়সোঽপি তস্য ব্যাপ্তিমাহ,—সর্ব্বস্যেতি। কৃৎস্নস্য জগতো ধাতারং ধারকম্। নন্বু কথমেবং সংগচ্ছতে তত্রাহ,--অচিন্ত্যরূপমবিতর্ক্যস্বরূপং, "একমেব ব্রহ্ম পুরুষবিধত্বেন মধ্যমপরিমাণমণোরণীয়াংসম্" ইত্যুক্তেঃ, "পরমাণুপরিমাণং সর্ব্বস্য ধাতারম্" ইত্যুক্তেঃ, "পরং মহাপরিমাণং" চেতি। নাত্র যুক্তেরবকাশঃ। স্বপ্রকাশতামাহ,—আদিত্যেতি সূর্য্যবৎ স্বপর-প্রকাশকমিত্যর্থঃ। মায়াগন্ধাস্পর্শমাহ,—তমস ইতি, তমসো মায়ায়াঃ পরস্তাৎ স্থিতং—মায়িনমপি মায়াতীতমিত্যর্থঃ। এতাদৃশং পুরুষং যোঽনুক্ষণং স্মরেৎ, স তং পরং পুরুষমুপৈতি ইতি পরেণান্বয়ঃ। যো জনো ভক্ত্যা পরমাত্মপ্রেম্ণা যোগবলেন সমাধিজনিতসংস্কারনিচয়েন চ যুক্তঃ প্রয়াণ-কালে মরণসময়েঽচলেনৈকাগ্রেণ মনসা তং পুরুষমনুস্মরেৎ। যোগপ্রকার-মাহ,—ভ্রুবোরিতি। ভ্রুবোর্মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণমাবেশ্য সংস্থাপ্য সম্যক্ সাবধানঃ সন্ স তং পুরুষমুপৈতি ॥ ৯-১০ ॥

বলিয়া নিত্য মধ্যমাকার, তথাপি স্বপ্রকাশ-বশতঃ তিনি—আদিত্যবৎ স্বরূপপ্রকাশক-বর্ণবিশিষ্ট ও জড়া-প্রকৃতির অতীত-তত্ত্ব। মরণকালে অচলমনা হইয়া ভক্তিসহকারে পূর্ব্বযোগাভ্যাস-বশতঃ যিনি ভ্রূদ্বয়-মধ্যে প্রাণকে স্থিত করেন, তিনি সেই দিব্য-পুরুষকে প্রাপ্ত হন। মরণক্লেশ-দ্বারা যাহাতে চিত্তবিক্ষেপ না হয়, তাহার (প্রতিষেধক) উপায়-স্বরূপ এই যোগ উপদিষ্ট হইল ॥ ৯-১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

নন্বু ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যৈতাবতা যোগো নাবগম্যতে, তস্মাত্তস্য প্রকারং তত্র জপ্যং প্রাপ্যং ত্রহীত্যপেক্ষায়ামাহ,—যদক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। একমেব ব্রহ্ম—দ্বিরূপং, বাচকং বাচ্যঞ্চেতি স্থিতম্। তত্র বেদবিদো যদ্ব্রহ্ম অক্ষরমোমিতি বাচকং বদন্তি, বীতরাগা বিনষ্টাবিদ্যা যতয়ো যদ্ব্রহ্ম তদ্বাচ্য-ভূতং বিজ্ঞানৈকরসং বিশন্তি প্রাপ্নুবন্তি। তদুভয়রূপং ব্রহ্ম জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো নৈষ্ঠিকা গুরুকুলবাসাদিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। তৎপদং প্রাপ্যং সংগ্রহে-ণোপায়েন সহ প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি,—যথানায়াসেন ত্বং তদ্বিদ্যাং প্রাপ্নুয়াঃ। 'সম্যক্ গৃহ্যতে তত্ত্বমনেন'ইতি নিরুক্তেঃ, সংগ্রহ উপায়ঃ ॥১১॥

যোগপ্রকারমাহ,—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি বহির্জ্ঞানদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সংযম্য শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য দোষদর্শনাভ্যাসেন তদ্বিমুখৈ-স্তৈস্তান্ গৃহ্নন্ শ্রোত্রাদিসংযমেঽপি মনঃ প্রচরেদিত্যত আহ,—হৃদি স্থিতে ময়ি অন্তর্জ্ঞানদ্বারং মনো নিরুধ্য নিবেশ্য মনসাপি তান্ স্মরন্। অথ ক্রিয়াদ্বারং প্রাণঞ্চ মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াদৌ হৃৎপদ্মে বশীকৃত্য তস্মাদূর্দ্ধগতয়া সুষুম্নয়া গুরূপদিষ্টবর্ত্মনা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে তদুপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে চ সংস্থাপ্য

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে 'অক্ষর' বলিয়া উক্তি করেন, বীতরাগ যতি-সকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারি-সকল ব্রহ্মচর্য্য করেন, তোমাকে সেই প্রাপ্যবস্তু উপায়সহকারে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

যোগধারণা-ক্রমে বিষয়ে অনাসক্তি-দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করিয়া, হৃদয়ে বিষয়বিরাগ-দ্বারা মনকে নিরোধপূর্ব্বক এবং প্রাণকে মূর্দ্ধ্নি অর্থাৎ

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

আত্মনো মম যোগধারণামাপাদশিখং মদ্ভাবনমাস্থিতঃ কুর্ব্বন্। ওমিতি বাচকং ব্রহ্ম, তত্র ব্যাহরন্ অন্তরুচ্চারয়ন্; তৎ স্তৌতি,—একাক্ষরমিতি। একং প্রধানঞ্চ তদক্ষরমবিনাশি চেতি তথা তদ্বাচ্যং মাং পরমাত্মানমনুস্মরন্ ধ্যায়ন্ যো দেহং ত্যজন্ প্রয়াতি, স পরমাং গতিং মৎসলোকতাং যাতি ॥ ১২-১৩ ॥

এবং মোক্ষমাত্রকাঙ্ক্ষিণাং যোগমিশ্রাং ভক্তিমুপদিশ্য স্বজ্ঞানিনাং স্বমেবাকাঙ্ক্ষতামেকভক্তিরিত্যুক্তাং শুদ্ধাং ভক্তিং উপদিশতি,—অনন্যেতি। যো জনোঽনন্যচেতা ন মত্তোঽন্যস্মিন্ কর্ম্মযোগাদিকে সাধনে স্বর্গমোক্ষাদিকে

ভ্রূদ্বয়-মধ্যে সন্নিবেশ করত 'ওঁ' এই বেদমূল অক্ষরটিকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহ ত্যাগ করেন, তিনি মৎসালোক্যাদিরূপা পরম-গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩ ॥

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিচারারম্ভ হইতে জরামরণ-মোক্ষ-পর্য্যন্ত তোমার নিকট কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছি এবং 'কবিং পুরাণং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে এ-পর্য্যন্ত যোগমিশ্রা অর্থাৎ যোগপ্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। মধ্যে-মধ্যে কেবলা-ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু-কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে কেবলা-ভক্তির স্বরূপ বলি, শ্রবণ কর। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত-যোগীদিগের সম্বন্ধে আমি সুলভ; অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তিতে আমি দুর্ল্লভ,—ইহা জানিবে ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

সাধ্যে বা চেতো যস্য স মদেকাভিলাষবান্ সততং সর্ব্বদা দেশকালাদিবিশুদ্ধিনৈরপেক্ষেণ নিত্যশঃ প্রত্যহং মাং যশোদাস্তনন্ধয়ং নৃসিংহরঘুনাথাদিরূপেণ বহুধাবিভূতং সর্ব্বেশ্বরমতিমাত্রপ্রিয়ং স্মরত্যর্চ্চনজপাদিষ্বনুসন্ধত্তে, তস্যাহং তৎপ্রীতিজ্ঞঃ সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ কর্ম্মানুষ্ঠানযোগাভ্যাসাদিদুঃখসম্পর্কাভাবাৎ। তস্যেতি—"সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী", "ন লোকাব্যয়" ইত্যাদিনা কর্ত্তরি তস্যাঃ প্রতিষেধাৎ। তাদৃশস্য তস্য বিয়োগমসহিষ্ণুরহমেব তমাত্মানং দর্শয়ামি তৎসাধনপরিপাকং তৎপ্রতিকূলনিরাসঞ্চ কুর্ব্বন্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" ইতি; স্বয়ঞ্চ বক্ষ্যতি,—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" ইত্যাদিনা। কীদৃশস্যেত্যাহ,—নিত্যেতি সর্ব্বদা মদ্যোগং বাঞ্ছতঃ,—"আশংসায়াং ভূতবচ্চ" ইতি সূত্রাদাশংসিতে যোগে ভবিষ্যত্যপি ক্তপ্রত্যয়ঃ; যোগিনো মদ্দাস্যসখ্যাদিসম্বন্ধবতঃ ॥ ১৪ ॥

তাং লব্ধবতঃ কিং ফলং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—মামিতি। মামুক্তলক্ষণমুপেত্য প্রাপ্য পুনঃ প্রপঞ্চে জন্ম নাপ্নুবন্তি নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। কীদৃশং জন্মেত্যাহ,—দুঃখালয়ং গর্ভবাসাদিবহুক্লেশপূর্ণম্; অশাশ্বতমনিত্যং দৃষ্টনষ্টপ্রায়ম্,—"শাশ্বতস্তু ধ্রুবো নিত্যঃ" ইত্যমরঃ। যতস্তে পরমাং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সংসিদ্ধিং গতিং মামেব গতা লব্ধবন্তঃ,—'অব্যক্তোঽক্ষর

মহাত্মা ভক্তযোগিসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না; যেহেতু তাঁহারা পরম-সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্যচিত্ততাই কেবলা-ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥ ১৫ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্' ইতি বক্ষ্যতি। কীদৃশাস্তে মহাত্মানো হত্যুদারমনসঃ বিজ্ঞানানন্দনিধিং ভক্তপ্রসাদাভিমুখং ভক্তায়ত্তসর্ব্বস্বং মাং বিনান্যৎ সার্ষ্ট্যাদিকমগণয়ন্তো মদেকজীবাতবো ভবন্ত্যতস্তে মামেব সংসিদ্ধিং গতাঃ। অত্রানন্যচেতসোঽস্য চৈকান্তিনঃ স্বনিষ্ঠেভ্যঃ স্বভক্তেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

মদ্বিমুখাস্তু কর্ম্মবিশেষৈঃ স্বর্গাদিলোকান্ প্রাপ্তা অপি তেভ্যঃ পতন্তীত্যাহ,—আব্রহ্মেতি। অভিবিধাবাকারঃ, ব্রহ্ম ভুবনং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকেন সহ সর্ব্বে স্বর্গাদয়ো লোকাস্তত্তদ্বর্ত্তিনো জীবাস্তত্তৎকর্ম্মক্ষয়ে সতি পুনরাবর্ত্তিনো ভূমৌ পুনর্জন্ম লভন্তে। মামুপেত্যেতি পুনঃ কথনং দৃঢ়ীকরণার্থম্। অত্রেদং বোধ্যং,—পঞ্চাগ্নিবিদ্যয়া মহাহবমরণাদিনা যে ব্রহ্মলোকং গতাস্তেষাং ভোগান্তে পাতঃ স্যাৎ; যে তু সনিষ্ঠাঃ পরেশভক্তাঃ স্বর্গাদিলোকান্ ক্রমেণানুভবন্তস্তত্র গতাস্তেষাং তু ন তস্মাৎ পাতঃ, কিন্তু তল্লোকবিনাশে তৎপতিনা সহ পরেশলোকপ্রাপ্তিরেব;—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" ইতি স্মরণাদিতি ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে (আরম্ভ করিয়া) সমস্ত লোকই অনিত্য; সেই-সেই-লোক-গত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। কিন্তু কেবলা-ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে যিনি আশ্রয় করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। কর্ম্মযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও সনিষ্ঠ ভক্তগণ-সম্বন্ধে যে পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিই এ-সকল প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি। তাঁহারা ক্রমশঃ কেবলা-ভক্তি লাভ করত পুনর্জ্জন্ম হইতে উদ্ধৃত হন ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

স্বর্গাদয়ঃ সত্যান্তাঃ সর্ব্বে লোকাঃ কালপরিচ্ছিন্নত্বাদ্বিনশ্যন্তীতি ভাবেনাহ,—সহস্রেতি। যদ্যে ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্যাহর্দিনং নৃমাণেন সহস্রযুগপর্য্যন্তং বিদুঃ,—"চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। সহস্রং চতুর্যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তৎ, তস্য রাত্রিঞ্চ চতুর্যুগসহস্রান্তাং বিদুস্তএব যোগিনো জনা অহোরাত্রবিদো ভবন্তি; ন ত্বন্যে চন্দ্রার্কগতিবিদো মহর্লোকাদিস্থিতানামুপলক্ষণমেতৎ। অয়মর্থঃ,—নৃণাং বর্ষং দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিগণনয়া দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং চতুর্যুগানাং সহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং রাত্রিশ্চ তাবত্যেব তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষাদিগণনয়া বর্ষশতং তস্য পরমায়ুরিতি; তদন্তে তল্লোকস্য তদ্বর্ত্তিনাঞ্চ বিনাশাদাবৃত্তিঃ সিদ্ধেতি ॥ ১৭ ॥

মনুষ্যমানের চতুঃসহস্র যুগ—ব্রহ্মার একদিন, এবং চতুঃসহস্র যুগ—তাঁহার এক রাত্রি। ঐপ্রকার একশত-বৎসর-পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয়। যে ব্রহ্মা ভগবৎপরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয়। ব্রহ্মারই যখন এইরূপ গতি, তখন তল্লোকগত সন্ন্যাসীদিগের অভয়ত্ব কোথায়? ১৭ ॥

এই ত্রিলোকমধ্যস্থিত দেব-তির্য্যক্-মানবাদির তদপেক্ষা অধিকতর অনিত্যত্ব; যেহেতু ব্রহ্মার রাত্রি-অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হয়; পুনরায় রাত্রি-আগমে সেই অব্যক্তে সমস্তই লয় হয়। এস্থলে অব্যক্ত-শব্দে 'প্রধান'কে বুঝায় না; কেবল ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থাকে বুঝায় ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

যে তু তস্মাদর্ব্বাচীনাস্ত্রিলোকীবর্ত্তিনস্তেষাং ব্রহ্মণো দিনে পাতঃ স্যাদিত্যাহ,—অব্যক্তাদিতি। অহরাগমে ব্রহ্মণো জাগরসময়ে অব্যক্তাৎ স্বাপাবস্থাৎ তস্মাৎ সর্ব্বাঃ শরীরেন্দ্রিয়ভোগ্যভোগস্থানরূপা ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্ত্যুৎপদ্যন্তে। রাত্র্যাগমে তস্য স্বাপসময়ে তত্রৈব ব্রহ্মণ্যব্যক্তসংজ্ঞকে স্বাপাবস্থে কারণে তাঃ প্রলীয়ন্তে তিরোভবন্তি। অত্রাব্যক্ত-শব্দেন প্রধানং নাভিধেয়ং,—দৈনন্দিনসৃষ্টিপ্রলয়য়োরুপক্রমাৎ, তদা বিয়দাদীনাং স্থিতত্বাচ্চ; কিন্তু স্বাপাবস্থো ব্রহ্মৈব তস্যার্থঃ ॥ ১৮ ॥

যে প্রলীনাস্তে পুনর্ন ভবিষ্যন্তীতি কৃতহান্যাকৃতাভ্যাগমশঙ্কা স্যাত্তাং নিরস্যন্নাহ,—ভূতেতি। ভূতগ্রামঃ স্থিরচরপ্রাণিসমূহোঽবশঃ কর্ম্মাধীনঃ সন্ তথা চেদৃশজন্মমৃত্যুপ্রবাহসঙ্কুলে প্রপঞ্চেঽস্মিন্ বিবেকিনাং বৈরাগ্যং যুক্তমিত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

তদেবং কর্ম্মতন্ত্রাণাং জন্মবিনাশদর্শনেন 'আব্রহ্মভুবনাৎ' ইত্যেতদ্বিবৃতম্। অথ মামুপেত্যৈতদ্বিবৃণোতি,—পরস্তস্মাদিতি। তস্মাদুক্তরূপাদব্যক্তাদ্ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভাদন্যো যো ভাবঃ পদার্থঃ পরঃ শ্রেষ্ঠস্ততোঽত্যন্তবিলক্ষণস্তস্যোপাস্য ইত্যর্থঃ। অতিবৈলক্ষণ্যমাহ,—অব্যক্ত ইতি, আত্মবিগ্রহত্বাৎ প্রত্যক্

চরাচর-প্রাণিসকল ব্রহ্মার দিবাগমে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া রাত্রি-আগমে লয় প্রাপ্ত হয় (এবং দিবাগমে কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয়) ॥ ১৯ ॥

উক্ত অব্যক্ত ভাব হইতে অন্য যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে, তাহা শ্রেষ্ঠ ও নিত্য; সর্ব্বভূতের নাশ হইলেও সেই তত্ত্ব নষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

ইত্যর্থঃ; প্রসাদিতস্তু প্রত্যক্ষোঽপি ভবতীত্যুক্তং প্রাক্। সনাতনোঽনাদিঃ; স খলু হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

যে ভাবো ময়েহাব্যক্ত ইত্যক্ষর ইতি চোচ্যতে, তং বেদান্তাঃ পরমাং গতিমাহুঃ,—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ" ইত্যাদৌ। যং ভাবং প্রাপ্যোপেত্য জনাঃ পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে জন্ম নাপ্নুবন্তি, স ভাবোঽহমেবেত্যাহ,—তদিতি। তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ,—ষষ্ঠীয়ং চৈতন্যমাত্মনঃ স্বরূপমিতিবদবগন্তব্যা ॥ ২১ ॥

তৎপ্রাপ্তৌ ভক্তেঃ সুপায়ত্বমাহ,—পুরুষঃ স ইতি। স মল্লক্ষণঃ পুরুষোঽনন্যয়া তদেকান্তয়া 'অনন্যচেতাঃ সততম্' ইতি পূর্ব্বোদিতয়া ভক্ত্যৈব লভ্যো লব্ধুং শক্যো—যোগভক্ত্যা তু দুঃশক্যা তৎপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। তল্লক্ষণমাহ,—যস্যেতি। সর্ব্বমিদং জগৎ যেন ততং ব্যাপ্তম্; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" ইত্যাদ্যা ॥ ২২ ॥

সেই অব্যক্তকে 'অক্ষর' বলে; তাহাই ভূতসকলের পরমা গতি। সেই অব্যক্তকেই আমার ধাম বলিয়া জানিবে,—যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না ॥ ২১ ॥

সেই অব্যক্ত-অবস্থায় স্থিত পরমপুরুষই অনন্যভক্তিলভ্য। হে পার্থ! সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়াই ভূতসকল বর্ত্তমান এবং সেই পুরুষস্বরূপ আমিই অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ॥ ২২ ॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

স্বভক্তানামনাবৃত্তিঃ স্ববিমুখানাং ত্বাবৃত্তিরুক্তা; সা সা চ কেন পথা গতানাং ভবেদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—যত্রেতি। যোগিনো ভক্তাঃ কামাকর্ম্মিণশ্চ। অত্র 'কাল'শব্দেন কালাভিমানিনী দেবতোক্তা; অগ্নিধূময়োঃ কালত্বাভাবাৎ 'কাল'শব্দেনোক্তিস্তু ভূয়সা মহদাদিশব্দানাং রাত্র্যাদিশব্দানাঞ্চ কালবাচিত্বাৎ তথাচার্চ্চিরাদিভির্ধূমাদিভিশ্চ দেবৈঃ পালিতঃ পন্থাঃ 'কাল'শব্দেনোক্তো বোধ্যঃ ॥ ২৩ ॥

আমার অনন্যভক্তগণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন, কিন্তু যাঁহারা আমাতে অনন্য-ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্ম্মজ্ঞানাদির ভরসা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তি অনেক-কষ্টমিশ্রিতা; তাঁহাদের গমনকাল ও মার্গ—দেশকাল-দ্বারা পরিচ্ছেদ্য। তাহার বিবরণ অর্থাৎ যে-কালে মৃত্যু হইলে জ্ঞানি-যোগীদিগের অনাবৃত্তি হয় এবং যে-কালে মৃত্যু হইলে (জ্ঞানহীনগণের) পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরায়ণ-কালে দেহ ত্যাগ করিলে ব্রহ্ম লাভ করেন। 'অগ্নি' ও 'জ্যোতিঃ'শব্দ-দ্বারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, 'অহঃ'শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, 'শুক্ল'শব্দে পক্ষাভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তত্তদ্বস্তু ও কাল-প্রাপ্ত মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যু লাভ করিলে যোগীদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

তত্রানাবৃত্তিপথমাহ,—অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃ-শব্দাভ্যাং শ্রুত্যুক্তোঽর্চ্চিরভিমানী দেব উপলক্ষ্যতে; অহরিতি দিবসাভিমানী; শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানী; ষণ্মাসা উত্তরায়ণমিতি; ষণ্মাসাত্মকোত্তরায়ণাভিমানী। এতচ্চান্যেষাং সম্বৎসরাদীনাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণম্। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি—"অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাংস্তান্মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসং বৈদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমান ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি। অস্যার্থঃ,—অস্মিন্নক্ষিপ্তব্রহ্মোপাসকগণে মৃতে সতি যদি পুত্রশিষ্যাদয়ঃ শব্যং শবসম্বন্ধি কর্ম্ম দাহাদি কুর্ব্বন্তি, যদি চ ন কুর্ব্বন্তি, উভয়থাপ্যক্ষতোপাস্তিফলাস্তে তদুপাসকা অর্চ্চিরাদিভির্দেবৈস্তমুপাস্যং প্রয়ান্তীতি। স্ফুটমন্যৎ। অত্র সম্বৎসরাদিত্যয়োর্মধ্যে বায়ুলোকো নিবেশ্যঃ; বিদ্যুতঃ পরত্র ক্রমাদ্বরুণেন্দ্রপ্রজাপতয়ো বোধ্যাঃ, শ্রুত্যন্তরাদিত্যাকরে বিস্তরঃ। অমানবো নিত্যপার্ষদঃ পরেশস্য হরেঃ পুরুষঃ। এতেঽর্চ্চিরাদয়ো দেবা ইত্যাহ সূত্রকারঃ,—"আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি। তথার্চ্চিরাদিভির্ভগবন্নিদেশস্থৈর্দ্বাদশভির্দেবৈঃ সেব্যমানেন পথা ভগবন্তং তদ্ভক্তাঃ প্রয়ান্তি ততঃ পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইতি। এবমুক্তং নির্ণেতৃভিঃ—"অর্চ্চির্দিনসিতপক্ষৈরিহোত্তরায়ণশরন্মরুদ্রবিভিঃ। বিধুবিদ্যুদ্বরুণেন্দ্রদ্রুহিণৈশ্চাগাৎ পদং হরের্মুক্তঃ" ইতি ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদি-কর্ম্মে কর্ম্মযোগিসকল ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপ ছয়মাস ও চন্দ্রজ্যোতি অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-দ্বারা পুনরাবৃত্তিমার্গ প্রাপ্ত হন ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

অথাবৃত্তিপথমাহ,—ধূমো রাত্রিরিতি। তত্রাপি পূর্ব্ববৎ ধূমরাত্রি-কৃষ্ণপক্ষষণ্মাসাত্মকদক্ষিণায়নানামভিমানিনো দেবা লক্ষ্যাঃ; সম্বৎসরপিতৃ-লোকাকাশচন্দ্রমসাং শ্রুত্যুক্তানামুপলক্ষণমেতৎ। ছান্দোগ্যাঃ পঠন্তি,—"অথ য ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তং দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্ ষড়্দক্ষিণেতি মাসাংস্তানেতেভ্যঃ সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাদাকাশ-মাকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমরাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি তস্মিন্ যাবৎসংপাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে" ইতি। তথা চ ধূমাদিভিঃ পরেশনিদেশস্থৈরষ্টভির্দৈবৈঃ পালিতেন পথা কাম্যকর্ম্মিণশ্চন্দ্রলোকং প্রাপ্য ভোগক্ষয়ে সতি তস্মাৎ পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

উক্তৌ পন্থানাবুপসংহরতি,—শুক্লেতি। অর্চ্চিরাদির্গতিঃ শুক্লা প্রকাশ-ময়ত্বাৎ ধূমাদিকা গতিঃ কৃষ্ণা প্রকাশশূন্যত্বাৎ। গতিঃ পন্থাঃ, এতে

জগতের 'শুক্ল' ও 'কৃষ্ণ' এই দুইটি সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ; শুক্লমার্গে গতি-দ্বারা অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গে গতি-দ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

এই দুই মার্গের তাত্ত্বিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদুভয়ের অতীত যে ভক্তিযোগমার্গ, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিযোগ-যুক্ত ব্যক্তি কোন-কালে মোহ প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ উভয়-মার্গকে ক্লেশকর জানিয়া অনন্য-ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই যোগ অবলম্বন কর ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

গতী জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সম্মতে তস্যানাদি-ত্বাৎ। স্ফুটমন্যৎ ॥ ২৬ ॥

এতয়োঃ পথোর্বোধো বিবেকহেতুর্ভবতীতি তং স্তৌতি,—নৈত ইতি। সৃতী পন্থানৌ জানন্ অর্চ্চিরাদির্মোক্ষায় ধূমাদিঃ সংসারায়েতি স্মরন্ কশ্চিদপি যোগী মদ্ভক্তো ন মুহ্যতি—ধূমাদিপ্রাপকং কর্ম্ম কর্ত্তব্যত্বেন ন নিশ্চিনোতীত্যর্থঃ। যোগযুক্তঃ সমাধিনিষ্ঠো ভবাপুনরা-বৃত্তয়ে ॥ ২৭ ॥

সপ্তমাষ্টমাধ্যায়দ্বয়-জ্ঞানপ্রকারমাহ,—বেদেষ্বিতি। বেদেষু ব্রহ্মচর্য্যগুরু-শুশ্রূষণাদিবিধিনা সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্যগনুষ্ঠিতেষু; তপঃসু শাস্ত্রোক্তেন বিধিনা সম্যক্ চরিতেষু; দানেষু দেশকালপাত্রপরীক্ষয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্যগ্দত্তেষু যৎ পুণ্যফলং স্বর্গরাজ্যাদিলক্ষণং প্রদিষ্টমুক্তম্। তৎ সর্ব্বং অত্যেত্যতিক্রমতি। কিং কৃত্বেত্যাহ,—ইদমিতি। ইদম-ধ্যায়দ্বয়োক্তং ভগবতো মম মদ্ভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যং সৎপ্রসঙ্গেন বিদিত্বা তত্ত্বে-দনসুখাতিরিক্তং তৎ সর্ব্বং তৃণায় মন্যত ইত্যর্থঃ। ততো যোগী মদ্ভক্তিমান্ ভূত্বাদ্যমনাদিপরমমাত্মিকং মৎস্থানমুপৈতি ॥ ২৮ ॥

ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন-ফলেই বঞ্চিত হইবে না; বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যতপ্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের যে ফল, তাহা তুমি ভক্তিযোগ-দ্বারা অতিক্রম করিয়া অনাদি ও পরম অপ্রাকৃত-স্থানকে প্রাপ্ত হও ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সম্বাদে তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণাংশঃ পুরুষো যোগভক্ত্যা লভ্যোঽর্চ্চিরাদিভিঃ।
কৃষ্ণস্যনন্যভক্ত্যৈবেত্যষ্টমস্য বিনির্ণয়ঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অনন্যশ্রদ্ধা-সহকারে সাধুসঙ্গের সহিত আমার ভজন করিতে করিতে যখন অনর্থ শেষ হয়, তখন সেই শ্রদ্ধা 'নিষ্ঠা'রূপে পরিণত হয়। শ্রদ্ধার পূর্ব্বেই পাপসকল তিরোহিত হয়, কিন্তু তত্ত্বজড়তা ও উপাস্য-সম্বন্ধে চিন্তামল থাকে; সাধুসঙ্গে ভজন করিতে করিতে তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। জ্ঞানমিশ্র ভাব, যোগমিশ্র ভাব ও ভুক্তিমুক্তি-দূষিত ভাব,—এই সমস্তই ভজনতত্ত্বের অনর্থ। এই-সকল অনর্থ হইতে ভজন যত পরিশুদ্ধ হয়, ভক্তিবৃত্তি ততই 'কেবলা' হইয়া বিশুদ্ধ-তত্ত্ব ভগবানকে আশ্রয় করে;—ইহাই অষ্টম-অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—
ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১॥

ভক্ত্যুদ্দীপ্তিকরং স্বস্য পারমৈশ্বর্য্যমদ্ভুতম্।
স্বভক্তেশ্চ মহোৎকর্ষং নবমে হরিরূচিবান্॥

বিজ্ঞানানন্দঘনোঽসংখ্যেয়কল্যাণগুণরত্নালয়ঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহং শুদ্ধভক্তি-সুলভ ইতি সপ্তমাদিভ্যামভিধায়েদানীং ভক্তেরুদ্দীপকং নিজৈশ্বর্য্যং তস্যাঃ প্রভাবং চাভিধাস্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি,—ইদমিতি ত্রিভিঃ। ইদং জ্ঞানং মৎকীর্ত্তনাদিলক্ষণভক্তিরূপম্,—পরত্র 'ধর্ম্মস্যাস্য' ইত্যুক্তেঃ কীর্ত্তনাদে-শ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাৎ, 'জ্ঞায়তেঽনেন ইতি নিরুক্তেশ্চ; তৎ কিল গুহ্যতমম্। দ্বিতীয়াদাবুপদিষ্টং দেহাদিবিবিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যং, সপ্তমাদাবুপদিষ্টং মদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানং গুহ্যতরং, নবমাদাবুপদেশ্যং তু কেবলভক্তিলক্ষণমিদং জ্ঞানং গুহ্য-

---

হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়া-রহিত পুরুষ; অতএব তোমাকে পরম-বিজ্ঞানযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ কর। দ্বিতীয় ও তৃতীয়-অধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিকজ্ঞানের কথা বলিয়াছি, তাহা 'গুহ্য'; সপ্তম ও অষ্টম-অধ্যায়ে যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছি, তাহা ভক্তিজনক বলিয়া 'গুহ্যতর'; কিন্তু এখন যে-জ্ঞানের কথা বলিতেছি, তাহা কেবলা-ভক্তিলক্ষণ, অতএব 'গুহ্যতম'; ইহা-দ্বারা গুণরূপ অশুভ হইতে মুক্তি লাভ করত তুমি গুণাতীত হইবে॥ ১॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

তমমিত্যর্থঃ। তচ্চ বিজ্ঞানসহিতং মদনুভবাবসানং তে বক্ষ্যামি। কীদৃশায়েত্যাহ,—অনসূয়ব ইতি। মদ্‌গুণেষু দোষারোপ-রহিতায় দুর্গমস্য স্বরহস্যস্যানুকম্পয়োপদেষ্টরি ময়ি নিজৈশ্বর্য্যপ্রখ্যাপনেনাত্মানং প্রশংসসীতি দোষদৃষ্টিশূন্যায়েত্যর্থঃ। তেনান্যোঽপ্যেতদনসূয়ং প্রতি ক্রয়াদিতি দর্শিতম্। যজ্‌জ্ঞাত্বা ত্বমশুভাৎ সংসারান্মোক্ষসে ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যেতি। বিদ্যানাং শাণ্ডিল্যবৈশ্বানরদহরাদিশব্দপূর্ব্বাণাং রাজা রাজবিদ্যা; গুহ্যানাং জীবাত্মযাথাত্ম্যাদিরহস্যানাং রাজা রাজগুহ্যমিদং ভক্তিরূপং জ্ঞানম্;—"রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্য পরনিপাতঃ।" তথাত্বং প্রতিপাদয়িতুং বিশিনষ্টি,—উত্তমং পবিত্রং লিঙ্গদেহপর্য্যন্তসর্ব্বপাপপ্রশমনাৎ; যদুক্তং পাদ্মে,—"অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥" ইতি,—ক্রমোঽত্র পর্ণশতকবেধবদ্‌বোধ্যঃ। প্রত্যক্ষাবগমম্—অবগম্যত ইত্যবগমো বিষয়ঃ, স যস্মিন্ প্রত্যক্ষেঽস্তি,—শ্রবণাদিকেঽভ্যস্যমানে তস্মিংস্তদ্বিষয়ঃ পুরুষোত্তমোঽহমাবির্ভবামি; এবমাহ সূত্রকারঃ—"প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ" ইতি। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং গুরুশুশ্রূষাদিধর্ম্মৈর্নিত্যং পুষ্যমাণম্; শ্রুতিশ্চ,—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদ্যা। কর্ত্তুং সুসুখং সুখসাধ্যম্,—শ্রোত্রাদিব্যাপারমাত্রত্বাৎ তুলসীপাত্রাম্বুচুলুকমাত্রোপকরণত্বাচ্চ। অব্যয়মবিনাশি,—মোক্ষেঽপি তস্যানুবৃত্তেঃ। এবং বক্ষ্যতি,—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' ইত্যাদিনা; কর্ম্মযোগাদিকং তু নেদৃশমতোঽস্য রাজবিদ্যাত্বম্,

এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, সমস্ত-গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পাবিত্র্যসাধক, আত্মপ্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, সমস্ত-ধর্ম্মসাধক, নির্গুণ এবং সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

তত্রাহুঃ,—রাজ্ঞাং বিদ্যা, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি রাজ্ঞামিবোদারচেতসাং কারুণিকানামিব দিবমপি তুচ্ছীকুর্ব্বতামিয়ং বিদ্যা, ন তু শীঘ্রং পুত্রাদিলিপ্সয়া দেবানভ্যর্চ্চতাং দীনচেতসাং কর্ম্মিণাম্; রাজানো হি মহারত্নাদিসম্পদপ্যনিহ্নুবানাঃ স্বমন্ত্রং যথাতিযত্নান্নিহ্নুয়তে তথান্যাং বিদ্যামনিহ্নুবানা মদ্ভক্তা এতামতিযত্নান্নিহ্নুবীরন্নিতি; সমানমন্যৎ ॥ ২ ॥

নন্বেবং সুকরে ধর্ম্মে স্থিতে ন কোঽপি সংসরেদিতি চেত্তত্রাহ,—অশ্রদ্দধানা ইতি। ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং মদ্ভক্তিলক্ষণং ধর্ম্মং শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধপ্রভাবমপ্যশ্রদ্দধানা দৃঢ়বিশ্বাসেন তমগৃহ্ণন্তঃ স্তুতিমাত্রমে-

শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল, যেহেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সহজ বিশুদ্ধরতি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বদ্ধজীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধা-রূপে উদিত হয়। হে পরন্তপ! যে-সকল জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহারা এই পরমধর্ম্মরূপ ভগবদ্‌রতিপ্রদ জ্ঞানকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আমা-হইতে নিবৃত্ত হয় এবং দুরন্ত সংসারবর্ত্মে পতিত থাকে ॥ ৩ ॥

অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত-জগতে ব্যাপ্ত আছি; চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত, তাহা নয়; আমি—পূর্ণবিভু-চৈতন্যস্বরূপ, আমার শক্তি-প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন। কিন্তু আমি পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক্ তত্ত্ব ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

বৈতদিতি যে মন্যন্তে, তে মৎপ্রাপ্তয়ে সাধনান্তরাণ্যনুতিষ্ঠন্তোঽপি ভক্ত্য- বহেলনান্মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিতরাং বর্ত্তন্তে ॥ ৩ ॥

অথ স্বভক্ত্যুদ্দীপকমদ্ভুত-মৈশ্বর্য্যমাহ,—ময়েতি। অব্যক্তা ইন্দ্রিয়াগ্রা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তেন ময়া সর্ব্বমিদং জগত্ততং ধর্ত্তুং নিয়ন্তুং ব্যাপ্তম্। অতএব সর্ব্বাণি চরাচরাণি ভূতানি ব্যাপকে ধারকে নিয়ামকে ময়ি স্থিতানি ভবন্তীতি তেষাং স্থিতির্মদধীনা ; তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষহং ন চাবস্থিতো মম স্থিতিস্তদধীনা নেত্যর্থঃ। ইহ নিখিলজগদন্তর্যামিণা স্বাংশেনান্তঃ প্রবিশ্য নিযচ্ছামি দধামি চেত্যুক্তম্ ; আহ চৈবং শ্রুতিঃ,— "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনা ; ইহাপি বক্ষ্যতি,—'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্' ইত্যাদি ॥ ৪ ॥

নন্বতিগুরুং ভারং বহতস্তে মহান্ খেদঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—ন চেতি। ঘটাদাবুদকাদীনীব ভারভূতানি চ ভূতানি সংস্পৃষ্টানি ময়ি ন সন্তি। তর্হি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানীত্যুক্তির্বিরুদ্ধেতেতি চেত্তত্রাহ,—পশ্যেতি। ম ঐশ্বরং মদসাধারণং যোগং পশ্য জানীহি ;—"যুজ্যতেঽনেন দুর্ঘটেষু কার্য্যেষু" ইতি

যেহেতু আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত ; যেহেতু, আমার যে মায়াশক্তিপ্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না, অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর-যোগ জ্ঞান করিয়া, আমার শক্তি-কার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহ-দেহীর ভেদ না থাকায় আমি—সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

নিরুক্তের্যোগোঽবিচিন্ত্যশক্তিবপুঃ সত্যসঙ্কল্পতা-লক্ষণো ধর্ম্মস্তমিত্যর্থঃ। এত- দেব বিস্ফুটয়তি,—ভূতভৃদিতি ভূতভৃৎ ভূতানাং ধারকঃ পালকশ্চাহং ভূতস্থো ভূতসংপৃক্তো নৈব ভবামি ; যতো মমাত্মা মন এব ভূতভাবনঃ সত্যসঙ্কল্পতা-লক্ষণেনৈশ্বরেণ যোগেনৈবাহং ভূতানাং ধারণং পালনঞ্চ করোমি, ন তু স্বমূর্ত্তিব্যাপারেণেত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদিনা। যদ্যপি স্বরূপান্ন মনো ভিন্নং, তথাপি সত্তা সতীত্যাদিবদ্বিশেষাদ্বাস্তবং ভেদকার্য্য- মাদায়ৈব তথোক্তং বোধ্যম্ ॥ ৫ ॥

এইরূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষকর নয় ; অতএব এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে বদ্ধ-জীবের ধারণা হয় না। কিন্তু কোন কোন অংশে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, তাহা বলিতেছি ; বিচারপূর্ব্বক তুমি তাহার সম্যক্ ধারণা না করিতে পারিলেও উপধারণা করিতে পারিবে। আকাশ— একটি সর্ব্বব্যাপী বস্তু, তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণ্বাদির যে চালনা, তাহা সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট ; তথাপি আকাশ সকলের আধার হইয়াও সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ। তদ্রূপ আমার শক্তিতেই সর্ব্বভূতের উদয় ও গতি হইয়াও আকাশস্থানীয় আমি—সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ ॥ ৬ ॥

হে কৌন্তেয়! কল্প-সমাপ্তি হইলে সমস্ত ভূত আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে, এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতি-দ্বারা আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মৎসংকল্পায়ত্তা স্থিতির্বৃত্তিশ্চেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি। যথা নিরালম্বে মহত্যাকাশে নিরালম্বো মহান্ বায়ুঃ স্থিতঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতি, তস্য তস্য চ নিরালম্বতয়া স্থিতির্মৎসঙ্কল্পাদেব প্রবৃত্তিশ্চেত্যন্তর্যামিব্রাহ্মণাৎ,—"যদ্ভীষা বাতঃ পবতে" ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চোপধারয়েতি, তথা সর্ব্বাণি স্থিরচরাণি ভূতানি মৎস্থানি তৈরসংস্পৃষ্টে ময়ি স্থিতানি ময়ৈব সঙ্কল্পমাত্রেণ ধৃতানি নিয়মিতানি চেত্যুপধারয়; অন্যথা আকাশাদীনি বিভ্রংশেরন্নিতি ॥ ৬ ॥

স্বসংকল্পাদেব ভূতানাং স্থিতিরুক্তা। অথ তস্মাদেব তেষাং সর্গপ্রলয়াবাহ,—সর্ব্বেতি। হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে চতুর্মুখাবসানকালে সর্ব্বাণি ভূতানি মৎসঙ্কল্পাদেব মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি। প্রকৃতিশক্তিকে

এই ভূতজগৎ—আমারই প্রকৃতির অধীন। উহারা প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া ইচ্ছাময় আমা-কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হয়; আমি আমার প্রকৃতি-দ্বারা তাহদিগকে সৃষ্টি করি ॥ ৮ ॥

কিন্তু, হে ধনঞ্জয়! সেইসকল কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; আমি সেইসকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকি। আমি বাস্তব উদাসীন নই, চিদানন্দে সর্ব্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী আমার মায়া ও তটস্থা-শক্তিই এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমার স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচালিত হয় না; ইহারা মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে, তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ-চিদানন্দ-বিলাসের পুষ্টিই হয়। জড়ীয়-ব্যাপার-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য-ভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয় ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

...বিলীয়ন্তে কল্পাদৌ পুনস্তান্যহমেব 'বহু স্যাম্' ইতি সঙ্কল্পমাত্রেণ ...বিধ্যেন সৃজামি ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিমিতি। স্বামাত্মীয়াং ত্রিগুণাং প্রকৃতিমবষ্টভ্যাধিষ্ঠায় সঙ্কল্প-...ত্রেণ মহদাদ্যাত্মনা পরিণময্যেমং চতুর্ব্বিধং ভূতগ্রামং বিসৃজামি পুনঃপুনঃ ...লে কালে। কীদৃশমিত্যাহ,—প্রকৃতেঃ প্রাচীনকর্ম্মবাসনায়া বশাৎ ...ভাবাদবশং পরতন্ত্রং তথা চাচিন্ত্যশক্তেরসঙ্গস্বভাবস্য মম সঙ্কল্পমাত্রেণ ...ৎ কুর্ব্বতো ন তৎসংসর্গগন্ধো, ন চ কোঽপি খেদলেশ ইতি ॥ ৮ ॥

ননু বিষমাণি সৃষ্টিপালনলক্ষণানি কর্ম্মাণি বৈষম্যাদিনা ত্বাং বধ্নীয়ুরিতি ...ত্রাহ,—ন চেতি। তানি বিষমসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি ন ময়ি বৈষম্যাদি ...সঞ্জয়ন্তি। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণম্—উদাসীনবদিতি। জীবানাং দেব-...নবতির্য্যগাদিভাবে তত্তদভ্যুদয়তারতম্যে চ তেষাং পূর্ব্বার্জ্জিতানি কর্ম্মাণ্যেব কারণানি; অহং তু তেষু বিষমেষু কর্ম্মস্বৌদাসীন্যেন স্থিতোঽসক্ত ...তি ন ময়ি বৈষম্যাদি-দোষগন্ধঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন" ইত্যাদিনা। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বং ন সিদ্ধ্যেদত উক্তম্,— উদাসীনবদিতি ॥৯

তৎ প্রতিপাদয়তি,—ময়েতি। সত্যসঙ্কল্পেন প্রকৃত্যধ্যক্ষেণ ময়া সর্ব্বেশ্বরেণ জীবপূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণতয়া বীক্ষিতা প্রকৃতিঃ সচরাচরং জগৎ সূয়তে জনয়তি বিষমগুণা সতী,—অনেন জীবপূর্ব্বকর্ম্মানুগুণেন মদ্বীক্ষণেন

প্রকৃতি—আমারই শক্তি; আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করেন। আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে; সেই কটাক্ষ-দ্বারা চালিত হইয়া এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃপুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

হেতুনা তজ্জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনরুদ্ভবতি। হে কৌন্তেয়! শ্রুতি-শ্চৈবমাহ,—“বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্। ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রেরিতা পুনঃ। সূয়তে পুরুষার্থঞ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ॥” ইতি সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনঞ্চ ন বিরুদ্ধম্। “যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে” ইত্যাদি স্মরণাচ্চৈতদেবং মদধিষ্ঠাতৃ-

আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তুমি ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ—সচ্চিদানন্দময় এবং আমার শক্তি আমার অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য করে; কিন্তু আমি—সমস্ত-কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড়জগতে আমি যে লক্ষিত হইতেছি, সেও কেবল আমার অনুগ্রহ ও স্বীয় শক্তি-প্রভাব। আমি—জড়বিধি-সকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্য-স্বরূপ হইয়াও স্বস্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করে, সে তাহাদের মায়াবদ্ধ-বুদ্ধির কার্য্যমাত্র। আমার পরমভাব তাহা নয়; আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও, আমার শক্তি-দ্বারা আমি যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল অচিন্ত্যশক্তিক্রমেই ঘটে। মূঢ়লোকেরা আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি এবং এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত-ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অতএব অবিদ্বৎ-প্রতীতি-দ্বারা আমাকে একটি ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে ‘নিত্য সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব’ বলিয়া বুঝিতে পারেন ॥১১॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

মাত্রং খলু প্রকৃতেরপেক্ষ্যম্। মদ্বিনা কিমপি কর্ত্তুং ন সা প্রভবেৎ,—ন হসতি রাজ্ঞঃ সিংহাসনাধিষ্ঠাতৃত্বে তদমাত্যাঃ কার্য্যে প্রভবঃ ॥ ১০ ॥

নন্বীদৃশমহিমানং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ,—অবজানন্তীতি। ভূতমহেশ্বরং নিখিলজগদেকস্বামিনং সত্যসঙ্কল্পং সর্ব্বজ্ঞং মহাকারুণিকঞ্চ মাং মূঢ়াস্তেঽবজানন্তি। অত্র প্রকারং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি,—মানুষীমিতি মানুষসন্নিবেশিনীং মানুষচেষ্টাবহুলাং তনুং শ্রীমূর্ত্তিমাশ্রিতং তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন নিত্যং প্রাপ্তং মামিতররাজকুমারতুল্যঃ কশ্চিদুগ্রপুণ্যো মনুষ্যোঽয়মিতি বুদ্ধ্যাবমন্যন্ত ইত্যর্থঃ। মানুষী তনুঃ খলু পাঞ্চভৌতিক্যেব, ন চ ভগবত্তনুস্তাদৃক্,—“সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়” ইতি “তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্” ইতি শ্রবণাৎ, তথাত্বে তদবজ্ঞাতৄণাং মৌঢ্যাঙ্ক্যযোগাদ্‌ব্রহ্মাদিবন্দ্যত্বাযোগাচ্চ। এবংবুদ্ধিস্তেষাং কুতো যয়া তে মূঢ়া ভণ্যন্তে? তত্রাহ,—পরমিতি পরমসাধারণং ভাবং

যদি বল, অবিদ্বৎপ্রতীতি কি-জন্য উদিত হয়, তবে শুন। মূঢ়-লোকেরা রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান নিরর্থক হয় এবং লোকপ্রাপ্তির আশা-দ্বারা তাহাদের চিত্ত কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হয়। তুচ্ছফলদ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত তাহারা আর বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; যদি কখনও জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে অভেদবাদরূপ দুষ্ট-জ্ঞান-দ্বারা তাহাদের বিদ্যা-লোপ হয়। তখন তাহারা মনে করে যে, ‘আমার এই মূর্ত্তি—মায়াময়ী, এবং আমি—ঈশ্বর, ব্রহ্ম অপেক্ষা হীনতত্ত্ব!! আমার উপাসনা-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে নির্গুণ-ব্রহ্ম-লাভ হইবে।’ ফল এই হয় যে, অবশেষে রাক্ষস ও আসুর স্বভাব-দ্বারা তাহাদের দৈবী-প্রকৃতি লুপ্তা হইয়া পড়ে ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

স্বভাবমজানন্তঃ মানুষাকৃতেস্তস্য জ্ঞানানন্দাত্মত্ব-সর্ব্বেশত্ব-মোক্ষদত্বাদি স্বভাবানভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি তনুমাশ্রিতমিত্যুক্তির্বিশেষবিজ্ঞা ভেদকার্য্যমাদায় বোধ্যা। যত্তু বসুদেবসূনোর্দ্বারিকাধিপতেঃ সূতিকাগৃহ বিভূতমেব স্বরূপং নৈজং চতুর্ভুজত্বাত্ততো ব্রজং গচ্ছতঃ স্বরূপন্তু মানু দ্বিভুজত্বাদত উক্তম্—"বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ" ইতিবৎ, অস্তি তন্নিরা ধানম্;—'মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' ইতি তদুক্তেঃ, 'তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন' ইতি পার্থপ্রার্থনয়া চতুর্ভুজং তং প্রতি 'দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপম্' ইত্যাদি পার্থ বাক্যাচ্চ তস্মান্মানুষ্যসংনিবেশিত্বমেব তত্তনোর্মনুষ্যত্বমিত্যুক্তম্—"যত্রাবতীর্ণ কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি" ইতি শ্রীবৈষ্ণবে, "গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্" ইতি শ্রীভাগবতে চ। মনুষ্যচেষ্টাপ্রাচুর্য্যাচ্চ তস্মাত্তত্ত্বম্। যথা মনুষ্যোঽপি রাজা দেববৎ সিংহবচ্চ বিচেষ্টনান্নৃদেবো নৃসিংহশ্চ ব্যপ দিশ্যতে, তস্মাদ্দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজশ্চ স মনুষ্যভাবেনোক্তহেতুদ্বয়াদ্ব্যপদিশ্যঃ খলু ভুজভূম্না পরেশত্বম্,—কার্ত্তবীর্য্যাদৌ ব্যভিচারাৎ, বিভুচৈতন্যত্বং জগ জ্জন্মাদিহেতুত্বং বা পরেশত্বম্; তচ্চ দ্বিভুজেঽপি তস্মিন্নস্ত্যেব তচ্ছ্রুতম্ ন চ দ্বিভুজত্বং সাদি,—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্" ইতি তস্যানাদিসিদ্ধত্বশ্রবণাৎ প্রাকৃতঃ শিশুরিত্যত্র—প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ শিশুরিত্যেবার্থঃ। তস্মাদ্বৈদূর্য্য-

হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারাই মহাত্মা। তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছফল কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী অভেদবাদরূপ শুষ্কজ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল-ভূতের আদি ও অব্যয় আমার এই কৃষ্ণস্বরূপকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া ভজন করেন ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

মণৌ নানারূপাণি ইব তস্মিন্ দ্বিভুজত্বাদীনি যুগপৎ সিদ্ধান্যেব যথারুচ্যাপাস্যানীতি শান্তোদিতত্ব-নিত্যোদিতত্ব-কল্পনা দূরোৎসারিতা ॥ ১১ ॥

নন্থ পাঞ্চভৌতিক-মানুষতনুমানুগ্রপুণ্যঃ পুরুতেজাঃ কোঽপ্যয়মিতি ভাবেন ত্বামবজানতাং কা গতিঃ স্যাত্তত্রাহ,—মোঘেতি। যদি তে ঈশ্বর-ভক্তা অপি স্যুস্তদাপি মোঘাশা নিষ্ফলমোক্ষবাঞ্ছাঃ স্যুঃ; যদি তেঽগ্নি-হোত্রাদিকর্ম্মনিষ্ঠাস্তদা মোঘকর্ম্মাণঃ পরিশ্রমরূপাগ্নিহোত্রাদিকাঃ স্যুঃ; যদি তে জ্ঞানায় বেদান্তাদিশাস্ত্রপরিশীলিনস্তদা মোঘজ্ঞানা নিষ্ফলতত্ত্ববোধাঃ স্যুঃ। এবং কুতঃ? যতস্তে বিচেতসঃ নিত্যসিদ্ধমনুষ্যসন্নিবেশি-সাক্ষাৎ-পরব্রহ্মমদবজ্ঞাজনিতপাপপ্রতিবদ্ধবিবেকজ্ঞানা ইত্যর্থঃ। অতএবমুক্তং বৃহ-দ্বৈষ্ণবে,—"যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মা-দ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ। মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নান-মাচরেৎ" ইতি। তর্হি তে কিং ফলং লভন্তে? তত্রাহ,—রাক্ষসীং হিংসাদিপ্রচুরাং তামসীং আসুরীং কামগর্ব্বাদিপ্রচুরাং রাক্ষসীং মোহিনীং বিবেকবিলোপিনীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতা নরকে নিবাসার্হাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ১২ ॥

সেই বিদ্বৎ-প্রতীতি-যুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য-লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক-ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ 'একাদশী', 'জন্মাষ্টমী' ইত্যাদি-ব্রতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক-কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসার-নির্ব্বাহ-কালে ভক্তি-যোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

তর্হি কে ত্বামাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ,—মহাত্মান ইতি। যে নরাকৃতি-পরব্রহ্মমত্তত্ত্ববিৎসৎপ্রসঙ্গেন তাদৃশমন্নিষ্ঠয়া বিস্তীর্ণাগাধমনসো মদীয়েঽপি সহস্রশীর্ষাদ্যাকারেঽরুচয়স্তে মনুষ্যা অপি দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ সন্তো নরাকৃতিং মাং মধ্যভূতাদিবিধিরুদ্রাদি-সর্ব্বকারণমব্যয়ং নিত্যঞ্চ জ্ঞাত্বা নিশ্চিত্য ভজন্তি সেবন্তে, অনন্যমনসো নরাকার এব ময়ি নিথাতচিত্তাঃ ॥১৩

ভক্তিপ্রকারমাহ,—সততমিতি দ্বয়েন। সততং সর্ব্বদা দেশকালাদি-বিশুদ্ধিনৈরপেক্ষেণ মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ সুধা-মধুরাণি মম কল্যাণগুণকর্ম্মানুবন্ধীনি গোবিন্দ-গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদীনি নামান্যুচ্চৈরুচ্চারয়ন্তো মামুপাসতে,

হে অর্জ্জুন! অনন্য-ভক্তসকল যে আর্ত্তাদি-ভক্তগণ-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 'মহাত্ম'-পদবাচ্য, তাহা আমি তোমাকে অনেকপ্রকারে দেখাইলাম। সম্প্রতি অনুক্তপূর্ব্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন আর তিনপ্রকার ভক্ত আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। সেই তিনপ্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ (১) 'অহংগ্রহোপাসক', (২) 'প্রতীকোপাসক' এবং (৩) 'বিশ্বরূপোপাসক' বলিয়া থাকেন। উক্ত তিনপ্রকার ন্যূন-ভক্তদিগের মধ্যে (১) 'অহংগ্রহোপাসক' প্রধান; তিনি আপনাকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান-সহকারে উপাসনা করেন। ইহাই পরমেশ্বর-যজনরূপ একপ্রকার যজ্ঞ; এই অভেদ-জ্ঞানরূপ যজ্ঞ যজনপূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসকগণ আমার উপাসনা করেন। (২) প্রতীকোপাসকগণ তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন; তাঁহারা ভগবান-হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ জানিয়া সূর্য্য ও ইন্দ্রাদিকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া উপাসনা করেন। (৩) তাঁহাদের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'বিশ্বরূপ' বলিয়া ভগবানকে উপাসনা করেন, এইপ্রকার জ্ঞানযজ্ঞের ত্রিবিধতা লক্ষিত হয় ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

নমন্তশ্চ মদর্চ্চনা-নিকেতেষু গত্বা ধূলিপঙ্কাপ্লেষু ভূতলেষু দণ্ডবৎ প্রণিপতন্তো ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ। কীর্ত্তয়ন্তো মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। 'চ'-শব্দোঽনুক্তানাং শ্রবণার্চ্চনবন্দনাদীনাং সমুচ্চায়কঃ। যতন্তঃ সমানাশয়ৈঃ সাধুভিঃ সার্দ্ধং মৎস্বরূপগুণাদিযাথাত্ম্যনির্ণয়ায় যতমানাঃ; দৃঢ়ব্রতা দৃঢ়ান্যস্খলিতান্যেকাদশীজন্মাষ্টম্যুপোষণাদীনি ব্রতানি যেষাং তে; নিত্যযুক্তা ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগং বাঞ্ছন্তঃ "আশংসায়াং ভূতবচ্চ" ইতি সূত্রাদ্বর্ত্তমানেঽপি ভূতকালিক-'ক্ত'প্রত্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥

এবং কেবলস্বরূপনিষ্ঠান্ কীর্ত্তনাদিশুদ্ধভক্তিপ্রধানান্মহাত্মশব্দিতানভিধায় গুণীভূত-তৎকীর্ত্তনাদিজ্ঞানপ্রধানান্ ভক্তানাহ,—জ্ঞানেতি। পূর্ব্বতোঽন্যে কেচন ভক্তাঃ পূর্ব্বোক্তেন কীর্ত্তনাদিজ্ঞানযজ্ঞেন চ যজন্তো মামুপাসতে। তত্র প্রকারমাহ,—বহুধা বহুপ্রকারেণ পৃথক্ত্বেন প্রপঞ্চাকারেণ প্রধান-মহদাদ্যাত্মনা বিশ্বতোমুখমিন্দ্রাদিদৈবতাত্মনা চাবস্থিতং মামেকত্বেনোপাসতে। অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ,—সূক্ষ্মচিদচিচ্ছক্তিমান্ সত্যসঙ্কল্পঃ কৃষ্ণো "বহু স্যাম্" ইতি স্বীয়েন সঙ্কল্পেন স্থূলচিদচিচ্ছক্তিমানেক এব ব্রহ্মাদিস্তম্বান্ত-বিচিত্রজগদ্রূপতয়াবতিষ্ঠত ইত্যনুসন্ধিনা তাদৃশস্য মম কীর্ত্তনাদিনা চ মামুপাসত ইতি ॥ ১৫ ॥

অহমেব জগদ্রূপতয়াবস্থিত ইত্যেতৎ প্রদর্শয়তি,—অহমিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুর্জ্যোতিষ্টোমাদিঃ শ্রৌতো, যজ্ঞো বৈশ্বদেবাদিঃ স্মার্ত্তঃ, স্বধা পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ভেষজমৌষধিপ্রভবমন্নং বা, মন্ত্রো 'যাজ্যাপুরো নু'

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত ও বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম,

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

বাক্যাদির্য্যেনোদ্দিশ্য হবির্দেবেভ্যো দীয়তে, আজ্যং ঘৃতহোমাদিসাধনম্, অগ্নির্হোমাদিকারণমাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমো হবিঃপ্রক্ষেপঃ; এবং সর্ব্বাত্মনাহমেবাস্থিতঃ। পিতাহমিতি। অস্য স্থিরচরস্য জগতস্তত্র তত্র পিতৃত্বেন মাতৃত্বেন পিতামহত্বেন চাহমেব স্থিতঃ, ধাতা ধারকত্বেন পোষকত্বেন চ তত্র তত্র স্থিতো রাজাদিশ্চাহমেব,—চিদচিচ্ছক্তিমতস্তদন্তর্য্যামিণো মত্তেষামনতিরেকাৎ; বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শুদ্ধিকরং গঙ্গাদিবারি, জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি জ্ঞানহেতুরোঙ্কারঃ সর্ব্ববেদবীজভূতঃ, ঋগাদিস্ত্রিবিধো বেদশব্দাদথর্ব্ব চ গ্রাহ্যম্—তেষু নিয়তাক্ষরঃ পাদ ঋক্, সৈব গীতিবিশিষ্টা সাম,—সামপদং তু গীতিমাত্রস্যৈব বাচকমিত্যন্যৎ, গীতিশূন্যমিতাক্ষরং যজুঃ। এতত্ত্রিবিধং কর্ম্মোপযোগিমন্ত্রজাতমহমেবেত্যর্থঃ। গতিঃ সাধ্যসাধনভূতা 'গম্যতে ইয়মনয়া চ' ইতি নিরুক্তেঃ, ভর্ত্তা পতিঃ, প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমিই পবিত্র ওঁকার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুঃ, আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি-নাশ-স্থিতি এবং অব্যয় বীজ, নিদাঘকালে আমিই তাপ ও প্রাবৃট্‌কালে আমিই বৃষ্টি, আমিই জল বর্ষণ করি ও জল আকর্ষণ করি, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, এবং হে অর্জ্জুন! আমিই সদসৎ। এইরূপ ধ্যান করত বিশ্বরূপরূপে আমার উপাসনা হয় ॥ ১৬-১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসঃ ভোগস্থানং—'নিবসত্যত্র'ইতি নিরুক্তেঃ, শরণং প্রপন্নার্ত্তিহৃৎ—'শীর্য্যতে দুঃখমস্মিন্'ইতি নিরুক্তেঃ, সুহৃন্নিমিত্তহিতকৃৎ, প্রভবাদয়ঃ স্বর্গপ্রলয়স্থিতয়ঃ ক্রিয়া, নিধানং নিধির্মহাপদ্মাদির্নববিধঃ, বীজং কারণমব্যয়মবিনাশি, ন তু ব্রীহ্যাদিবদ্বিনাশি। তপামীতি। সূর্য্য-

---

এবম্বিধ ত্রিবিধ-উপাসনায় যদি ভক্তিগন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া উপাসনা করত জীব ক্রমশঃ তত্তৎকর্ম্মায় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শুদ্ধভক্তিলাভরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (১) অহংগ্রহোপাসনায় যে উপাসকের নিজের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা ভক্তির আলোচনা-ক্রমে শুদ্ধভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। (২) প্রতীকোপাসনায় যে অন্য-দেবতাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা তত্ত্বালোচনা ও সাধুসঙ্গ ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। (৩) বিশ্বরূপোপাসনাতে যে অনিশ্চিত পরমাত্মজ্ঞান, তাহা স্বরূপাবির্ভাব-ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত হয়। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্য-লক্ষণ কর্ম্মজ্ঞানাগ্রহতা থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্যমঙ্গলস্বরূপা ভক্তির লাভ ঘটে না। অভেদবাদী সাধকেরা ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ মায়াবাদরূপ কুতর্কজালে পতিত হয়। প্রতীকোপাসকগণ ঋক-সাম-যজুর্ব্বেদোল্লিখিত কর্ম্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বেদত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যাত্রয়ী অধ্যয়ন করত সোমপান-দ্বারা ধৌতপাপ হয়; ক্রমে যজ্ঞসকল-দ্বারা আমার উপাসনা করত স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে। তাহারা পুণ্যলভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

রূপেণাহমেব নিদাঘে জগত্তপামি, প্রাবৃষি বর্ষং জলং বিসৃজামি মেঘরূপেন, কদাচিদবগ্রহরূপেণ বর্ষং নিগৃহ্লামি আকর্ষামি, অমৃতং মোক্ষঃ, মৃত্যুঃ সংসারঃ, সৎ স্থূলম্, অসৎ সূক্ষ্মম্; এতৎ সর্ব্বমহমেব তথা চৈবং বহুবিধনামরূপাবস্থ-নিখিলজগদ্রূপতয়া স্থিত এক এব শক্তিমান্ বাসুদেব ইত্যেকত্বানুসন্ধিনা জ্ঞানযজ্ঞেন চৈকে যজন্তো মামুপাসতে ॥ ১৬-১৯ ॥

এবং স্বভক্তানাং বৃত্তিমভিধায় তেষামেব বিশেষং বোধয়িতুং স্ববিমুখানাং বৃত্তিমাহ,—ত্রৈবিদ্যেতি দ্বাভ্যাম্। তিসৃণাং বিদ্যানাং সমাহারস্ত্রিবিদ্যং, তদ্যেঽধীয়তে বিদন্তি চ তে ত্রৈবিদ্যাঃ,—"তদধীতে তদ্বেদ" ইতি সূত্রাদণ্, —ঋগ্‌যজুঃসামোক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ। ত্রয়ীবিহিতৈর্জ্যোতিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা—ইন্দ্রাদয়ো মমৈব রূপাণ্যবিদ্বন্তোঽপি বস্তুতস্তত্তদ্রূপেণাবস্থিতং মামেবারাধ্যেত্যর্থঃ। সোমপা যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তঃ, পূতপাপা বিনষ্টস্বর্গাদিপ্রাপ্তিবিরোধিকল্মষাঃ সন্তো যে স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যমিত্যাদি বিস্ফুটার্থঃ। ময়ৈব দত্তমিতি শেষঃ ॥ ২০ ॥

ততশ্চ, তে তমিতি তে স্বর্গপ্রার্থকাঃ প্রার্থিতং তং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা তৎপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্তরীত্যা ভুবি ব্রাহ্মণাদিজন্মানি লভন্তে; পুনরপ্যেবমেব ত্রয়ী-

---

পরে সেই প্রভূত-সুখজনক স্বর্গ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃপুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

বিহিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তঃ কামকামাঃ স্বর্গভোগেচ্ছবো গতাগতং লভন্তে সংসরন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

অথ স্বভক্তানাং বিশেষং নিরূপয়তি,—অনন্যা ইতি। যে জনা অনন্যা মদেকপ্রয়োজনা মাং চিন্তয়ন্তো ধ্যায়ন্তঃ পরিতঃ কল্যাণগুণরত্নাশ্রয়তয়া বিচিত্রাদ্ভুতলীলাপীযূষাশ্রয়তয়া দিব্যবিভূত্যাশ্রয়তয়া চোপাসতে ভজন্তি,

---

তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যের (ত্রয়ীর) উপাসকসকল সুখ লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্যরূপে আমাকেই চিন্তা করেন; তাঁহারা দেহযাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত-বিষয়ই স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারা নিত্য-অভিযুক্ত; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমিই তাঁহাদের সমস্ত-অর্থ প্রদান এবং পালনকার্য্য করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগবিহিত বিষয়-সমূহ স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়ভোগ অনায়াসে হয়; তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব ভক্তদিগের কামনা থাকিলেও আমি তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি; আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত-বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। কিন্তু প্রতীকোপাসকেরা ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করত পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়; তাহাদের নিত্য সুখ নাই। আমি সমস্ত-বিষয়ে উদাসীন হইয়াও ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ ভক্তগণের কিছুমাত্র অপরাধ লই না, যেহেতু তাঁহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না; আমি স্বয়ং তাঁহাদের অভাবমোচন সম্পাদন করি ॥ ২২ ॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

তেষাং নিত্যং সর্ব্বদৈব ময্যভিযুক্তানাং বিস্মৃতদেহযাত্রাণামহমেব যোগক্ষেমমন্নাদ্যাহরণং তৎসংরক্ষণঞ্চ বহামি। অত্র করোমীত্যনুক্ত্বা বহামীত্যুক্তিস্তু তৎপোষণভারো ময়ৈব বোঢ়ব্যো গৃহস্থস্যেব কুটুম্বপোষণভার ইতি ব্যনক্তি। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ" ইতি। অত্রাহুঃ,—তেষাং নিত্যং ময়া সার্দ্ধমভিযোগং বাঞ্ছতাং যোগং মৎপ্রাপ্তিলক্ষণং ক্ষেমঞ্চ মত্তোঽপুনরাবৃত্তিলক্ষণমহমেব বহামি; তেষাং মৎপ্রাপণভারো মমৈব, ন ত্বর্চ্চিরাদের্দেবগণস্যেতি। এবমেবাভিধাস্যতি দ্বাদশে,—'যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি' ইত্যাদিদ্বয়েন। সূত্রকারোঽপ্যেবমাহ,—"বিশেষঞ্চ দর্শয়তি" ইতি ॥ ২২ ॥

নন্বিন্দ্রাদিযাজিনোঽপি বস্তুতস্ত্বদ্যাজিন এব তেষাং কুতো গতাগতমিতি চেত্তত্রাহ,—যেঽপীতি। যে জনা অন্যদেবতাভক্তাঃ কেবলেষ্বিন্দ্রাদিষু

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমিই একমাত্র পরমেশ্বর; আমা-হইতে স্বতন্ত্র অন্য-দেবতা নাই। আমি—স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করেন; প্রপঞ্চমধ্যে মায়ার গুণ-দ্বারা প্রতিভাত আমার রূপগুলিকেই প্রপঞ্চবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ মায়িকরূপ দেবগণ—আমারই 'গৌণাবতার'; তাঁহাদের তত্ত্ব ও আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার 'গুণাবতার' বলিয়া সেই-সেই-দেবতাকে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনই বৈধ অর্থাৎ উন্নতিসোপানসম্মত। কিন্তু যাঁহারা ঐ দেবতা-সকলকে 'নিত্য' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করেন; এতন্নিবন্ধন তাঁহাদের নিত্য-ফল-লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

ভক্তিমন্তঃ শ্রদ্ধয়া এত এব ফলপ্রদা ইতি দৃঢ়বিশ্বাসেনোপেতাঃ সন্তো যজন্তে যজ্ঞৈস্তানর্চ্চয়ন্তি, তেঽপি মামেব যজন্তি ইতি সত্যমেতৎ; কিন্ত্বিধিপূর্ব্বকং তে যজন্তি—যেন বিধিনা গতাগতনিবর্ত্তকা মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তং বিধিং বিনৈব। অতস্তত্তে লভন্তে ॥ ২৩ ॥

অবিধিপূর্ব্বকতাং দর্শয়তি,—অহং হীতি। অহমেবেন্দ্রাদিরূপেণ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুঃ স্বামী পালকঃ ফলদশ্চেত্যেবং তত্ত্বেন মাং নাভিজানন্তি; অতস্তে চ্যবন্তি সংসরন্তি ॥ ২৪ ॥

আমিই সমস্ত-যজ্ঞের 'ভোক্তা' ও 'প্রভু'। যাহারা অন্য-দেবতাকে আমা-হইতে 'স্বতন্ত্র' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকেই 'প্রতীকোপাসক' বলা যায়; তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিকী উপাসনা-বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়। সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার 'বিভূতি' বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

অন্যান্য দেবতাকে যাহারা 'ঈশ্বর' বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য-দেবতার অনিত্যত্বকে লাভ করে। যাহারা—পিতৃলোকের উপাসক, তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে এবং যাহারা—ভূতোপাসক, তাহারা অনিত্য ভূতত্বই লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা নিত্যচিৎ-তত্ত্বস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন; অতএব ফলদান-সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতিত্ব নাই; আমার অটল নিয়মই নিরপেক্ষরূপে জীবের কর্ম্মফল বিধান করে ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

বস্তুতো মম তত্তদ্দেবতাদিরূপতয়া স্থিতত্বেঽপি তদ্রূপতয়া মজ্জ্ঞানা-ভাবাদেব তে মাং নাপ্নুবন্তীত্যাহ,—যান্তীতি। অত্রাদ্যপর্য্যায়ে ব্রত-শব্দ পূজাভিধায়ী পরত্রেজ্যা-শব্দাৎ। দেবব্রতা দেবপূজকাঃ সাত্ত্বিকদর্শপৌর্ণমাস্যাদিকর্ম্মভিরিন্দ্রাদীন্ যজন্তস্তানেব যান্তি; পিতৃব্রতা রাজসাঃ শ্রাদ্ধাদি-কর্ম্মভিঃ পিতৄন্ যজন্তস্তানেব যান্তি; ভূতেজ্যাস্তামসাস্তত্তদ্বলিভির্যক্ষরক্ষো-বিনায়কান্ পূজয়ন্তস্তান্যেব ভূতানি যান্তি। মদ্‌যাজিনস্তু নির্গুণাঃ স্থূলৈঃ-দ্রব্যৈর্মামর্চ্চয়ন্তো মামেব যান্তি। অপিরবধারণে। অয়মর্থঃ,—ইন্দ্রাদীনাং বয়মুপাসকাস্ত এবাস্মাকমীশ্বরাঃ পূজাভিঃ প্রসীদন্তঃ ফলান্যভীষ্টানি দদ্যা-স্থিতি মদন্যদেবসেবকানাং ভাবনা, সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বেশ্বরো বাসুদেবস্তদ্দেবতা-দিরূপেণাবস্থিতোঽস্মৎস্বামী স্থূলভোপচারৈঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ সর্ব্বাণ্যস্ম-দভীষ্টানি দদ্যাদিতি মৎসেবকানাং ভাবনা। ততশ্চ সমানান্যেব কর্ম্মাণ্য-নুতিষ্ঠন্তোঽপি দেবাদিসেবিনো মদ্ভাবনা-বৈমুখ্যাত্তান্নিজেষ্টানেবাচিরায়ুষোঽ-ল্পবিভূতিনাপ্যাদ্য তৈঃ সহ পরিমিতান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা তদ্‌বিনাশে বিনশ্যন্তি। মৎসেবিনস্তু মামনাদিনিধনং সত্যসঙ্কল্পমনন্তবিভূতিং বিজ্ঞানানন্দময়ং ভক্ত-বৎসলং সর্ব্বেশ্বরং প্রাপ্য মত্তঃ পুনর্ন নিবর্ত্তন্তে,—ময়া সাকমনন্তানি সুখানি অনুভবন্তে মদ্ধাম্নি দিব্যে বিলসন্তীতি ॥ ২৫ ॥

প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি যাহা যাহা দেন, তাহাই আমি অত্যন্ত-স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। দেবতা-ন্তরের উপাসকগণ অনেক আয়াস স্বীকার-পূর্ব্বক বহুসম্ভার-দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক-শ্রদ্ধা-সহকারে যে-সকল পূজা করে, আমি তাহা গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ-ক্রমেই আমার পূজা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

এবমক্ষয়ানন্তফলত্বান্মদ্ভক্তিঃ কার্য্যেত্যুক্ত্বা সুখসাধ্যত্বাচ্চ সা কার্য্যে-ত্যাহ,—পত্রমিতি। পত্রং বা পুষ্পং বান্যদ্বা, যৎসুলভং বস্তু যো ভক্ত্যা প্রীতিভরেণ মে সর্ব্বেশ্বরায় প্রযচ্ছতি, তস্য ভক্ত্যুপহৃতং প্রীত্যর্পিতং তত্ত-দনন্তবিভূতিঃ পূর্ণকামোঽপ্যহমশ্নামি যথোচিতমুপভুঞ্জে, তৎপ্রীত্যাদিতস্তুষ্টঃ সন্ তদ্ভক্ত্যাবেশাত্তৎ সর্ব্বমদ্মীতি বা। তস্য কীদৃশস্যেত্যাহ,—প্রযতাত্মনো বিশুদ্ধমনসো নিষ্কামস্যেত্যর্থঃ। তথা চ নিষ্কামেণ মদনুরক্তেনার্পিতং তদশ্নামি, তদ্বিপরীতেনার্পিতং তু নাশ্নামীত্যুক্তম্; 'ভক্ত্যা' ইত্যুক্ত্বাপি

ভক্ত্যধিকারীদের শ্রেণী চারিটি,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ভক্তিপদারূঢ় হইবার প্রাগবস্থায় তাহাদের সাধন তিন প্রকার,—অহং-গ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা। ভক্তিপদারূঢ় হইবার সময় মানবের সংসার-সম্বন্ধে ব্যবহার চারিপ্রকার,—সকাম-কর্ম্ম, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ। এই সমস্ত বলিয়া শেষে বিশুদ্ধ-ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম। এখন, হে অর্জ্জুন! তুমি তোমার স্বীয় অধিকার স্থির করিয়া লও। তুমি ধর্ম্মবীরস্বরূপে আমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া আমার লীলাপুষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত আছ; অতএব তুমি নিরপেক্ষ-ভক্ত বা সকাম-ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পার না; অতএব নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিই তোমা-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে। এতন্নিবন্ধন তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি যাহা কর, যাহা ভোগ কর, যাহা হবন কর, যে তপস্যা কর, সে সমুদায় আমাতেই অর্পণ কর। কর্ম্ম অন্যসঙ্কল্প-সহকারে কৃত হইয়া গেলে কর্ম্মজড় লোকেরা অবশেষে ব্যবহারিকমতে আমাকে অর্পণ করে; বস্তুতঃ সে কিছু নয়; কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পণ করিয়া ভক্তিরূপে অনুষ্ঠান কর ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

পুনর্ভক্ত্যুপহৃতমিত্যুক্তির্ভক্তিরেব মত্তোষিকা, ন তু দ্বিজত্ব-তপস্বিত্বাদিরিতি সূচয়তি। ইহ 'সততম্', 'অনন্যঃ', 'পত্রম্' ইত্যাদিভিস্ত্রিভিরুক্তা কীর্ত্তনাদিরূপ-বিশুদ্ধভক্তিরর্পিতৈব ক্রিয়েত, ন তু কৃত্বাপিতেতি। "হুতং পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্" ইতি প্রহ্লাদবাক্যাৎ; অতস্তথাত্র নোক্তেঃ ॥ ২৬ ॥

সততম্' ইত্যাদিভির্নিরপেক্ষাণাং ভক্তির্ময়া ত্বাং প্রত্যুক্তা, ত্বয়া তু পরিনিষ্ঠিতেন কীর্ত্তনার্চ্চনাদিকাং ভক্তিং কুর্ব্বতাপি লোকসংগ্রহায় নিখিলকর্ম্মার্পণান্মমাপি ভক্তিঃ কার্য্যেতি ভাবেনাহ,—যদিতি। যত্ত্বং দেহযাত্রা-সাধকং লৌকিকং কর্ম্ম করোষি, যচ্চ দেহধারণার্থং অন্নাদিকমশ্নাসি, তথা যজ্জুহোষি বৈদিকমগ্নিহোত্রাদিহোমমনুতিষ্ঠসি, যচ্চ সৎপাত্রেভ্যঃ অন্নহিরণ্যাদিকং দদাসি, প্রত্যব্দমজ্ঞাতদুরিতক্ষতয়ে চান্দ্রায়ণাদ্যাচরসি, তৎ সর্ব্বং মদর্পণং যথা স্যাত্তথা কুরুষ,—তেন মন্নিমিত্তস্যাস্য লোকস্য সংগ্রহাত্ত্বয়ি মৎপ্রসাদো ভূয়ান্ ভাবীতি। ন চেয়ং সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপা ভক্তিঃ সনিষ্ঠানামিতি বাচ্যম্,—তৈর্বৈদিকানামেব তত্রার্প্যমাণাৎ; কিন্তু পরিনিষ্ঠিতানামেবেয়ম্,—তৈঃ 'যৎ করোষি' ইত্যাদি স্বামিনির্দ্দেশেন সর্ব্বকর্ম্মণাং তত্রার্পণাৎ। তে হি স্বামিনো লোকসংগ্রহং প্রয়াসমপনিনীষবস্তথা তান্যাচরন্তস্তং প্রসাদয়ন্তীতি ॥ ২৭ ॥

ঈদৃশভক্তেঃ ফলমাহ,—শুভেতি। এবং মন্নিদেশকৃতায়াং সর্ব্বকর্ম্মার্পণলক্ষণায়াং ভক্তৌ সত্যাং কর্ম্মরূপৈর্বন্ধনৈস্ত্বং মোক্ষ্যসে। কীদৃশৈরিত্যাহ,—

তাহা হইলে নিখিল-কর্ম্মের যে শুভাশুভ ফল, তদ্বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আমাতে সমস্ত-কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাস লাভ করত আমার স্বরূপগত সেবা প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

শুভেতীষ্টানিষ্টফলৈস্তৎপ্রাপ্তিপ্রতীপৈঃ প্রাচীনৈরিত্যর্থঃ। কীদৃশস্ত্বমিত্যাহ,—সংন্যাসেতি ময়ি কর্ম্মার্পণং সংন্যাসঃ, স এব চিত্তবিশোধকত্বাদ্যোগস্তদ্যুক্ত আত্মা মনো যস্য সঃ। ন কেবলং মুক্ত এব কর্ম্মভির্ভবিষ্যস্যপি তু বিমুক্তঃ সন্ মামুপৈষ্যসি—মুক্তেষু বিশিষ্টঃ সন্ মাং সাক্ষাৎ সেবিতুং মদন্তিকং প্রাপ্স্যসি ॥ ২৮ ॥

নন্বু ভক্তানেব বিমোচ্যান্তিকং নয়সি, নাভক্তানিতি তবাপি কিং সর্ব্বেশ্বরস্য রাগদ্বেষকৃতং বৈষম্যমস্তি? তত্রাহ,—সমোঽহমিতি। দেবমনুষ্যতির্য্যক্স্থাবরাদিষু জাত্যাকৃতিস্বভাবৈর্বিষমেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেন সৃষ্টিপালনকৃৎ সর্ব্বেশ্বরোঽহং সমঃ পর্জন্য ইব নানাবিধেষু তত্তদ্বীজেষু, ন তেষু—মে কোঽপি দ্বেষ্যঃ প্রিয়ো বেত্যর্থঃ। ভক্তানামভক্তেভ্যো বিশেষং বোধয়িতুমিহ তু-শব্দঃ। যে তু মাং ভজন্তি শ্রবণাদিভক্তিভিরনুকূলয়ন্তি, তে ভক্ত্যানুরক্ত্যা ময়ি বর্ত্তন্তে, তেষ্বহং চ সর্ব্বেশ্বরোঽপি ভক্ত্যা বর্ত্তে,—'মণিসুবর্ণ'-ন্যায়েন ভগবতোঽপি ভক্তেষু ভক্তিরস্তি,—"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" ইত্যাদি-শ্রীশুকবাক্যাদিতি প্রেম্ণা মিথো বর্ত্তনবিশেষো দর্শিতঃ; অন্যথা ত্ববিশেষাপত্তিঃ। তস্য প্রতিজ্ঞা ত্বীদৃশ্যেবাবগম্যতে,—'যে যথা মাম্' ইত্যাদিনা। কল্পদ্রুমদৃষ্টান্তোঽপ্যত্রাংশিক এব,—তত্র মিথঃ প্রীত্যপ্রতীতেঃ পক্ষপাতাপ্রতীতেশ্চ; তথাচ সর্ব্বত্রা-

আমার রহস্য এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি;—আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই; ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি ॥ ২৯ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

বিষমেঽপি ময়ি স্বাশ্রিতবাৎসল্যলক্ষণং বৈষম্যমস্তীত্যুক্তম্। এবমাহ সূত্রকারঃ,—"উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" ইতি। নন্থ ভক্তেরপি কর্ম্মত্বানুসারেণ তেষু তদ্বাৎসল্যান্ন তল্লক্ষণে তদিতি চেন্মৈবমেতৎ,—

যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে; যেহেতু তাঁহার ব্যবসায় সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। 'সুদুরাচার'-শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধজীবের আচার দুইপ্রকার, সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীর-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও মনের উন্নতি-সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাবনির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে-সমস্তই সাম্বন্ধিক; আর শুদ্ধজীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎকার্য্যরূপ আচার আছে, তাহাই জীবের স্বরূপগত; তাহার অন্য নাম—অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা-ভক্তিও সাম্বন্ধিক-আচারের সহিত অনিবার্য্য সম্বন্ধ রাখে, অর্থাৎ অনন্য-ভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবে উদিত হইলেও দেহ-থাকা-পর্য্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্যই থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর-রুচি থাকে না, অর্থাৎ যে-পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না-হওয়া-পর্য্যন্ত কখনও কখনও ইতর-রুচি বল প্রকাশ-পূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে; কিন্তু অতিশীঘ্রই তাহা কৃষ্ণরুচি-দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সহজেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে কদাচিৎ দুরাচার পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

স্বরূপশক্তিবৃত্তের্ভক্তেঃ কর্ম্মান্যত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ, "সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তি-যোগে তিষ্ঠতি"ইতি। ন চ স্বরূপপ্রযুক্তত্বাদ্দূষণমেতদিতি বাচ্যম্,—গুণশ্রেষ্ঠত্বেন স্তূয়মানত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

মম শুদ্ধভক্তিবশ্যতা-লক্ষণঃ স্বভাবো দুস্ত্যজ এব; যদহং জুগুপ্সিত-কর্ম্মণ্যপি ভক্তেঽনুরজ্যংস্তমুৎকর্ষয়ামীতি পূর্ব্বার্থং পুষ্ণন্নাহ,—অপি চেদিতি। অনন্যভাক্ জনশ্চেৎ সুদুরাচারোঽতিবিগর্হিতকর্ম্মাপি সন্ মাং ভজতে—মৎকীর্ত্তনাদিভির্মাং সেবতে, তদাপি স সাধুরেব মন্তব্যঃ; মত্তোঽন্যাং দেবতাং ন ভজত্যাশ্রয়তীতি মদেকান্তী মামেব স্বামিনং পরমপুমর্থঞ্চ জানন্নিত্যর্থঃ। উভয়থা বর্ত্তমানোঽপি সাধুত্বেন স পূজ্য ইতি বোধয়িতু-মেব-কারঃ। তস্য তথাত্বেন মননে 'মন্তব্যঃ' ইতি স্বনিদেশরূপো বিধিশ্চ দর্শিতঃ,—ইতরথা প্রত্যবায়াদিতি ভাবঃ। উভয়থাপি বর্ত্তমানস্য সাধুত্বমেবেত্যত্রোক্তঃ হেতুঃ পুষ্ণন্নাহ,—সম্যগিতি—যদসৌ সম্যগ্ব্যবসিতো মদেকান্তনিষ্ঠারূপ-শ্রেষ্ঠনিশ্চয়বানিত্যর্থঃ। এবমুক্তং নারসিংহে,—"ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ। ন হি শশ-কলুষচ্ছবিঃ কদাচিত্তিমিরপরাভবতামুপৈতি চন্দ্রঃ" ইতি ॥ ৩০ ॥

হে কৌন্তেয়! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তি-পথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবেন না। তাঁহার অধর্ম্মাদি প্রথম-অবস্থায় নিসর্গ ও ঘটনা-বশতঃ থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই ভজন-প্রাতিকূল্য-বাধক অনুতাপরূপ হরিস্মৃতি-দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত-আচারনিষ্ঠ হইয়া ভক্তিজনিত পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে পরমা শান্তি লাভ করিবেন ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

নন্থ "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ"ইতি দুরাচারিণস্তদ্বৈমুখ্যশ্রবণাৎ কথং তস্য সাধুত্বমিতি চেত্তত্রাহ,—ক্ষিপ্রমিতি। স্বাভাবিকদুরাচারিবিষয়মিদং শ্রবণং, মদেকান্তী তু মনসি ধৃতেনাতিপূতেন সর্ব্বেশ্বরেণ ময়াগন্তুকং দুরাচারং বিনির্দ্ধূয় ক্ষিপ্রমেব ধর্ম্মাত্মা সদাচারনিষ্ঠমনা ভবতি; শশ্বৎ পুনঃপুনরনুতপ্যন্ মৎস্মৃতিপ্রতিকূলাত্তস্মাচ্ছান্তিং নিবৃত্তিং নিতরাং গচ্ছতি। নন্বকৃতপ্রায়শ্চিত্তমেবং স্মার্ত্তাঃ সাধুং ন মন্যেরন্নিতি চেত্তত্র ভক্তানুরক্তিবিবশঃ সকোপমিবাহ,—কৌন্তেয়েতি। ত্বং তেষাং সভাং গতঃ প্রতিজানীহি—মে মমৈকান্তী ভক্তঃ প্রমাদাৎ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি—মন্তো ভ্রষ্টঃ সন্ দুর্গতিং নাপ্নোতি,—অপি তু তাদৃশেন ময়া পূতো মৎপ্রাপ্তিযোগ্যশ্চকাস্তি;—"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥" ইত্যাদি স্মৃতিভ্যঃ। স্মার্ত্তৈস্তু মদেকান্তিতোঽন্যত্র বিধায়কৈর্ভাব্যং,—স্মার্ত্তং প্রায়শ্চিত্তমপেক্ষ্য যদুক্তং, মৎস্মৃতিরূপং তত্তু প্রবলমিতি সুকুলীনৈরেব, ন তু দুষ্কুলীনৈরাহর্ত্তব্যমিতি বোধয়িতুং কৌন্তেয়েতি॥ ৩১॥

মহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু,—সর্ব্বেশ্বরোঽহং মদেকান্তিনাং আগন্তুকদোষান্ বিধুনোমীতি কিং চিত্রম্? যদতিপাপিনোঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গাদ্-

হে পার্থ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র-প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্য-ভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরা গতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি-বর্ণাদি-সম্বন্ধী কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক নাই॥৩২॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

বিধূতাবিদ্যা বিমুচ্যন্ত ইত্যাহ,—মাং হীতি। যে পাপযোনয়োঽন্ত্যজাঃ সহজদুরাচারাঃ স্যুস্তেঽপি মদ্ভক্তপ্রসঙ্গেন মাং সর্ব্বেশং বসুদেবসুতং ব্যপাশ্রিত্য শরণমাগত্য পরাং যোগিদুর্লভাং গতিং মৎপ্রাপ্তিং যান্তি হি নিশ্চিতমেতৎ। এবমাহ শ্রীমান্ শুকঃ,—"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥" ইতি। স্ত্র্যাদয়ো যেঽশুদ্ধ্যলীকাদিমন্তস্তেঽপি॥ ৩২॥

কিমিতি। যদ্যেবং তর্হি ব্রাহ্মণা রাজর্ষয়ঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ সৎকুলাঃ পুণ্যাঃ সদাচারিণো ভক্তাঃ সন্তঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্ব্বাচ্যম্?

যখন অন্ত্যজ জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; (কেন না, ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতিশীঘ্র প্রদমিত হয়,) তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও যে স্বরূপগত ভক্তিসম্বন্ধী আচার-দ্বারা পুণ্যফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্রই দূরীভূত হইবে,—ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া আমার নিরবদ্য ভজন-মাত্রই কর॥ ৩৩॥

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর; তোমার শরীরকে আমার ভক্তিযজন ও আমার প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর; তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্য লাভ করিবে॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সম্বাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

নাস্ত্যত্র সংশয়-লেশোঽপি ; তস্মাত্ত্বমপি রাজর্ষিরিমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব অনিত্যং নশ্বরমসুখমীষৎসুখং বিনাশিন্যল্পসুখেঽস্মিঁল্লোকে রাজ্য-স্পৃহাং বিহায় নিত্যমনন্তানন্দং মামুপাস্য প্রাপ্নুহীতি ত্বরাত্র ব্যজ্যতে। অত্রাস্য লোকস্যানিত্যত্বং কণ্ঠতো ব্রুবন্ হরির্মিথ্যাত্বং তস্য নিরাসৎ ॥ ৩৩ ॥

অথ পরিনিষ্ঠিতস্যার্জ্জুনস্যাভীষ্টাং শুদ্ধাং ভক্তিমুপদিশন্নুপসংহরতি,—মন্মনা ইতি। রাজভক্তোঽপি রাজভৃত্যঃ পত্ন্যাদিমনাস্তথা স তন্মনা অপি ন তদ্ভক্তো ভবতি ; ত্বং তু তদ্বিলক্ষণভাবেন মন্মনা মদ্ভক্তো ভব ময়ি নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণবতি বসুদেবসূনৌ স্বস্বামিত্ব-স্বপুমর্থত্ব-বুদ্ধ্যানবচ্ছিন্নমধুধারাবৎ সততং মনো যস্য সঃ, তথা মদ্যাজী তাদৃশ-স্যাতিমাত্রপ্রিয়স্য মমার্চ্চনে নিরতো ভব ; তাদৃশং মামতিপ্রেম্ণা নমস্কুরু এবং প্রণম। এবমাত্মানং মনো দেহঞ্চ যুক্ত্বা ময়ি নিবেশ্য মৎপরায়ণো মদেকাশ্রয়ঃ সন্ মামুপৈষ্যসি। এষা ভক্তিরর্পিতৈব ক্রিয়েতেতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

পাত্রাপাত্রধিয়া শূন্যা স্পর্শাৎ সর্ব্বাঘনাশিনী।
গঙ্গেব ভক্তিরেবেতি রাজগুহ্যমিহ স্মৃতা ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

‘শুদ্ধা ভক্তিই জীবের প্রয়োজন-প্রাপ্তির উপায়, এবং শুদ্ধজীবই ভগবদ্ভজনের যোগ্য ও শুদ্ধ কৃষ্ণমূর্ত্তি-তত্ত্বই শুদ্ধজীবের উপাস্য।’ এইটী (তত্ত্বকথাটি) যে পর্য্যন্ত না জানা যায়, সে পর্য্যন্ত পরমার্থচেষ্টা সুন্দররূপে হয় না। জ্ঞানমিশ্রতা, যোগমিশ্রতা ও কর্ম্মমিশ্রতা হইতে মুক্ত বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগ সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ; নবম অধ্যায়ে উপাস্য-তত্ত্বের শুদ্ধতাই একমাত্র উপদিষ্ট। শুদ্ধ উপাস্য-তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই তত্ত্বের মলসকল বর্ণনপূর্ব্বক দেখাইতে হয়। এইজন্য বিজ্ঞান-দ্বারা বিশুদ্ধচিৎস্বরূপা ভগবন্মূর্ত্তির নিত্যসিদ্ধত্ব দেখান হইল। সেই নিত্যমূর্ত্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরের প্রভাবরূপ ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকেই জ্ঞানী, যোগী ও যাজ্ঞিকেরা উপাসনা করেন, কিন্তু শুদ্ধভক্তসকল সেই পরমার্থ-তত্ত্বের খণ্ডভাবকে উপাসনা না করিয়া নিত্যমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বরূপ হইতে পৃথগ্‌বোধে অন্যান্য দেবতার উপাসনা—নিতান্ত অজ্ঞান-কার্য্য ; যেহেতু, সেই সেই দেবতার ভজন করিলে সেই সেই খণ্ডভাববিশিষ্ট-গতি-লাভ হয়। ভক্তিযোগের কথা এই যে, অন্য-দেবাদির উপাসনা হইতে বিরত হইয়া অন্যাভিলাষ-শূন্যভাবে দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণাদি নববিধা ভক্তি আলোচনা-পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। এরূপ অনন্য-ভক্ত যদি প্রথমাবস্থায় সুদুরাচারও হন, তথাপি তিনি—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব সাধু ; যেহেতু অতিস্বল্প-দিনের মধ্যে ঐকান্তিক-ভাবে দৃঢ় হইলে আর কোনপ্রকার চরিত্রকষায় থাকিবে না। আমার শুদ্ধা ভক্তিই সেই ফল উৎপত্তি করিবে। শুদ্ধভক্তের নাশ বা পতন কখনই হয় না ; যেহেতু, আমি তাঁহার যোগক্ষেম বহন করি। অতএব শুদ্ধভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করাই চতুরের কার্য্য।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ,—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

সপ্তমাদৌ নিজৈশ্বর্য্যং ভক্তিহেতু যদীরিতম্।
বিভূতিকথনেনাত্র দশমে তৎ প্রপুষ্যতে ॥

পূর্ব্বপূর্ব্বত্র স্বৈশ্বর্য্যনিরূপণসংভিন্না সপরিকরা স্বভক্তিরুপদিষ্টা। ইদানীং তস্যা উৎপত্তয়ে বিবৃদ্ধয়ে চ স্বাসাধারণীঃ প্রাক্ সংক্ষিপ্যোক্তাঃ স্ববিভূতীর্বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ,—ভূয় ইতি। হে মহাবাহো! ভূয় এব পুনরপি মে পরমং বচঃ শৃণু—শৃণ্বন্তং প্রতি শৃণ্বিত্যুক্তিরুপদেশ্যেঽর্থে সমবধানায়। পরমং শ্রীমৎ মদ্দিব্যবিভূতিবিষয়কং যদ্বচস্তে তুভ্যমহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি—"ক্রিয়ার্থোপপদ" ইত্যাদি-সূত্রাচ্চতুর্থী,—বিজ্ঞমপি ত্বাং বিস্মিতং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। হিতকাম্যয়া মদ্ভক্ত্যুৎপত্তি-তদ্বিবৃদ্ধিরূপ-ত্বৎকল্যাণবাঞ্ছয়া। তে কীদৃশায়েত্যাহ,—প্রীয়মাণায়েতি পীযূষপানাদিব মদ্বাক্যাৎ প্রীতিং বিন্দতে ॥ ১ ॥

হে মহাবাহো! তুমি প্রেমবান্, তোমার হিতকামনায় আমি আমার বিভূতি-সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে-সকল পরমবাক্য সংক্ষেপে বলিয়াছি, তাহা বিশেষ করিয়া এখন বলিতেছি; তুমি মনোনিবেশ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

এতচ্চ মদ্ভক্তানুকম্পাং বিনা দুর্বিজ্ঞানমিতি ভাববানাহ,—ন মে ইতি। সুরগণা ব্রহ্মাদয়ঃ মহর্ষয়শ্চ সনকাদয়ঃ মে প্রভবং প্রভুত্বেন ভবমনাদিদিব্যস্বরূপগুণবিভূতিমত্তয়াবর্ত্তনমিতি যাবৎ ন বিদুর্ন জানন্তি। কুত ইত্যাহ,—অহমাদিরিতি। যদহং তেষামাদিঃ পূর্ব্বকারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ

আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ; অতএব সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার লীলাপ্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক-জগতে আমার নরাকার-স্বরূপে উদয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীয় বুদ্ধিবলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন; তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্ন-সহকারে প্রপঞ্চের বিপরীত কোন অব্যক্ত, অপরিস্ফুট, নির্গুণ, স্বরূপহীন ও শুষ্ক ব্রহ্মকেই কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়া, তাহাই যে পরমতত্ত্ব, এইরূপ মনে করেন। কিন্তু পরমতত্ত্ব তাহা নয়; পরমতত্ত্ব-স্বরূপ আমি—সর্ব্বদা অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বপ্রকাশ, নির্দ্দোষ-গুণ-সম্পন্ন, নিত্যস্বরূপবিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। আমার অপরা-শক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই 'ঈশ্বর' এবং অপরা-শক্তি-দ্বারা বদ্ধজীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটি অস্ফুট মূর্ত্তিই 'ব্রহ্ম'; অতএব 'ঈশ্বর' বা 'পরমাত্মা' ও 'ব্রহ্ম', আমার এই স্ফূর্ত্তিদ্বয়ই সৃষ্ট-বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে লক্ষিত হয়। আমি স্বয়ং কখনও নিজ-অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চে স্ব-স্বরূপে উদিত হই। তখন উক্ত ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্যশক্তির সামর্থ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়া-দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপাবির্ভাবকে 'ঈশ্বরতত্ত্ব' বলিয়া মনে করেন এবং শুষ্ক ব্রহ্মভাবকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্ব-স্বরূপে লয় অনুসন্ধান করেন। কিন্তু আমার ভক্তসকল, স্বীয়

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

প্রকারৈরুৎপাদকতয়া বুদ্ধ্যাদি-দাতৃতয়া চেত্যর্থঃ। দেবত্বাদিকমৈশ্বর্য্যাদিকঞ্চ ময়ৈব তেভ্যস্তত্তদারাধনতুষ্টেন দত্তমতঃ স্বপূর্ব্বসিদ্ধং মাং মদৈশ্বর্য্যঞ্চ তে ন বিদুঃ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"কো বা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিরর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূবেতি নৈতদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্শৎ" ইতি চৈবমাদ্যা ॥ ২ ॥

ইদং তাদৃশমদ্বিষয়কং জ্ঞানং কস্যচিদেব ভবতীতি ভাবেনাহ,—যো মামিতি। মর্ত্ত্যেষু যতমানেষ্বপি সহস্রেষু মধ্যে যো যাদৃচ্ছিক-মত্তত্ত্ববিৎ সৎপ্রসঙ্গী কশ্চিজ্জনো মামনাদিমজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি, সোঽসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। অত্র 'অজম্'ইত্যনেন প্রধানাদচিদ্বর্গাৎ সংসারিবর্গাচ্চ ভেদঃ। আদ্যস্য স্বপরিণামেনান্তস্য দেহজন্মনা চ জন্মিত্বাৎ; 'অনাদিম্'ইত্যনেন বিশেষিতে তু মুক্তচিদ্বর্গাচ্চ ভেদস্তস্যাজত্বমাদিমদেব দেহসম্বন্ধেন জন্মিত্বস্য পূর্ব্ববৃত্তিত্বাৎ; 'লোকমহেশ্বরম্' ইত্যনেন নিত্যমুক্তচিদ্বর্গাৎ প্রকৃতিকালাভ্যাঞ্চ ভেদস্তেষামনাদ্যজত্বে সত্যপি লোকমহেশ্বরত্বাভাবাৎ। পুন 'অনাদিম্' ইত্যনেন বিশেষিতে বিধি-রুদ্রাভ্যাঞ্চ ভেদ-

ক্ষুদ্র-জ্ঞানের পরিচালনা-দ্বারা, অচিন্ত্যতত্ত্বের অবগতি সহজ নয়, মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তিবৃত্তিরই অনুশীলন করেন; তাহাতে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাদিগকে সহজজ্ঞান-দ্বারা আমার স্বরূপানুভূতি প্রদান করি ॥ ২ ॥

যিনি আমাকে সর্ব্বলোকের 'মহেশ্বর' ও 'অনাদি' বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও অনাদিত্ব অবগত হন, তিনি প্রপঞ্চদুষ্ট বুদ্ধিরূপ সমস্ত-পাপ অর্থাৎ অপবিত্র ভাব হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

স্তয়োর্লোকমহেশ্বরতায়াঃ সাদিত্বাৎ সর্ব্বেশ্বরেণৈব তয়োঃ সেত্যন্যত্র বিস্তরঃ। ইত্থঞ্চ সর্ব্বদা হেয়সম্বন্ধাভাবান্নিত্যসিদ্ধসার্ব্বৈশ্বর্য্যাচ্চ সর্ব্বেতরবিলক্ষণং যো বেত্তি, স মদ্ভক্ত্যুৎপত্তিপ্রতীপৈর্নিখিলৈঃ কর্ম্মভির্বিমুক্তো মদ্ভক্তিং বিন্দতি; অসংমূঢ়োঽন্যসজাতীয়তয়া মজ্জ্ঞানং সংমোহস্তেন বিবর্জ্জিতঃ,—ন চ দেবক্যাং জাতস্য তে কথমজত্বং তস্যামজত্বমবিহায়ৈব জাতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

অথাত্মনঃ সর্ব্বাদিত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বঞ্চ প্রপঞ্চয়তি,—বুদ্ধিরিতি দ্বাভ্যাম্। 'বুদ্ধিঃ' সূক্ষ্মার্থবিবেচনসামর্থ্যং; 'জ্ঞানং' চিদচিদ্বস্তুবিবেচনম্; 'অসংমোহঃ' ব্যগ্রত্বাভাবঃ; 'ক্ষমা' সহিষ্ণুতা; 'সত্যং' যথাদৃষ্টার্থবিষয়ং পরহিতভাষণম্; 'দম' অনর্থবিষয়াচ্ছোত্রাদের্নিয়মনম্; 'শমঃ' তস্মান্মনসঃ; 'সুখম্' আনুকূল্যেন বেদ্যম্; দুঃখং তু প্রাতিকূল্যেন বেদ্যম্; 'ভবঃ' জন্ম; 'অভাবঃ' মৃত্যুঃ; 'ভয়ম্' আগামিদুঃখকারণবীক্ষণাদ্বিত্রাসঃ; তন্নিবৃত্তিঃ 'অভয়ম্'; 'অহিংসা' পরপীড়নাজনকতা; 'সমতা' রাগদ্বেষশূন্যতা; 'তুষ্টিঃ' অদৃষ্টলব্ধেন সন্তোষঃ; 'তপঃ' বেদোক্তকায়ক্লেশঃ; 'দানং' স্বভোগ্যস্য সৎপাত্রেঽর্পণম্; 'যশঃ' সাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ; তদ্বিপরীতম্ 'অযশঃ'; এবমাদয়ো ভাবা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং মত্তো মৎসঙ্কল্পাদেব ভবন্তীত্যহমেব তেষাং হেতুরিত্যর্থঃ। পৃথগ্বিধা ভিন্নলক্ষণা ॥ ৪-৫ ॥

সূক্ষ্মার্থ-নির্ণয়-সমর্থ বুদ্ধি, আত্মানাত্মবিবেকরূপ জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশঃ, অযশ, এই সমস্তই ভূতসকলের ভাব; আমিই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণে সৃষ্টি করিয়াছি ॥ ৪-৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতশ্চৈতদেবমিত্যাহ,—মহর্ষয় ইতি। সপ্ত ভৃগ্বাদয়স্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বে প্রথমাশ্চত্বারঃ সনকাদয় একাদশৈতে মহর্ষয়স্তথা মনবশ্চতুর্দ্দশ স্বায়ম্ভুবাদয় এবং পঞ্চবিংশতিরেতে মানসা হিরণ্যগর্ভাত্মনো মম মনঃপ্রভৃত্যেভ্যো জাতা মদ্ভাবা মচ্চিন্তনপরাস্তৎপ্রভাবেনোপলব্ধ-মদ্-জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তয় ইত্যর্থঃ;—যেষাং ভৃগ্বাদীনাং পঞ্চবিংশতেরিমা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ প্রজা জন্মনা বিদ্যয়া চ সন্ততিরূপা ভবন্তি ॥ ৬ ॥

উক্তার্থজ্ঞানফলমাহ,—এতামিতি। এতাং বিধিরুদ্রাদিদেবতাসনকাদি-মহর্ষিস্বায়ম্ভুবাদিমনুপ্রমুখঃ কৃৎস্নপ্রপঞ্চো মদধীনস্থিতি-প্রবৃত্তি-জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিকো ভবতীত্যেবং পারমৈশ্বর্য্যলক্ষণাং বিভূতিং, যোগমনাদ্যজত্বাদিভিঃ কল্যাণগুণরত্নৈর্মম সম্বন্ধঞ্চ যো বেত্তি সর্ব্বেশ্বরেণ সর্ব্বজ্ঞেন বাসুদেবেনোপ-দিষ্টমিদং তাত্ত্বিকং ভবতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন যো গৃহ্লাতি স অবিকল্পেন

মরীচ্যাদি সপ্ত ঋষি, তাঁহাদের পূর্ব্বজাত-সনকাদি ব্রহ্মর্ষিচতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু—সকলেই আমার শক্তিসম্ভূত হিরণ্যগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন; তাঁহাদেরই বংশ বা শিষ্যাদি-ক্রমে এই লোক পরিপূরিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানের চরম-সীমা আমার স্বরূপ-জ্ঞান ও শক্তিজনিত বিভূতি-জ্ঞান এবং ক্রিয়াযোগের চরম-সীমা ভক্তিযোগ,—এই দুই বিষয় যিনি তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি অবিকল্প অর্থাৎ দ্বৈধ-রহিত ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

স্থিরেণ যোগেন মদ্ভক্তিলক্ষণেন যুজ্যতে সম্পন্নো ভবতি;—এতাদৃশতয়া মজ্জ্ঞানং মদ্ভক্তেরুৎপাদকং বিবর্দ্ধকঞ্চেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

অথ চতুঃশ্লোক্যা পরমৈকান্তিনাং ভক্তিং ব্রুবন্ তস্যা জনকং পোষকং চাত্মযাথাত্ম্যং তাবদাহ,—অহমিতি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণোঽহং সর্ব্বস্যাস্য বিধিরুদ্রপ্রমুখস্য প্রপঞ্চস্য প্রভবো হেতুঃ; এবমেবাথর্ব্বসু পঠ্যতে,—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ" ইতি, "অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয় ইত্যুপক্রম্য "নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশ রুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যাঃ" ইত্যাদি;—এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণো বোধ্যঃ,—"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ" ইত্যাদ্যুত্তরপাঠাৎ। তদাহুঃ,—"একো বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নী সমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যঃ স একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য যত্র ছান্দোগৈঃ ক্রিয়মাণাষ্টকাদিসংজ্ঞকা স্তুতিস্তোমঃ স্তোমমুচ্যতে" ইত্যাদ্য-পক্রম্য প্রধানাদিসৃষ্টিমভিধায়াথ পুনরেব "নারায়ণঃ সোঽন্যৎকামো মনসা ধ্যায়ত তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য তল্ললাটাদ্রক্ষ্যঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং তপোবৈরাগ্যম্" ইতি; তত্র "চতুর্ম্মুখো জায়তে" ইত্যাদি চ; ঋক্ষু চ—"যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধসম্" ইত্যাদি; মোক্ষধর্ম্মে চ,—"প্রজাপতিং চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, সমস্ত-বস্তুরই উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জানিও;—এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি-সহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত'; অপর সকলেই 'অপণ্ডিত ॥৮॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ॥" ইতি। বারাহে চ,—"নারায়ণঃ পরোদেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ম্মুখঃ। তস্মাদ্রুদ্রোঽভবদ্দেবঃ স চ সর্ব্বজ্ঞতাং গতঃ॥" ইতি। এবঞ্চ মদিতরনিখিলোপাদাননিমিত্তভূতোঽহমিত্যুক্তম্; যন্মৎসম্ভূতং, তৎ সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে মদধীনপ্রবৃত্তিকমিতি; মদন্যনিখিলনিয়ন্তা চাহমিত্যুক্তম্। ইতি মত্বা মমেদৃশস্য সদ্গুরুমুখান্নিশ্চিত্য ভাবেন প্রেম্ণা সমন্বিতাঃ সন্তো বুধা মাং ভজন্তে ॥ ৮ ॥

ভক্তেঃ প্রকারমাহ,—মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তা মৎস্মৃতিপরা মদ্গতপ্রাণা মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তুমক্ষমাঃ মীনা ইব বিনাম্ভঃ পরস্পরং মদ্রূপগুণলাবণ্যাদি বোধয়ন্তস্তথা মাং স্বভক্তবাৎসল্যনীরধিমতিবিচিত্রচরিতং কথয়ন্তশ্চেত্যেবং স্মরণশ্রবণকীর্ত্তনলক্ষণৈর্ভজনৈঃ সুধাপানৈরিব তুষ্যন্তি, তথৈব তেষ্বেব রমন্তে চ যুবতিস্মিতকটাক্ষাদিষ্বিব যুবানঃ ॥ ৯ ॥

এতাদৃশ অনন্য-ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ;—তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সম্যক্ অর্পণ করত পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন; সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর-রস পর্য্যন্ত সম্ভোগপূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

নিত্যভক্তিযোগ-দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞান-জনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি; তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

নন্থ স্বরূপেণ গুণৈর্বিভূতিভিশ্চানন্তং ত্বাং কথং গুরূপদেশমাত্রেণ তে গ্রহীতুং ক্ষমেরন্নিতি চেত্তত্রাহ,—তেষামিতি। সততযুক্তানাং নিত্যং মদ্যোগং বাঞ্ছতাং প্রীতিপূর্ব্বকং মম যাথাত্ম্যজ্ঞানজেন রুচিভরেণ ভজতাম্। তং বুদ্ধিযোগমহং স্বভক্তিসুখরসিকো দদাম্যর্পয়ামি,—যেন তে মামুপযান্তি তদ্বুদ্ধিং তথাহমুদ্ভাবয়ামি যথানন্তগুণবিভূতিং মাং গৃহীত্বোপাস্য চ প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ১০ ॥

নন্থ চিরন্তনস্যাবিদ্যা-তিমিরস্য সত্ত্বাত্তেষাং হৃদি কথং তৎপ্রকাশঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—তেষামেবেতি। তেষামেব মাং বিনা প্রাণান্ ধর্ত্তু-

---

এরূপ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতাদিগের অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অনেকের মনে এরূপ উদিত হয় যে, 'যাঁহারা অতন্নিরসন-ক্রমে তদ্বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন; কেবল-ভক্তিভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্ল্লভ জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যাইবে?' হে অর্জ্জুন! ইহাতে মূল কথা এই, নিজ-বুদ্ধির অনুশীলন-ক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই অসীম সত্য-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; যতই বিচার করুক, কিছুতেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিবে না; তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলেই অনায়াসে আমার অচিন্ত্য-শক্তিবলে ক্ষুদ্র-জীবের সম্যক্ জ্ঞান-লাভ হইতে পারে। যাঁহারা—আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্মভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞানদীপদ্বারা আলোকিত হন; আমি বিশেষ অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করত, তাঁহাদের জড়সঙ্গ-বশতঃ যে অজ্ঞানজাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি। জীবের যে শুদ্ধজ্ঞানে অধিকার, তাহা ভক্তির অনুশীলন-ক্রমেই উদিত হয়; তর্ক-দ্বারা তাহা লব্ধ হয় না ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

মসমর্থানাং মদেকান্তিনামেব, ন তু সনিষ্ঠানামনুকম্পার্থং মৎকৃপা-পাত্র-ত্বার্থম্। অহমেবাত্মভাবস্থোঽরবিন্দকোষে ভৃঙ্গ ইব তদ্ভাবে স্থিতো দিব্য-স্বরূপ গুণাংস্তত্র প্রকাশয়ংস্তদ্বিষয়কজ্ঞানরূপেণ ভাস্বতা দীপেন জ্ঞান-বিরোধ্যনাদিকর্ম্মরূপাজ্ঞানজং মদন্যবিষয়স্পৃহারূপং তমো নাশয়ামি। তেষামেকান্তভাবেন প্রসাদিতোঽহং যোগক্ষেমবদ্বুদ্ধিবৃত্তেরুদ্ভাবনং তদ্বৃত্তি-তমোবিনাশঞ্চ করোমীতি তৎসর্ব্বনির্ব্বাহভারো মমৈবেতি ন তৈঃ কুত্রাপ্যর্থে প্রযতিতব্যমিত্যুক্তম্। নবমাদি-দ্বয়ে গীতাগর্ভেঽস্মিন্ যং প্রকীর্ত্তিতং, তদেব গীতাশাস্ত্রার্থসারং বোধ্যং বিচক্ষণৈঃ ॥ ১১ ॥

সংক্ষেপেণ শ্রুতাং বিভূতিং বিস্তরেণ শ্রোতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ,—পরমিতি। ভবানেব—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি শ্রূয়মাণং পরং ব্রহ্ম; ভবানেব—"তস্মিন্নেবাশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" ইতি শ্রূয়মাণং পরং ধাম নিখিলাশ্রয়ভূতং বস্তু; ভবানেব—"পরমং পবিত্রং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তরতি" ইত্যাদি শ্রূয়মাণং স্মর্ত্তৃরখিলপাপহরং বস্তু ইত্যহং বেদ্মি। তথা সর্ব্বে

গীতাশাস্ত্রের সারভূত উক্ত চারিটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন-মহাশয় বিষয়টিকে আরও সরল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিলেন,—হে ভগবান্! দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও আপনি স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপনিই পরম-ব্রহ্ম, পরম-স্বরূপ, পরম-পুরুষ, নিত্য, আদিদেব, অজ ও বিভু ॥ ১২-১৩ ॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

তদনুকম্পিতা ঋষয়স্তেষু প্রধানভূতা নারদাদয়শ্চ "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসেত্তং ভজেত্তং যজেৎ" ইতি, ওঁ তৎসৎ"ইতি, "জন্ম-জরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ম্" ইতি শ্রুত্যর্থবিদস্ত্বাং "দিব্যং পুরুষ-মাদিদেবমজং বিভুম্" আহুস্তত্তৎকথা-সম্বাদেষু পুরাণেষিতিহাসেষু চ স্বয়ঞ্চ ব্রবীষীতি,—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা' ইতি, 'যো মামজমনাদিঞ্চ' ইতি, 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ' ইত্যাদিভিঃ ॥ ১২-১৩ ॥

সর্ব্বমিতি। এতৎ সর্ব্বমহমৃতং সত্যমেব, ন তু প্রশংসামাত্রং মন্যে। হে কেশবেতি—"কেশৌ বিধিরুদ্রৌ, বয়সে স্বতত্ত্বাপরিজ্ঞানেন নিবধ্নাসি প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চ" ইত্যাদি ত্বদুক্তেঃ—হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; হে ভগবন্নির-বধিকাতিশয়ষড়ৈশ্বর্য্যনিধে, তে ব্যক্তিং পরব্রহ্মত্বাদিগুণাং শ্রীমূর্ত্তিং দেবদানবাশ্চ ন বিদু যত্তেঽন্যস্বজাতীয়ত্ববুদ্ধ্যা ত্বামবজানন্তি দ্রুহ্যন্তি চেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

হে কেশব! আমি এ-সকলই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তোমার অচিন্ত্য-ব্যক্তিতত্ত্ব দেবদানবগণের মধ্যে কেহই জানে না ॥ ১৪ ॥

হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! তুমি নিজেই চিচ্ছক্তি-দ্বারা আপনার ব্যক্তিতত্ত্ব অবগত আছ। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যে সনাতন-মূর্ত্তি থাকেন, সেই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি কি-প্রকারে জড়বিধি হইতে স্বতন্ত্ররূপে জড়মধ্যে ব্যক্ত হয়,—এ কথা নরযুক্তি বা দেবযুক্তি-দ্বারা কেহই বুঝিতে পারেন না; তুমি যাঁহাকে কৃপা কর, তিনিই কেবল ইহা বুঝিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

স্বয়মেব ত্বমাত্মনা স্বেনৈব জ্ঞানেনাত্মানং সংবেত্থ—ইদমিত্থমিতি জানাসি। —যে দেবেষু দানবেষু চ ত্বদ্ভক্তাস্তে তাদৃশীং ত্বন্মূর্ত্তিং বস্তুভূতাং জানন্ত্যেব তস্মাস্তথাত্বে কথং তাং ন জানন্তীত্যেবকারাৎ। হে পুরুষোত্তম সর্ব্বপুরুষেশ্বর! পুরুষোত্তমত্বং বিবৃণ্বন্ সম্বোধয়তি,—হে ভূতভাবন সর্ব্ব-প্রাণিজনক! ভূতভাবনোঽপি কশ্চিন্নেষ্টে, তত্রাহ,—হে ভূতেশ সর্ব্ব-প্রাণিনিয়ন্তঃ! ভূতেশোঽপি কশ্চিন্ন পূজ্যস্তত্রাহ,—হে দেবদেব সর্ব্বারাধ্যা-নামপি দেবানামারাধ্য! দেবদেবোঽপি কশ্চিন্ন রক্ষকস্তত্রাহ,—হে জগৎপতে হিতাহিতোপদেশেন জীবিকার্পণেন চ বিশ্বপালক! ঈদৃশস্ত্বং তত্ত্বং সুসিদ্ধমিতি ॥ ১৫ ॥

ত্বৎস্বরূপযাথাত্ম্যং খলু কথং তথা দুর্গমেবাতস্ত্বদ্বিভূতিষ্বেব মজ্জিজ্ঞাসোপ-জায়ত ইতি সূচয়ন্নাহ,—বক্তুমিতি। দিব্যা উৎকৃষ্টাস্তদসাধারণীয়াত্মনো

তোমার স্বরূপ-তত্ত্ব তোমার কৃপা-দ্বারা আমি হৃদয়ে ও নেত্রাগ্রে আবির্ভূত হইতে দেখিতেছি,—ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। কিন্তু যে-সকল বিভূতি-দ্বারা তুমি এই লোকসকলে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, সেইসকল আত্মবিভূতি অশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বল ॥ ১৬ ॥

তোমাতেই যোগমায়া-শক্তি নিত্য বর্ত্তমান আছে। হে ভগবন্! তোমাকে কিরূপে অবগত হইব ও চিন্তা করিব? কি-কি-ভাবেতেই বা তুমি আমার দ্বারা চিন্তনীয় হও? ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

বিভূতীরশেষেণ বক্তুমর্হসি,—'দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা'; যাভির্বিশিষ্টস্ত্বমিমান্ লোকান্ ব্যাপ্য নিয়ম্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

নন্থ কিমর্থং তৎকথনং তত্রাহ,—কথমিতি। যোগো যোগমায়াশক্তি-রস্ত্যস্তেতি হে যোগিন্! ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ সংস্মরন্নহং কল্যাণানন্তগুণ-যোগিনং কথং বিদ্যাং জানীয়াম্? কেষু কেষু চ ভাবেষু পদার্থেষু প্রকাশমানস্ত্বং ময়া চিন্ত্যো ধ্যেয়োঽসি?—তদেতদুভয়ং বদ, তচ্চ বিভূ-ত্যুদ্দেশেনৈব সেৎস্যতীতি তামুপদিশেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নন্থ পূর্ব্বপূর্ব্বত্র 'অজোঽপি সন্' ইত্যাদিনাজত্বাদিকল্যাণগুণযোগো 'রসোঽহম্' ইত্যাদিনা বিভূতয়শ্চাসকৃৎ কথিতাঃ; কিং পুনঃ পৃচ্ছসীতি চেত্তত্রাহ,—বিস্তরেণেতি। স্ফুটার্থং পদ্যম্; জনার্দ্দনেতি প্রাগ্বৎ। ত্বদ্বাক্য-মমৃতং শৃণ্বতঃ শ্রোত্ররসনয়াস্বাদয়তো মম তৃপ্তির্নাস্তি; অত্র ত্বদ্বাক্যমিত্য-নুক্তেরপহ্নুতিঃ প্রথমাতিশয়োক্তির্বা তয়োঃ সঙ্করো বালঙ্কারঃ ॥ ১৮ ॥

এবং পৃষ্টঃ শ্রীভগবানুবাচ,—হন্তেত্যনুকম্পার্থকম্; দিব্যা উৎকৃষ্টাঃ, ন তু তৃণেষ্টকাদয়ঃ। বিভূতয় ইতি প্রাগ্বৎ; প্রাধান্যতঃ প্রধানভূতাঃ

হে জনার্দ্দন! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃতিপূর্ব্বক আমাকে পুনরায় বল; তোমার তত্ত্বামৃত শুনিলে আমার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রবণ-পিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ॥ ১৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমার দিব্য বিভূতিসকলের অন্ত নাই; গুটিকতক প্রধান প্রধান বিভূতি বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০॥

যতস্তাসাং বিস্তরস্যান্তো নাস্তি; ইহ বিভূতি-শব্দেন নিয়ামকত্বরূপাণ্যৈশ্বর্য্যাণি বোধ্যানি,—"বিভূতির্ভূতিরৈশ্বর্য্যম্" ইত্যমরকোষাৎ। প্রাকৃতান্যপ্রাকৃতানি চ বস্তূনি ভূতিত্বেন বর্ণ্যানি, তানি সর্ব্বাণি সর্ব্বেশ-শক্তিব্যঞ্জত্বাৎ সর্ব্বেশাত্মনা তারতম্যেন ভাব্যানি; মতানি যানি সাক্ষাদীশ্বররূপাণি তত্ত্বেনোক্তানি, তানি তু তেন রূপেণ ভাবনার্থান্যেব, ন স্বরূপবস্তুচ্ছক্ত্যেকদেশরূপাণীতি বোধ্যং সঙ্গতেরিতি॥ ১৯॥

তত্র তাবন্মামেব ত্বং মহৎস্রষ্টাদিত্রিরূপেণ স্বাংশেন নিখিলবিভূতিহেতুং বিচিন্তয়েত্যাশয়েনাহ,—অহমাত্মেতি। হে গুড়াকেশেতি বিজিতনিদ্রস্য তদ্বিচিন্তনক্ষমত্বং ব্যজ্যতে। আত্মা বিভুবিজ্ঞানানন্দো মহৎস্রষ্টাদিত্রিরূপঃ পরমাত্মাহমস্মচ্ছব্দার্থঃ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতস্ত্বয়া বিচিন্ত্যঃ। সর্ব্বভূতপ্রধানাদিপৃথিব্যন্ততত্ত্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিস্তস্যা আশয়েঽন্তঃ কারণোদশয়রূপেণাহমেব প্রকৃত্যন্তর্যামী স্থিতঃ; তথা সর্ব্বভূতঃ সর্ব্বজীবাভিমানী যো বৈরাজস্তস্যাশয়ে গর্ভোদশয়রূপেণাহমেব সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী স্থিতঃ; সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবানামাশয়ে ক্ষীরোদশয়রূপেণাহমেব ব্যষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী স্থিত ইতি তানি ত্রীণি রূপাণি মদ্বিভূতিত্বেন ত্বয়া বিচিন্ত্যানীত্যর্থঃ। সুবালোপনিষদি, "প্রকৃত্যাদিসর্ব্বভূতান্তর্যামী সর্ব্বশেষী চ নারায়ণঃ" পঠ্যতে;

হে গুড়াকেশ! হে জিতনিদ্র! আমার স্বরূপতত্ত্ব তোমাকে বলিয়াছি। আমার সাম্বন্ধিক-তত্ত্ব এই যে, আমিই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামি-পুরুষত্রয়রূপে অবস্থিত;—কারণোদশায়ী অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির অন্তর্যামী, গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ সমষ্টিবিরাড়ন্তর্যামী, ক্ষীরোদশায়ী অর্থাৎ ব্যষ্টিবিরাট্ জীবান্তর্যামী; আমিই সকল-ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত॥ ২০॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩॥

সাত্বত-তন্ত্রে ত্রয়ঃ পুরুষাবতারাঃ স্মৃতাঃ,—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥" ইতি। তে চ বাসুদেবস্য কৃষ্ণস্যাবতারাঃ—"যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-নিদ্রাম্" ইত্যাদিকাব্রহ্মসংহিতা-পদ্যত্রয়াৎ। ভূতানামাদিরুৎপত্তির্মধ্যং পালনমন্তশ্চ সংহারস্তত্তদ্ধেতুরহমেবোক্তপুরুষলক্ষ্যস্ত্বয়া ভাব্যঃ॥ ২০॥

আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহং, জ্যোতিষাং প্রকাশানাং মধ্যেঽংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মীরবিরহং, মরুতামূনপঞ্চাশৎসংখ্যকানাং মধ্যে মরীচিরহং, নক্ষত্রাণামধিপতিঃ শশী সুধাবর্ষী চন্দ্রোঽহম্; অত্র 'নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী" প্রায়েণ, কচিৎ সম্বন্ধেঽপীতি বোধ্যম্॥ ২১॥

আদিত্যদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু অর্থাৎ বামন, জ্যোতির্ম্ময় বস্তুসকলের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রদিগের মধ্যে আমি অধিপতি চন্দ্র॥ ২১॥

বেদসকলের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, ও সমস্ত-ভূতের চেতন-সম্বন্ধী জ্ঞানশক্তি॥ ২২॥

রুদ্রদিগের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের, বসুদিগের মধ্যে আমি পাবক, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু॥ ২৩॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাংপ্র জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

বেদানাং মধ্যে গীতমাধুর্য্যেণোৎকর্ষাৎ সামবেদোঽহং, দেবানাং মধ্যে বাসবস্তেষাং রাজা ইন্দ্রোঽহং, ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে দুর্জ্জয়ং তেষাং প্রবর্ত্তকঞ্চ মনোঽহং, ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহম্ ॥ ২২ ॥

রুদ্রাণামেকাদশানাং মধ্যে শঙ্করাখ্যো রুদ্রোঽহং, যক্ষরক্ষসামধিপো বিত্তেশঃ কুবেরোঽহং, বসূনামষ্টানাং মধ্যে পাবকোঽগ্নিরহং, শিখরিণামত্যুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ স্বর্ণাচলোঽহম্ ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রস্য সর্ব্বরাজমুখ্যত্বাত্তৎপুরোহিতং বৃহস্পতিং সর্ব্বপতিং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং মাং বিদ্ধীতি সোঽহমিত্যর্থঃ ; সেনানীনামিতি—সুড়াগমস্ত্বার্ষঃ, সর্ব্বরাজসেনানাং মধ্যে স্কন্দঃ কার্ত্তিকেয়োঽহং, সরসাং স্থিরজলানাং মধ্যে সাগরোঽহম্ ॥ ২৪ ॥

মহর্ষীণাং ব্রহ্মপুত্রাণাং মধ্যেঽতিতেজস্বী ভৃগুরহং, গিরাং পদলক্ষণানাং বাচাং মধ্যে একমক্ষরং প্রণবোঽহমস্মি, যজ্ঞানাং মধ্যে জপযজ্ঞোঽস্মি,—

পুরোহিতদিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্ত্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪ ॥

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব, যজ্ঞসকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ॥ ২৫ ॥

বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল-মুনি ॥২৬॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

তস্যাহিংসাত্মকত্বেনোৎকৃষ্টত্বাৎ, স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং মধ্যে হিমাচলোঽহং; অত্যুচ্চত্বেনাতিস্থৈর্য্যেণ চার্থভেদান্মেরুহিমালয়য়োর্বিভূত্যোর্ভেদঃ ॥ ২৫ ॥

পূজ্যত্বেন সর্ব্ববৃক্ষাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽশ্বত্থোঽহং, দেবর্ষীণাং মধ্যে পরমভক্তত্বেনোৎকৃষ্টো নারদোঽহং, গন্ধর্ব্বাণাং মধ্যেঽতিগায়কত্বেনোৎকৃষ্টত্বাচ্চিত্ররথোঽহং, সিদ্ধানাং স্বাভাবিকাণিমাদিমতাং কপিলঃ কার্দ্দমির্মুনিরহম্॥২৬॥

অশ্বানাং মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাং মধ্যে ঐরাবতং চ মাং বিদ্ধি,—অমৃতোদ্ভবমমৃতার্থকাৎ ক্ষীরাব্ধিমথনাজ্জাতমিতি দ্বয়োর্বিশেষণম্ ; নরাধিপং রাজানমসহ্যতেজসং ধর্ম্মিষ্ঠম্ ॥ ২৭ ॥

আয়ুধানামস্ত্রাণাং মধ্যে বজ্রং পবিরহং, কামধুক্ বাঞ্ছিতপূরয়িত্রী কামধেনুরহং, প্রজনঃ সন্তানোৎপাদকঃ কন্দর্পঃ কামোঽহং,—রতিসুখমাত্রহেতুঃ স নাহমিতি চ-শব্দাৎ ; সর্পাণামেকশিরসাং মধ্যে বাসুকিরহম্ ॥ ২৮ ॥

আমি অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবো-রূপে সমুদ্র-মন্থন-সময়ে উদ্ভূত হই, হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, মনুষ্যগণের মধ্যে আমি সম্রাট্ ॥ ২৭ ॥

অস্ত্রগণের মধ্যে আমি বজ্র, গাভিগণের মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা-উৎপত্তির মূলস্বরূপ আমি কামদেব এবং সর্পাদিগের মধ্যে আমি বাসুকি ॥ ২৮ ॥

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর-মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্য্যমা, দণ্ডদাতাদিগের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯ ॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসাঞ্চাস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

নাগানামনেকশিরসাং মধ্যেঽনন্তঃ শেষোঽহং, যাদসাং জলজন্তূনাম-ধিপো বরুণোঽহং, পিতৃণাং রাজার্য্যমাখ্যঃ পিতৃদেবোঽহং, সংযমতাং দণ্ডয়তাং মধ্যে ন্যায্যদণ্ডকৃৎ যমোঽহং,—ছাদেশাভাব আর্ষঃ ॥ ২৯ ॥

দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং মধ্যে তেষামধিপতির্ভগবন্নিষ্ঠাতিশয়াদ্বরীয়ান্ প্রহ্লাদোঽহং, কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং মধ্যে কালোঽহং, মৃগাণাং পশূনাং মধ্যেঽতিবিক্রমেণোৎকৃষ্টো মৃগেন্দ্রঃ সিংহোঽহং, পক্ষিণাং মধ্যে বিষ্ণুরথ-ত্বেনাতিশ্রেষ্ঠো বৈনতেয়ো গরুড়োঽহম্ ॥ ৩০ ॥

পবতাং পাবনানাং বেগবতাং চ মধ্যে পবনো বায়ুরহং, রামঃ পরশু-রামঃ, ঋষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরস্তজ্জাতিবিশেষোঽহং, স্রোতসাং প্রবহজ্জলানাং মধ্যে জাহ্নবী গঙ্গাহম্ ॥ ৩১ ॥

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারকদিগের মধ্যে আমি কাল, মৃগদিগের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদিগের মধ্যে আমি গরুড় ॥ ৩০ ॥

বেগবান্ ও পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে আমি পবন, শস্ত্রধারি-পুরুষদিগের মধ্যে আমি শক্ত্যাবেশ-লব্ধ জীববিশেষ পরশুরাম, জল-চরদিগের মধ্যে আমি মকর এবং নদীগণের মধ্যে আমি গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

আকাশাদি-সৃষ্টবস্তুগণের মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য ; সমস্তবিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ স্বস্বরূপজ্ঞান ; স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষদূষ-ণাদিরূপ জল্প-বিতণ্ডাদি-কারীদিগের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎতত্ত্বনির্ণয় ॥৩২॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥
মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

সর্গাণাং মহদাদীনাং জড়সৃষ্টীনামাদিরন্তো মধ্যঞ্চাহমিতি তেষাং সর্গ-সংহারপালনানি মদ্বিভূতিতয়া ভাব্যানীত্যর্থঃ,—'অহমাদিশ্চ' ইত্যাদৌ মৎস্বাংশচেতনানাং ভূতানাং সর্গাদিহেতুর্মদ্বিভূতিরিত্যুক্তমতো ন পুনঃপুন-রুক্তিঃ ; "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ" ইত্যুক্তানাং বিদ্যানাং মধ্যেঽধ্যাত্মবিদ্যা সপরিকর-পরমাত্মনির্ণেত্রী চতুর্লক্ষণী বেদান্তবিদ্যাহমেবেত্যর্থঃ ; প্রবদতাং সম্বন্ধী যো বাদঃ সোঽহং ; তেষাং খলু বাদ-জল্প-বিতণ্ডাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ ;—তত্রোভয়সাধনবতী বিজিগীষু কথা 'জল্পঃ', যত্রোভাভ্যাং প্রমাণেন তর্কেণ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানৈঃ পরপক্ষো দূষ্যতে, স্বপক্ষস্থাপন-হনা পরপক্ষদূষণাবসানা কথা 'বিতণ্ডা', এতে প্রবদতোর্বিজিগীষোঃ শক্তিমাত্রপরীক্ষকে নিষ্ফলে তত্ত্ববুভুৎসুকথা 'বাদঃ'—স চ তত্ত্বনির্ণয়ফলক-ত্বেনোৎকৃষ্টত্বান্মদ্বিভূতিরিতি ॥ ৩২ ॥

অক্ষরাণাং সর্ব্বেষাং বর্ণানাং মধ্যেঽহমকারোঽস্মি,—"অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্" ইতি শ্রুতিশ্চ ; সামাসিকস্য সমাস-সমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বোঽহং—অব্যয়ী-

---

অক্ষর-সকলের মধ্যে আমি অকার, সমাসগণের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস, সংহর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি মহাকাল-রুদ্র, স্রষ্টৃগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা ॥ ৩৩ ॥

হরণকারীদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভাবি-বস্তুগণের মধ্যে আমি উদ্ভব, নারীদিগের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী ও বাণী তথা স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এবং মূর্ত্ত্যাদি ধর্ম্মপত্নী ॥ ৩৪ ॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাবতৎপুরুষবহুব্রীহিষু ভয়পদার্থপ্রধানতা-বিরহিষু মধ্যে তস্যোভয়পদার্থ-প্রধানতয়োৎকৃষ্টত্বাৎ ; সংহর্তৃণাং মধ্যেঽক্ষয়ঃ কালঃ সংকর্ষণমুখোত্থঃ কালাগ্নিরহং, স্রষ্টৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখশ্চতুর্বক্ত্রো ধাতা বিধিরহম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রাতিক্ষণিকানাং মৃত্যূনাং মধ্যে সর্ব্বস্মৃতিহরো মৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিনাং ষণ্ণাং প্রাণিবিকারাণামুদ্ভবো জন্মাখ্যঃ প্রথমবিকারোঽহং নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদয়ঃ সপ্ত মদ্বিভূতয়ঃ ; দৈবতা হ্যেতাঃ, যাসামাভাসেনাপি নরাঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি ; তত্র কীর্ত্তির্ধার্ম্মিকত্বাদিসাদ্‌গুণ্যখ্যাতিঃ, শ্রীস্ত্রিবর্গসম্পৎ কায়দ্যুতির্ব্বা, বাক্ সর্ব্বার্থব্যঞ্জকা 'সংস্কৃতভাষা', স্মৃতিরনুভূতার্থস্মরণশক্তিঃ, মেধা বহুশাস্ত্রার্থাবধারণশক্তিঃ, ধৃতিশ্চাপল্যপ্রাপ্তৌ তন্নিবর্ত্তনশক্তিঃ, ক্ষমা হর্ষে বিষাদে চ প্রাপ্তে নির্ব্বিকারচিত্ততা ॥ ৩৪ ॥

'বেদানাং সামবেদোঽস্মি' ইত্যুক্তং প্রাক্ ; তত্রান্যং বিশেষমাহ,—বৃহদিতি। সাম্নামৃগক্ষরারূঢ়ানাং গীতিবিশেষাণাং মধ্যে "ত্বামিদ্ধিহবামহে" ইত্যস্যামৃচি গীতি বিশেষো বৃহৎসাম,—তচ্চাতিরাত্রে পৃষ্ঠস্তোত্রং সর্ব্বেশ্বরত্বেনেন্দ্রস্তুতিরূপমন্যসামোৎকৃষ্টত্বাদহং; ছন্দসাং নিয়তাক্ষরপাদত্বরূপচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং মধ্যে গায়ত্রী ঋগহং,—দ্বিজাতের্দ্বিতীয়জন্মহেতুত্বেন তস্যাঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ, "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" ইতি ব্রহ্মাবতারত্বশ্রবণাচ্চ ; মার্গশীর্ষোঽহমিত্যভিনবধান্যাদিসম্পত্ত্যা তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; কুসুমাকরো বসন্তোঽহমিতি,—শীতাতপাভাবেন, বিবিধসুগন্ধিপুষ্পময়ত্বেন, মহুৎসবহেতুত্বেন চ তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দদিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী, মাসগণের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫ ॥

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

ছলয়তাং মিথো বঞ্চনাং কুর্ব্বতাং সম্বন্ধি দ্যূতং সর্ব্বস্বহরমক্ষদেবনাত্মহং, তেজস্বিনাং প্রভাববতাং সম্বন্ধি তেজঃ প্রভাবোঽহং, জেতৃণাং সম্বন্ধী জয়োঽহং, ব্যবসায়িনামুদ্যমিনাং সম্বন্ধী ব্যবসায়ঃ ফলবানুদ্যমোঽহং, সত্ত্ববতাং বলিনাং সম্বন্ধী সত্ত্বং বলমহম্ ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণীনাং মধ্যে বাসুদেবো বসুদেবপুত্রঃ সঙ্কর্ষণোঽহং ; ন চ বাসুদেবঃ কৃষ্ণোঽহমিতি ব্যাখ্যেয়ং,—তস্য স্বয়ংরূপস্য বিভূতিত্বাযোগাৎ, মহৎস্রষ্টাদীনাং বামনকপিলাদীনাঞ্চ সাক্ষাদীশ্বরত্বেঽপি বিভূতিত্বেনোক্তিঃ স্বাংশাবতারত্বাত্তেন রূপেণ চিন্ত্যত্ববিবক্ষয়া বা যুজ্যতে, স্বাংশত্বং চানভিব্যঞ্জিতসর্ব্বশক্তিত্বং বোধ্যম্ ; পাণ্ডবানাং মধ্যে ধনঞ্জয়স্ত্বমহমস্মি,—নরাবতারত্বেনা-

---

পরস্পর-বঞ্চনকারিগণের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বীদিগের মধ্যে আমি তেজঃ, উদ্যমবান্ পুরুষদিগের মধ্যে আমি জয় ও ব্যবসায় এবং বলবানদিগের মধ্যে আমি বল ॥ ৩৬ ॥

বৃষ্ণিদিগের মধ্যে আমি বাসুদেব অর্থাৎ বলদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিদিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭ ॥

দমনকারীদিগের মধ্যে আমি দণ্ড, জয়াভিলাষকারীদিগের মধ্যে আমি নীতি, গুহ্যধর্ম্মের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানবানদিগের মধ্যে আমি জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥
যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ ॥ ৪১ ॥

ন্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; মুনীনাং দেবার্থমননপরাণাং মধ্যে ব্যাসো বাদরায়ণোঽহং, —মদবতারত্বেন তস্যান্যেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; কবীনাং সূক্ষ্মার্থবিবেচকানাং মধ্যে উশনাঃ শুক্রোঽহং—যঃ কবিরিতি খ্যাতঃ ॥ ৩৭ ॥

দময়তাং দণ্ডকর্ত্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽহং—যেনোৎপথগাঃ সৎপথে চরন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ, জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী নীতির্ন্যায়োঽহং, গুহ্যানাং শ্রবণমননিদিধ্যাসনানাং মধ্যে মৌনমহং,—ফলাব্যবধানেন শ্রবণাদিভ্যাং তস্য শ্রৈষ্ঠ্যাৎ ; জ্ঞানবতাং পরাবরতত্ত্ববিদাং সম্বন্ধী তত্ত্ব-দ্বিষয়কজ্ঞানমহম্ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চ সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং, তদপ্যহম্ ; তত্র হেতুঃ,— ন তদিতি। ময়া সর্ব্বশক্তিমতা পরেশেন বিনা যচ্চরমচরঞ্চ ভূতং তত্ত্বং স্যাত্তন্নাস্তি মৃষৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

সর্ব্বভূতের প্ররোহ-কারণ বীজই আমি ; যেহেতু চরাচর-মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৩৯ ॥

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতিগণের অন্ত নাই ; তোমার নিকট কেবল নাম-মাত্র আমার বিভূতি কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪০ ॥

ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে-সকলকেই আমার 'বিভূতি' বলিয়া জানিবে ; সে-সমুদায়ই আমার প্রকৃতি-তেজোঽংশ-সম্ভূত ॥ ৪১ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

প্রকরণমুপসংহরতি,—নান্তোঽস্তীতি। বিস্তরো বিস্তার উদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

অনুক্তা বিভূতীঃ সংগ্রহীতুমাহ,—যদ্‌যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎ সৌন্দর্য্যেণ সম্পত্ত্যা বা যুক্তমূর্জ্জিতং বলেন যুক্তং বা যদ্‌যৎ সত্ত্বং বস্তু ভবতি, তত্তদেব মম তেজোঽংশেন শক্তিলেশেন সম্ভবং সিদ্ধমবগচ্ছ প্রতীহীতি স্বায়ত্তত্ব-স্বব্যাপ্যত্বাভ্যাং সর্ব্বেঽভেদনির্দ্দেশা নীতা বামনা-দীনাং তন্নির্দ্দেশাস্তু সঙ্গমিতাঃ সন্তি ॥ ৪১ ॥

এবমবয়বশো বিভূতীরুপবর্ণ্য সামস্ত্যেন তাঃ প্রাহ,—অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথগুপদিশ্যমানেন বিভূতিবিষয়কেণ জ্ঞানেন তব কিং প্রয়োজনম্? হে অর্জ্জুন! চিদচিদাত্মকং হরবিরিঞ্চিপ্রমুখং কৃৎস্নং জগদহমেকেনৈব প্রকৃত্যাত্মন্তর্যামিণা পুরুষাখ্যেনাংশেন বিষ্টভ্য স্রষ্টৃত্বাৎ স্রষ্টা ধারকত্বাদ্ধৃত্বা ব্যাপকত্বাদ্ব্যাপ্য পালকত্বাৎ পালয়িত্বা চ স্থিতোঽস্মীতি

হে অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, আমার প্রকৃতি—সর্ব্বশক্তিসম্পন্না ; তাহার এক-এক-প্রভাব-দ্বারা আমি এই সমস্ত-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান,—জড়প্রভাব-দ্বারা জড়ীয়-সত্তায় এবং জীবপ্রভাব-দ্বারা জৈব-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট-জগতে সাম্বন্ধিক-ভাবে বর্ত্তমান আছি ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে বিশুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির উপদেশ হইয়াছে ; তাহাতে এরূপ সন্দেহ হয় যে, অন্যান্য দেবোপাসনাতেও কৃষ্ণসেবা হইতে পারে। সেই সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ এই অধ্যায়ে কহিলেন যে, অন্যান্য বিধিরুদ্রাদি দেবগণ—আমার বিভূতিমাত্র ; আমি—সকলের আদি, অজ, অনাদি ও সর্ব্বমহেশ্বর। এরূপ বিভূতি-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক জানিলে আর অনন্য-

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতি-
যোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

সর্জনাদীনি মদ্বিভূতয়ো মদ্ব্যাপ্তেষু সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিসর্ব্বাণি বস্তূনি মদ্বিভূতি-তয়া বোধ্যানীতি ॥ ৪২ ॥

যচ্ছক্তিলেশাৎ সূর্য্যাদ্যা ভবন্ত্যুগ্রতেজসঃ।
যদংশেন ধৃতং বিশ্বং স কৃষ্ণো দশমেঽর্চ্চ্যতে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তির বাধা হয় না। আমার এক অংশ যে পরমাত্মা, তদ্দ্বারা আমি সমস্ত-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিভূতি প্রকাশ করিয়াছি। ভক্তগণ আমার বিভূতি-তত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবজ্জ্ঞান লাভ করত শুদ্ধ-ভক্তির সহিত আমাকে শ্রীকৃষ্ণাকারে ভজন করিবেন। এই অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্লোকে শুদ্ধভজন ও ভজনফল বলিয়াছেন। সমস্ত বিভূতির আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেমের প্রাপক,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

একাদশে বিশ্বরূপং বিলোক্য ত্রস্তধীঃ স্তবন্।
দর্শয়িত্বা স্বকং রূপং হরিণা হর্ষিতোঽর্জ্জুনঃ ॥

পূর্ব্বত্র 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ' ইতি বিভূতিকথ-নোপক্রমে 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্' ইতি তদুপসংহারে চ নিখিলবিভূত্যা-শ্রয়ো মহৎস্রষ্টা পুরুষঃ স্বস্য কৃষ্ণস্যাবতারঃ; স তু মহৎস্রষ্টাদিসর্ব্বাবতারীতি তন্মুখাৎ প্রতীত্য সখ্যানন্দসিন্ধুনিমগ্নোঽর্জ্জুনস্তৎপুরুষরূপং দিদৃক্ষুঃ কৃষ্ণোক্ত-মনুবদতি,—মদিতি। মদনুগ্রহায়াধ্যাত্মসংজ্ঞিতং বিভূতিবিষয়কং যদ্বচ-স্ত্বয়োক্তং, তেন মম মোহঃ কথং বিদ্যামিত্যাদ্যুক্তো বিগতো নষ্টঃ। অধ্যাত্মমাত্মনি পরমাত্মনি ত্বয়ি যা বিভূতিলক্ষণা সংজ্ঞা, সা জাতা।

অর্জ্জুন কহিলেন,—অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধী তোমার পরমগুহ্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। তোমার অপ্রাকৃত অবিতর্ক্য পরম ভাব না জানিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বগত ব্যতিরেক-চিন্তারূপ মোহ-দ্বারা আমি আক্রান্ত ছিলাম। এখন স্পষ্ট জানিলাম যে, তুমি—সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, এবং বিশ্বরূপাদি-প্রকাশ—কেবল তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একাংশ-মাত্র ॥ ১ ॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

যস্য তদ্বচঃ—বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ—পরমং গুহ্যমতিরহস্যং ত্বদন্যাগম্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কিঞ্চ ভবেতি। হে কমলপত্রাক্ষ!—কমলপত্রে ইবাতিরম্যে দীর্ঘরক্তান্তে চাক্ষিণী যস্যেতি প্রেমাতিশয়াৎ সৌন্দর্য্যাতিশয়োল্লেখঃ। ত্বত্তস্ত্বদ্ধেতুকৌ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সর্গপ্রলয়ৌ ময়া ত্বত্তঃ সকাশাদ্বিস্তরশোঽসকৃৎ শ্রুতৌ 'অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা' ইত্যাদিনাব্যয়ং নিত্যং মাহাত্ম্যমৈশ্বর্য্যং চ তব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বেঽপি নির্ব্বিকারত্বং সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপ্যসঙ্গত্বমিত্যেবমাদি ত্বত্ত এব ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতং—'ময়া ততমিদং সর্ব্বম্' ইত্যাদিভিঃ ॥ ২ ॥

এবমিতি। 'বিষ্টভ্যাহমিদম্' ইত্যাদিনা যথা ত্বমাত্মানং স্বমাত্থ ব্রবীষি তদেতদেবমেব ন তত্র মে সংশয়লেশোঽপি, তথাপি তবৈশ্বরং সর্ব্বপ্রশাস্তৃ তদ্রূপমহং কৌতুকাদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছামি। হে পরমেশ্বর, হে পুরুষোত্তমেতি সম্বোধয়ন্ মম তদ্দিদৃক্ষাং জানাস্যেব, তাং পূরয়েতি ব্যঞ্জয়তি,—মধুররসাস্বাদিনঃ কটুরসজিঘৃক্ষাবত্ত্বন্মাধুর্য্যানুভবিনো মে ত্বদৈশ্বর্য্যানুবুভূষাভ্যুদেতীতি ভাবঃ ॥৩॥

অতএব হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার ভূতসকলের সৃষ্টি ও সংহারসম্বন্ধী সাম্বন্ধিক ভাব ও অব্যয় মাহাত্ম্যরূপ স্বরূপগত ভাব, এতদুভয়-তত্ত্বই বিস্তৃতভাবে অবগত হইলাম ॥ ২ ॥

হে পুরুষোত্তম! হে পরমেশ্বর! তোমার স্বরূপতত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু আপাততঃ সৃষ্টিসময়ে তোমার স্বরূপকে তুমি যেরূপে জগন্মধ্যস্থ করিয়াছ, তোমার সেই ঐশ্বর রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

ঐশ্বর্য্যদর্শনে ভগবৎসম্মতিং গৃহ্লাতি,—মন্যসে যদিতি জানাসীচ্ছসি বেত্যর্থঃ। হে প্রভো—সর্ব্বস্বামিন্! যোগেশ্বরেতি সম্বোধয়ন্নযোগস্য মে ত্বদ্দর্শনে ত্বচ্ছক্তিরেব হেতুরিতি ব্যঞ্জয়তি ॥ ৪ ॥

এবমভ্যর্থিতো ভগবান্ প্রকৃত্যন্তর্য্যামিণং সহস্রশিরসং প্রশাস্তৃত্বপ্রধানং দেবাকারং স্বাংশং প্রদর্শয়িতুং প্রকৃতোপযোগিত্বাত্তত্রৈব কালাত্মকতাঞ্চ বোধয়িতুমর্জ্জুনমবধাপয়তীত্যাহ,—পশ্যেতি চতুর্ষু। 'পশ্য' ইতি পদাবৃত্তির্দর্শনীয়ানাং রূপাণামত্যদ্ভুতত্বদ্যোতনার্থা চ বোধ্যা। মে মম সহস্রশীর্ষাকারেণ ভাসমানস্যৈকস্যৈব শতানি সহস্রাণি চ বিভূতিভূতানি রূপাণি পশ্য,—'অর্হে লোট্'—তানি দ্রষ্টুমর্হো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

জীব—অণুচৈতন্য, অতএব বিভুচৈতন্যের ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষ্য করিতে পারে না; আমি—জীব, তোমার অনুগ্রহ-বশতঃ তোমার স্বরূপতত্ত্বে অধিকার লাভ করিয়াও জীবচিন্তাতীত তোমার ঐশ্বর-স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই। যোগেশ্বর তুমি—আমার প্রভু; তোমার অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে তোমার যোগৈশ্বর্য্য (যাহা—স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ) আমাকে দেখাও ॥ ৪ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ; আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানাবিধ দিব্য রূপ এবং নানাবর্ণ আকৃতি প্রত্যক্ষ কর ॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥
ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

তান্যেকদেশতঃ প্রাহ,—পশ্যাদিত্যানিতি দ্বাভ্যাম্। অদৃষ্টপূর্ব্বাণীতি তয়ান্যৈশ্চ পূর্ব্বমদৃষ্টানি আশ্চর্য্যাণ্যদ্ভুতানি ॥ ৬ ॥

কিঞ্চেহ মম দেহে একস্থমেকদেশস্থিতং সচরাচরং কৃৎস্নং জগত্ত্বমদ্যাধুনৈব পশ্য; যত্তত্র তত্র পরিভ্রমতা ত্বয়া বর্ষাযুতৈরপি দ্রষ্টুমশক্যং, তদৈকদৈবৈ-

---

হে ভারত! আদিত্যসকল, বসুসকল, রুদ্রসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুৎসকল এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপ দেখ ॥ ৬ ॥

সচরাচর জগৎ ও যাহা-কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই—আমার এই ঐশ্বর-রূপস্থ। অতএব, হে গুড়াকেশ! সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণ-স্বরূপের একদেশে দর্শন কর ॥ ৭ ॥

তুমি—আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরুপাধিক-চক্ষুর্দ্বারা আমার কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া থাক। আমার যোগৈশ্বর্য্যময় স্বরূপটি—সাম্বন্ধিক-ভাব-গত, নিরুপাধিক-চক্ষুর্দ্বারা লক্ষিত হয় না; জড়দর্শি স্থূল চক্ষুও আমার ঐশ্বর-স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারে না। যে চক্ষু—সোপাধিক, কিন্তু স্থূল নয়, তাহাকে 'দিব্যচক্ষু' বলা যায়। সেই দিব্যচক্ষু তোমাকে আমি দান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-স্বরূপ দর্শন কর। যুক্তিবাদী লব্ধদিব্যচক্ষু ব্যক্তিগণ আমার নিরুপাধিক কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর-রূপে সহজেই প্রীতি লাভ করেন; যেহেতু তাঁহাদের নিরুপাধিক স্বচক্ষু নিমীলিত থাকে ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

কত্রৈব মদনুগ্রহাদবলোকস্বেত্যর্থঃ। যচ্চ জগদাশ্রয়ভূতং প্রধানমহদাদি-কারণস্বরূপং স্বজয়পরাজয়াদিকং চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি, তদপি পশ্য ॥ ৭ ॥

'মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্' ইত্যর্জ্জুনপ্রার্থিতং সম্পাদয়ন্নিরতং, বিস্মিতং কর্ত্তুং তস্মৈ স্বদেবাকারগ্রাহি দিব্যং চক্ষুর্ভগবান্ দদাবিত্যাহ,—ন তু মামিতি। অনেনৈব মন্মাধুর্য্যৈকান্তেন স্বচক্ষুষা যুগপদ্বিভাতসহস্রসূর্য্যপ্রখ্যং সহস্রশিরস্কং মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে ন শক্নোষি; অতস্তে দিব্যং চক্ষুর্দ্দদামি,—যথাহমাত্মান-মতিপ্রবাহাক্রান্তং বানঘ্নি, তথা ত্বচ্চক্ষুশ্চেতি ভাবঃ; তেন মমৈশ্বরং যোগং রূপং ত্বং পশ্য;—'যুজ্যতে অনেন' ইতি ব্যুৎপত্তের্যোগো রূপং—'পরমং রূপ-মৈশ্বরম্' ইত্যগ্রিমাচ্চ; অত্র দিব্যং চক্ষুরেব দত্তং, ন তু দিব্যং মনোঽপীতি বোধ্যম্; তাদৃশে মনসি দত্তে, তস্য তদ্রূপে রুচিপ্রসঙ্গাদিহ দিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন পার্থসারথিরূপাৎ সহস্রশিরসো বিশ্বরূপস্যাধিক্যমিতি যদ্বদন্তি, তত্ত্বগ্রে নিরস্তম্ ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এই-প্রকার উক্তি করিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর-রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

সেই মূর্ত্তিতে অনেক বক্ত্র-নয়ন, অদ্ভুতদর্শন, অনেক দিব্য-আভরণ ও অনেক দিব্য-অস্ত্র ছিল। দিব্যমালা ও বস্ত্র-শোভিত, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বত্রাবস্থিত অনন্তমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল ॥ ১০-১১ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

এবমুক্ত্বা হরিঃ পার্থায় বিশ্বরূপং দর্শিতবান্। তচ্চ রূপং বীক্ষ্য পার্থো হরিমেবং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং সঞ্জয়ঃ প্রাহ,—এবমিতি ষড়্ভিঃ। ততো দিব্যচক্ষুর্দানানন্তরং হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ ॥ ৯ ॥

অনেকেতি। অনেকানি সহস্রাণি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্য তদ্রূপং—'সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে' ইত্যগ্রিমবাক্যাৎ; ইহানেক-বহু-সহস্র-শব্দা অসংখ্যেয়ার্থ-বাচিনঃ—'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখঃ' ইত্যাদিজ্ঞাপকাৎ, অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যত্র তৎ দিব্যো গন্ধো যত্র তাদৃগনুলেপনং যস্য তৎ, দেবং দ্যোতমানমনন্তমপারং, বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্য তৎ ॥ ১০-১১ ॥

তদ্দীপ্তৈর্নৈরুপম্যমাহ,—দিবীতি। দিবি আকাশে যুগপদুত্থিতস্য সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ কান্তিশ্চেদ্যুগপদুত্থিতা ভবেত্তর্হি সা তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য হরের্ভাস একস্যাঃ কান্তেঃ সদৃশী স্যাত্তদেতি—সম্ভাবনায়াং লট্। অদ্ভুতোপমেয়মুচ্যতে তয়োৎপ্রেক্ষা ব্যঙ্গ্যা সতী সর্ব্বথা তৎকান্তেনৈরুপম্যং ব্যঞ্জয়তি। তাদৃগ্রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়ামাহ,—তত্রেতি। তত্র যুদ্ধভূমৌ দেবদেবস্য কৃষ্ণস্য ব্যঞ্জিতসহস্রশিরস্কে শরীরে শ্রীবিগ্রহে কৃৎস্নং নিখিলং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডং

যদি কখনও সহস্র সূর্য্য এককালে উদিত হয়, তবেই উহা সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের কতক তেজঃসদৃশ হইতে পারে ॥ ১২ ॥

তখন অর্জ্জুন সেই পরমদেবের শরীরে অনন্তজগৎ একত্রস্থিত ও অনেকরূপে বিভক্ত নিরীক্ষণ করিলেন ১৩ ॥

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

তদা পাণ্ডবোঽপশ্যৎ। প্রবিভক্তং পৃথক্পৃথগ্ভূতমেকস্থমিতি প্রাগ্বৎ, অনেকধেতি মৃণ্ময়ং স্বর্ণময়ং রত্নময়ং বা লঘুমধ্যে বৃহদ্ভূতং বেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

এবং কৃষ্ণতত্ত্ববিদর্জ্জুনস্তস্মিন্ সত্ত্বেন জ্ঞাতং সহস্রশীর্ষত্বমধুনা বীক্ষ্যাদ্ভুতং রসমন্বভূদিত্যাহ,—তত ইতি। তং ব্যঞ্জিত-তদ্রূপং কৃষ্ণং বিলোক্যেত্যর্থঃ। ধনঞ্জয়েতি। ধীরোঽপি বিস্ময়েনাবিষ্টো হৃষ্টরোমা পুলকিতো দেবং শিরসা ভূলগ্নেন প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্নভাষত। অত্র ভয়নেত্রসম্বরণাদিকং তস্য নাভূৎ কিন্ত্বদ্ভুতো রসোঽভূদৈদিতি ব্যঞ্জতে। ইহ তাদৃশো হরিরালম্বনো মুহুর্মুহুস্তদ্বীক্ষণমুদ্দীপনং প্রণতিপাণিযোগাবনুভাবৌ, রোমাঞ্চঃ সাত্ত্বিকস্তৈরাক্ষিপ্তা মতির্ধৃতিহর্ষাদয়ঃ সঞ্চারিণঃ,—এতৈরালম্বনাদ্যৈঃ পুষ্টো বিস্ময়স্থায়িভাবোঽদ্ভুতরসঃ ॥ ১৪ ॥

কিমভাষত তদাহ,—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। তথা ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাদীনাং সঙ্ঘান্ পশ্যামি ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখং, কমলাসনে চতুর্ম্মুখে স্থিতং তদন্তর্যামিণমীশং গর্ভোদকশয়মুরগান্ বাসুক্যাদীন্ সর্পান্ ॥ ১৫ ॥

তখন বিস্মিত ও হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয় প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন,—হে দেব! তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূতসঙ্ঘ, চতুর্ম্মুখ, কমলাসনস্থ-ব্রহ্মান্তর্যামী (গর্ভোদশায়ী) ঈশ, সমস্ত ঋষিগণ ও উরগগণকে দেখিতেছি ॥ ১৪-১৫ ॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

যত্র দেহে দেবাদীন্ দৃষ্টবাংস্তং বিশিনষ্টি,—অনেকেতি। হে বিশ্বরূপ! প্রথম-পুরুষ! ১৬ ॥

বিধান্তরেণ তমেব বিশিনষ্টি,—কিরীটিনমিতি। দুর্নিরীক্ষ্যমপি ত্বামহং পশ্যামি,—তৎপ্রসাদাদ্দিব্যচক্ষুর্লাভাৎ; দুর্নিরীক্ষ্যতায়াং হেতুঃ,—সমন্তাদ্দীপ্তানলেতি; অপ্রমেয়মিদমিত্থমিতি প্রমাতুমশক্যম্ ॥ ১৭ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তোমার শরীরে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র, নেত্র ও সর্ব্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি; তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাই না॥

তোমার মূর্ত্তি—দুর্নিরীক্ষ্য, সম্যক্ প্রদীপ্ত, অনলার্কদ্যুতিস্বরূপ ও অপ্রমেয়; তাহাতে নানাবিধ কিরীট, গদা, চক্র ও তেজোরাশি সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান্ হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

তুমি—পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর-তত্ত্ব, তুমি—এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি—অব্যয়, তুমি—সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক ও সনাতন পুরুষ ॥ ১৮ ॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

অচিন্ত্যমহৈশ্বর্য্যবীক্ষণাত্ত্বমহমেবং নিশ্চিনোমীত্যাহ,—ত্বমিতি। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে," "যত্তদদৃশ্যম্" ইত্যাদি-বেদান্তবাক্যৈর্বেদিতব্যং যৎ পরমং সশ্রীকমক্ষরং তত্ত্বমেব নিধানমাশ্রয়োঽব্যয়ত্বমবিনাশী, শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা বেদোক্তধর্ম্মপালকত্বং—"স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণোক্তঃ সনাতনঃ পুরাণঃ পুরুষস্ত্বমেব ॥ ১৮ ॥

অনাদীতি আদিমধ্যাবসানশূন্যমনন্তানি বীর্য্যাণি তদুপলক্ষিতানি সমগ্রাণ্যৈশ্বর্য্যাণি যস্য তমনন্তবাহুং সহস্রভুজং শশিসূর্য্যোপমানি নেত্রাণি যস্য তং,—দেবাদিষু প্রণতেষু প্রসন্ননেত্রং তদ্বিপরীতেষু অসুরাদিষু ক্রূরনেত্রমিত্যর্থঃ; দীপ্তহুতাশোপমানি সংহারানুগুণানি বক্ত্রাণি

তুমি—আদি মধ্য ও অন্ত-হীন, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহু, চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রবান্ ও দীপ্তহুতাশবক্ত্র; তুমি স্বীয় তেজোদ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছ ॥ ১৯ ॥

তুমি এক হইয়াও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; হে মহাত্মন্! তোমার এই উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিতেছি, ইহার দর্শনে লোকত্রয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ২০ ॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

যস্য তম্। অর্জ্জুনস্য বাক্যে ক্বচিৎ পুনরুক্তিস্তস্য বিস্ময়াবিষ্টত্বান্ন দোষায়; যদুক্তং,—"প্রমাদে বিস্ময়ে হর্ষে দ্বিস্ত্বিরুক্তং ন দুষ্যতি" ইতি ॥ ১৯ ॥

অথ তস্যৈব রূপস্য প্রকৃতোপযোগিত্বেন কালরূপতাং দর্শিতবানিত্যাহ,—দ্যাবেতি দশভিঃ। দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরমন্তরীক্ষং তথা সর্ব্বা দিশশ্চৈকেন ত্বয়া ব্যাপ্তম্; তবেদমপরিমিতমদ্ভুতমুগ্রঞ্চ রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং ভীতং সংচলঞ্চ ভবতি। হে মহাত্মন্ সর্ব্বাশ্রয়! অত্রেদমবগম্যতে,—তদা যুদ্ধদর্শনায় যে ত্রৈলোক্যস্থা মিত্রোদাসীনা দেবাসুরা গন্ধর্ব্বকিন্নরাদয়ঃ সমাগতাস্তৈরপি ভক্তিমদ্ভির্ভগবদ্দত্তদিব্যনেত্রৈস্তদ্রূপং দৃষ্টং, ন ত্বেকেনৈবার্জ্জুনেন স্বপতেব স্বাপ্নিকরথাদীনি;—নিজৈশ্বর্য্যস্য বহুসাক্ষিকতার্থমেতৎ ॥ ২০ ॥

ঐ দেবতা-সকল তোমার শরণাপত্তিতে প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ ভীতিপ্রযুক্ত অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমার স্তব করিতেছে, মহর্ষি-সকল স্বস্তিবাদ করিতেছেন এবং পুষ্কল-স্তুতি-দ্বারা আপনাকে স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সুর ও সিদ্ধগণ, সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥ ২২ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥
নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

অমী সুরসঙ্ঘাস্ত্বাং শরণং বিশন্তি; তেষু কেচিদ্ভীতা দূরতঃ স্থিত্বা প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তো গৃণন্তি 'পাহি পাহি প্রভোঽস্মান্' ইতি প্রার্থয়ন্তে; মহতীং ভীতিমালক্ষ্য মহর্ষিসঙ্ঘাঃ সিদ্ধসঙ্ঘাশ্চ 'বিশ্বস্য স্বস্ত্যস্তু' ইত্যুক্ত্বা স্তুবন্তি ॥ ২১ ॥

রুদ্রেতি স্ফুটম্। উষ্মপাঃ পিতরঃ,—"উষ্মাণং পিবন্তি" ইতি নিরুক্তেঃ, "উষ্মভাগা হি পিতর" ইতি শ্রুতেশ্চ ॥ ২২ ॥

'লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্' ইত্যুক্তমুপসংহরতি,—রূপং মহদিতি। বহুভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং রৌদ্রম্; স্ফুটমন্যৎ; তথাহমিত্যস্যোত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ২৩ ॥

তথৈতদ্রূপোপসংহারফলকং দৈন্যং প্রকাশয়ন্নাহ,—নভঃস্পৃশমিতি দ্বাভ্যাম্। অহঞ্চ ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা ভীতোদ্বিগ্নমনাঃ সন্ ধৃতি-

হে মহাবাহো! তোমার বহু বক্ত্র, বহু নেত্র, বহু বাহু ও উরুপাদ, বহু উদর, বহু দংষ্ট্রাবিশিষ্ট করাল রূপ দেখিয়া লোকসকল ও আমি ব্যথিত হইতেছি ॥ ২৩ ॥

হে বিশ্বব্যাপিন্! তোমার নভঃস্পর্শী দীপ্ত অনেক বর্ণ, ব্যাত্তানন ও দীপ্ত বিশালনেত্র দৃষ্টি করিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া ধৈর্য্য ও শমকে অবলম্বন করিতে অক্ষম হইতেছি ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যতে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥

মুপশমং চ ন বিন্দামি ন লভে; হে বিষ্ণো! কীদৃশম্?—নভঃস্পৃশমন্তরীক্ষব্যাপিনং ব্যাত্তাননং বিস্তৃতাস্যম্; ব্যক্তার্থমন্যৎ। অত্র কালরূপত্বদর্শনহেতুকো ভয়ানকরসঃ স্বয়োক্তঃ ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রেতি। কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসন্নিভানি তত্তুল্যানি; শর্ম্ম সুখম্ ॥২৫॥

তোমার কালানলের ন্যায় করালদংষ্ট্রাযুক্ত মুখসকল দেখিয়া আমি দিগ্বিভ্রমে পড়িয়াছি; কিসে সুবিধা হয়, তাহা স্থির করিতে পারি না। হে দেব! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ ॥

ঐসকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়া, তথা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধপ্রধানগণকে লইয়া তোমার করাল-দন্তবিশিষ্ট ভয়ানক মুখসকলের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতেছে; কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া দন্তমধ্যে বিলগ্নরূপে লক্ষিত হইতেছে ॥ ২৬-২৭ ॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

'যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি' ইত্যনেনাস্মিন্ যুদ্ধে ভবিষ্যজ্জয়পরাজয়াদিকঞ্চ মন্দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং, তদধুনা পশ্যন্নাহ,—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে অবনিপালসঙ্ঘৈঃ শল্যজয়দ্রথাদিভূপবৃন্দৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ সন্তস্তে বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অজেয়ত্বেন খ্যাতা যে ভীষ্মাদয়স্তেঽপি; অসাবিতি সর্ব্বদৈব মদ্বিদ্বেষীত্যর্থঃ; সূতপুত্রঃ কর্ণঃ; ন কেবলং ত এব কিন্ত্বস্মদীয়া যে যোধমুখ্যা ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহেতি—তেঽপি প্রবিশন্তীতি সহোক্তিরলঙ্কারঃ। কেচিদিতি তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈর্মস্তকৈঃ সহিতা দশনান্তরেষু দন্তসন্ধিষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে ময়া ॥ ২৬-২৭ ॥

যেমত নদীগণের জলবেগসমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ নরবীরসকল তোমার মুখ-সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রজ্বলিত হইতেছে ॥ ২৮ ॥

যেরূপ পতঙ্গসকল সমৃদ্ধবেগ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ তোমার মুখসকলের মধ্যে লোকসকল বিনাশ লাভ করিবার জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

প্রবেশে দৃষ্টান্তাবাহ,—যথেতি দ্বাভ্যাম্। তত্র প্রথমোঽধীপূর্ব্বকে প্রবেশে, দ্বিতীয়স্তু ধীপূর্ব্বকে বোধ্যঃ ॥ ২৮ ॥

জ্বলনং বহ্নিম্ ॥ ২৯ ॥

যোদ্ধৃণাং তন্মুখপ্রবেশে প্রকারমুক্ত্বা তস্য তদ্ভাসাং চ তত্র প্রবৃত্তি-প্রকারমাহ,—লেলিহ্যস ইতি। বেগেন প্রবিশতঃ সমগ্রান্ লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ জ্বলদ্ভির্বদনৈর্গ্রসমানো গিলন্ সমন্তাদ্রোষাবেশেন লেলিহ্যসে তদ্রুধিরোক্ষিতমোষ্ঠাদিকং মুহুর্মুহুর্লেক্ষি। তবোগ্রা ভাসো দীপ্তয়োঽসহ্যৈস্তজোভিঃ সমগ্রং জগদাপূর্য্য প্রতপন্তি। হে বিষ্ণো! বিশ্বব্যাপিন্! —ত্বত্তঃ পলায়নং দুর্ঘটমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হে বিষ্ণো! তুমি প্রজ্বলিত মুখসকল দ্বারা এই সমস্ত-লোককে সম্যক্ গ্রাস করিতেছ; সমস্ত জগৎকে তোমার তেজো-দ্বারা আপূরিত করিয়া উগ্র প্রতাপের সহিত প্রকাশমান হইয়াছ ॥ ৩০ ॥

উগ্ররূপ তুমি কে, তাহা আমাকে বল; হে দেব! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও; আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই; আমি তোমাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

এবং বিশ্বরূপং ব্যঞ্জিতকালশক্তিং ভগবন্তমুপবর্ণ্য তত্ত্ববিদপ্যর্জ্জুনঃ স্বজ্ঞানদার্ঢ্যায় পৃচ্ছতি,—আখ্যাহীতি। 'দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্' ইতি সহস্র-শীর্ষাদিলক্ষণমৈশ্বরং রূপং দর্শয়িতুমর্থিতেন ভগবতা তদ্রূপং প্রদর্শ্য তস্য পুনরতিঘোরা সংহর্ত্তৃতা প্রদর্শ্যতে। তত্রোগ্ররূপো ভবান্ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়। হে দেববর! তে নমোঽস্তু, প্রসীদ ত্যজোগ্ররূপতাম্। আদ্যং ভবন্তমহং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি; তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাঞ্চ ন হি প্রজানামি;—কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি তৎপ্রয়োজনং চাখ্যাহীতি ॥ ৩১ ॥

এবমর্থিতো ভগবানুবাচ,—কালোঽস্মীতি। প্রবৃদ্ধো ব্যাপী; "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥" ইতি শ্রুত্যা যঃ কীর্ত্ত্যতে স কালোঽহমিত্যর্থঃ। ইহ সময়ে লোকান্ দুর্য্যোধনাদীন্ সমাহর্ত্তুং গ্রসিতুং প্রবৃত্তং মাং মৎপ্রবৃত্তিফলঞ্চ জানীহি,—ত্বামপি যুধিষ্ঠিরাদীংশ্চ ঋতে সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি ন জীবিষ্যন্তি; যদ্বা, নন্বু রণান্নিবৃত্তে ময়ি তেষাং কথং ক্ষয়ঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ,—ঋতেঽপীতি। ত্বাং যোদ্ধারমৃতে ত্বদ্‌যুদ্ধব্যাপারং বিনাপি সর্ব্বে ন ভবিষ্যন্তি,—মরিষ্যন্ত্যেব কালাত্মনা ময়া তেষাং আয়ুর্হরণাৎ। কে তে সর্ব্বে ইত্যাহ,—

ভগবান্ কহিলেন,—আমি এই লোকসকলকে ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় প্রবৃদ্ধ-কালরূপে অবতীর্ণ; আমি (পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত) উভয়-পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকেই বিনাশ করিব ॥ ৩২ ॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

প্রত্যনীকেষু পরস্পরয়োর্যে ভীষ্মাদয়োঽবস্থিতাঃ; যুদ্ধান্নিবৃত্তস্য তব তু স্বধর্ম্মচ্যুতিরেব ভবেদিতি ॥ ৩২ ॥

যস্মাদেবং, তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ স্বধর্ম্মায় যুদ্ধায় যশো লভস্ব—সুরদুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন হেলয়ৈব নির্জ্জিতা ইতি দুর্ল্লভাং কীর্ত্তিং প্রাপ্নুহি। পূর্ব্বং দ্রৌপদ্যামপরাধসময় এব ময়ৈতে নিহতাস্তদ্বযশসে যন্ত্রপ্রতিমাবৎ প্রবর্ত্তস্তে, তস্মাৎ ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্!—সব্যেনাপি হস্তেন বাণান্ সন্ধিতুং সন্ধাতুং শীলমস্যেতি যুদ্ধনির্ব্বন্ধে প্রাপ্তে হস্তাভ্যামিষুবর্ষিন্নিত্যর্থঃ ॥৩৩॥ 'যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ' ইতি স্ববিজয়ে সংশয়ং মাকার্ষীরিত্যাশয়েনাহ,—দ্রোণঞ্চেতি। ময়া হতান্ হতায়ুষো দ্রোণাদীংস্ত্বং জহি মারয়; মা ব্যথিষ্ঠাঃ কথমেতান্ দিব্যাস্ত্রসম্পন্নানেকঃ শক্নোম্যহং বিজেতুমিতি ভয়ং মা গাঃ,—মৃতানাং মারণে কঃ শ্রম ইত্যর্থঃ। ভয়ং হিত্বা যুধ্যস্ব রণে সপত্নান্ রিপূন্ জিতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ ॥

এই নাশকার্য্যে যখন তোমার অপেক্ষা নাই, তখন তোমার যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয়জনিত যশোলাভ ও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করা উচিত। আমি সকলকেই বিনাশ করিয়াছি; হে সব্যসাচিন্! তুমি নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীরসকলকে আমি নষ্ট করিয়াছি; তুমি ক্লেশ ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর এবং তোমার প্রতিপক্ষগণকে জয় কর ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—
এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥
অর্জ্জুন উবাচ,—
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

ততো যদভূত্তৎ সঞ্জয় উবাচ,—এতদিতি। কেশবস্যৈতৎ পদ্যত্রয়াত্মকং বচনং শ্রুত্বা কিরীটী পার্থঃ বেপমানোঽত্যদ্ভুতাত্যুগ্ররূপদর্শনজেন সংভ্রমেণ সকম্পঃ। নমস্কৃত্বেত্যার্ষং,—কৃষ্ণং নমস্কৃত্য, পুনঃ প্রণম্য, ভীতভীতোঽতিভয়াকুলঃ সন্ ভূয়ঃ পুনরপ্যাহ সগদ্গদং গদ্গদেন কণ্ঠকম্পেন সহিতং যথা স্যাত্তথা ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন্! ভগবানের এইসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন অতি ভীত হইয়া কম্পিত-শরীরে পুনঃপুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতিপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক গদ্গদ-বাক্যে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে হৃষীকেশ! তোমার যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে, রক্ষঃসকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধসকল তোমাকে নমস্কার করে;—ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্তকার্য্য ॥ ৩৬ ॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

পরেশস্য সখ্যুঃ কৃষ্ণস্যাতিরম্যত্বমত্যুগ্রত্বঞ্চ তত্র রঙ্গবদ্যুগপদেব বীক্ষ্য তদুভয়ং স্বসম্মুখ-স্ববিমুখবিষয়মিতি বিদ্বানর্জ্জুনস্তদনুরূপং স্তৌতি,—স্থান ইত্যেকাদশভিঃ। যুক্তমিত্যর্থকং স্থান ইত্যেদন্তমব্যয়ম্ হে হৃষীকেশেতি ;—সম্মুখবিমুখেন্দ্রিয়াণাং সাম্মুখ্যে বৈমুখ্যে চ প্রবর্ত্তকেত্যর্থঃ। যুদ্ধদর্শনায়াগতা দেবগন্ধর্ব্বসিদ্ধবিদ্যাধরপ্রমুখং ত্বৎসম্মুখং জগত্তব দুষ্টসংহর্ত্তৃত্বরূপয়া প্রকীর্ত্ত্যা প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চেতি যুক্তমেতৎ। দুষ্টস্বভাবানি ত্বদ্বিমুখানি রক্ষাংসি রাক্ষসাসুরদানবাদীনি দেবাদ্যুদ্গীতয়া তৎপ্রকীর্ত্ত্যা ভীতানি ভূত্বা দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্ত ইতি চ যুক্তম্—তব প্রাণিভাবানুসারি-রূপপ্রকাশিত্বাদিতি ভাবঃ। তদিত্থং শিষ্টাশিষ্টানুগ্রহনিগ্রহকারিতাং তব বীক্ষ্য ত্বদ্ভক্তাঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সর্ব্বে সনকাদয়ো নমস্যন্তি 'জয় জয় ভগবান্' ইত্যুদীরয়ন্তঃ প্রণমন্তীতি চ যুক্তং, তব ভক্তমনোহারিত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

অথ ভগবতঃ সর্ব্বনমস্যত্বমভিদধৎ সর্ব্বব্যাপিত্বাৎ সর্ব্বাত্মকতাং প্রতিপাদয়তি,—কস্মাচ্চেতি চতুর্ভিঃ। হে মহাত্মন্নুদারমতে! হে অনন্ত সর্ব্বব্যাপিন্! হে দেবেশ সর্ব্বদেবনিয়ন্তঃ! হে জগন্নিবাস সর্ব্বাশ্রয়! তে সিদ্ধসঙ্ঘাস্তে তুভ্যং কস্মাদ্ধেতোর্ন নমেরন্—আত্মনেপদং ছান্দসম্; অপি তু প্রণমেয়ুরেব তে। কীদৃশায়েত্যাহ,—ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় যস্মাদাদিকর্ত্রে তত্ত্বস্রষ্টিকরায়েতি নমস্তত্ত্বেঽনেকে হেতবঃ সন্তীতি সমুচ্চয়া-

হে মহাত্মন্! তুমিই ব্রহ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আদি-কর্ত্তা, তাহারা তোমাকে কেন নমস্কার করিবে না? হে অনন্তদেব! হে জগন্নিবাস! তুমিই অক্ষররূপ জীবতত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ-রূপ প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে উৎকৃষ্ট ॥ ৩৭ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

ঙ্কারঃ; কিঞ্চ, যদক্ষরং প্রকৃতিসংসর্গি-জীবাত্মবস্তু যচ্চ সদসৎ-কার্য্যকারণাবস্থং স্থূলসূক্ষ্মভূতং প্রকৃতিতত্ত্বং, তৎপরং যদিতি। তস্মাৎ প্রকৃতিসংসৃষ্টাজ্জীবাত্মতত্ত্বাৎ প্রকৃতিতত্ত্বাচ্চোক্তরূপাৎ পরমুৎকৃষ্টং ভিন্নং চ যন্মুক্তজীবাত্মতত্ত্বং, তচ্চ ত্বমেব সর্ব্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ত্বমিতি। পরং নিধানং পরমাশ্রয়ো—'নিধীয়তেঽস্মিন' ইতি নিরুক্তেঃ। জগতি যো বেত্তা, যচ্চ বেদ্যং, তদুভয়ং ত্বমেব। কুত এবমিতি চেত্তত্রাহ,—যত্ত্বয়া বিশ্বমিদং ততং তদ্ব্যাপিত্বাদিত্যর্থঃ; যচ্চ পরং ধাম পরমব্যোমাখ্যং প্রাপ্যস্থানং তদপি ত্বমেব পরাখ্যত্বচ্ছক্তিবৈভবত্বাত্তস্য ধাম্নঃ ॥ ৩৮ ॥

অতঃ সর্ব্বশব্দবাচ্যস্ত্বমিত্যাহ,—বায়ুরিতি। সর্ব্বদেবোপলক্ষণং বায্বাদি-সর্ব্বদেবরূপস্ত্বং প্রজাপতিশ্চতুরাস্যঃ পিতামহস্ত্বং তৎপিতৃত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বং ভবসি কঙ্কণাদিষু কনকস্যেব চিদচিচ্ছক্তিমতস্তব কারণস্য বায্বাদিষু

তুমিই আদিদেব সনাতন পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, তুমিই বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত পরব্যোমাখ্য ধাম; হে অনন্তরূপ! তোমা-দ্বারাই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তুমিই বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মা; অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

ব্যাপ্তেস্তত্তৎ সর্ব্বরূপত্বমতঃ সর্ব্বনমস্যোঽসীতি ময়া ত্বং নমস্যসে ইত্যাহ,—নমো নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

ভক্ত্যতিশয়েন নমস্কারেষ্বলং ভাবমবিদন্ বহুকৃত্বঃ প্রণমতি,—নমঃ পুরস্তাদিতি। হে সর্ব্ব! পুরস্তাৎ পৃষ্ঠতঃ সর্ব্বতশ্চ স্থিতায় তে নমো নমোঽস্তু। অনন্তেতি কর্ম্মধারয়ঃ; বীর্য্যং দেহবলং বিক্রমস্তু ধীবলং শস্ত্রপ্রয়োগাদি-প্রাবীণ্যরূপম্,—একং বীর্য্যাধিকং মন্যতৈকং শিক্ষয়াধিকমিতি ভীমদুর্য্যোধনাবুদ্দিশ্যোক্তেঃ। সর্ব্বরূপত্বে হেতুমাহ,—সর্ব্বং সমাপ্নোষীতি। এবমেবোক্তং শ্রীবৈষ্ণবে,—"যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্" ইতি ॥ ৪০ ॥

তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্ব্বদিকে তোমাকেই নমস্কার করি; হে অনন্তবীর্য্য! তুমিই অপরিমেয়-শক্তিসম্পন্ন, তুমিই সমস্ত-জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব্ব ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! তোমাকে যে এইরূপ সামাজিক অভিমান-সহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমার বিশ্বরূপ-সম্বন্ধি মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয়, অতএব কখনও কখনও প্রমাদ-পূর্ব্বকই সেইসকল উক্তি করিয়াছি; বিহার, শয়ন ও ভোজন-সময়ে

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

এবমর্জ্জুনঃ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং স্বসখং কৃষ্ণং বিলোক্য সংস্তুত্য প্রণম্য চ স্বসখ্যস্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানসম্মিশ্রত্বাত্তদনুরূপমনুনয়তি,—সখেতি দ্বাভ্যাম্। কৃষ্ণো ভগবান্মে সখা মিত্রমিতি মত্বা নিশ্চিত্য তবেদং সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণং মহিমানমজানতানুভবতা ময়া প্রমাদাদনবধানতঃ প্রণয়েন সখ্য প্রেম্ণা বা যত্ত্বাং প্রতি প্রসভং হঠাদুক্তং, তদিদানীং ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি। কিং তদিতি চেৎ তত্রাহ,—হে কৃষ্ণেত্যাদি। সখেতীত্যত্র সন্ধিশ্ছান্দসঃ। এতানি ত্রীণি সম্বোধনান্যনাদরগর্ভাণি;—হে কৃষ্ণেত্যত্র শ্রীপূর্ব্বকত্বাভাবাৎ, হে যাদবেত্যত্র রাজ্যবংশত্বাভাবাবেদনাৎ, হে সখেত্যত্র সবয়স্থমাত্রস্থচনাৎ। কিঞ্চ, যচ্চ বিহারাদিষ্ববহাসার্থং পরিহাসায়াসৎকৃতোঽসি সত্যবাক্ সরলো নিষ্কপটস্ত্বমিত্যেবং ব্যঞ্জকশব্দৈরবজ্ঞাতোঽসি। একঃ সখীন্

তোমাকে পরিহাস-পূর্ব্বক অসৎকার করিয়াছি, তাহা কখনও কোন বন্ধুজনের সমক্ষে, কখনও বা একাকী স্থিতিসময়ে কৃত হইয়াছে,—সেই সহস্র সহস্র অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ॥ ৪১-৪২ ॥

তুমিই এই-জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু, তোমার সমান কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা কাহারও অধিক হওয়া দূরে থাকুক, এই লোকত্রয়ে তুমিই অপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

বিনা বিজনে স্থিতস্তৎসমক্ষং বা তেষাং পরিহসতাং সখীনাং পুরতো বা স্থিত ইত্যর্থঃ। তৎসর্ব্ববচনরূপমসৎকাররূপং বাপরাধজাতং ক্ষাময়ে—ক্ষমস্ব প্রভো ভগবন্নিত্যনুনয়ামি। হে অচ্যুতেতি সত্যপ্যপরাধেঽবিচ্যুত-সখেত্যর্থঃ। অপ্রমেয়মতর্ক্যপ্রভাবম্ ॥ ৪১-৪২ ॥

অপ্রমেয়তামাহ,—পিতাসীতি। অস্য লোকস্য পিতা পূজ্যো গুরুঃ শাস্ত্রোপদেষ্টা চ ত্বমসি; অতঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈর্গরীয়ান্ গুরুতরস্ত্বম্ হে অপ্রতিম-প্রভাব! অতোঽস্মিন্ লোকত্রয়ে নিখিলেঽপি জগতি ত্বৎসম

তুমিই বস্তুতঃ জীবের ঈশ ও সেব্য, দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আমি প্রণতি-পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতেছি; জীব ও তুমি—নিত্য-অবস্থায় বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর-রসগত সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ, সেই-সেই সম্বন্ধ-ব্যাপারে নিত্যদাসরূপ জীবসকল তোমার প্রতি যে সমস্ত ব্যবহার করে, তাহা তুমি কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাক ॥ ৪৪ ॥

তোমার বিশ্বরূপ পূর্ব্বে দেখি নাই, এখন তাহা দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের মনো-নয়নের আনন্দোৎপত্তি হয় না, তজ্জন্যই তাহা দর্শন করিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইয়াছে। হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাও ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

এব নাস্তি, দ্বিতীয়স্য পরেশস্যাভাবাদেব ত্বদধিকোঽন্যঃ কুতঃ স্যাৎ? শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ইতি ॥ ৪৩ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদিতি। কায়ং ভূমৌ প্রণিধায়, প্রণম্যেতি সাষ্টাঙ্গং প্রণতিং কৃত্বা, হে দেব! মমাপরাধং সোঢ়ুমর্হসি। কঃ কস্যেবেত্যাহ,—পিতেবেতি। সখেব সখ্যুরিতি তু তদা মহৈশ্বর্য্যং বীক্ষ্য স্বস্মিন্ দাসত্ব-মননাৎ; প্রিয়ায়ার্হসীতি বিসর্গ-লোপঃ সন্ধিশ্চার্ষঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ কিং বক্ষি কিং চেচ্ছসীতি চেত্তত্রাহ,—অদৃষ্টেতি। ত্বয়ি কৃষ্ণে সত্ত্বেন জ্ঞাতমপীদমৈশ্বরং রূপং দৃষ্ট্বাহং হর্ষিতোঽস্মি মৎসখস্যেদমসাধারণং রূপমিতি মুদিতোঽস্মি মনশ্চ মম তদ্ঘোরত্বদর্শনজেন ভয়েন প্রব্যথিতং ভবতি। অত ইদং প্রার্থয়ে,—তদেবেত্যাদি সর্ব্বদেবনিয়ন্তা তৎসর্ব্বাধারঃ পরেশস্ত্বমসীতি ময়া প্রত্যক্ষীকৃতমতঃপরং তদন্তর্ভাব্য তদেব মদভীষ্টং কৃষ্ণ-রূপং দর্শয় প্রাদুর্ভাবয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

আমি এখন তোমার চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি। সেই মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট ও হস্তে গদা-চক্রাদি আয়ুধ আছে; সেই মূর্ত্তি হইতেই এই সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি বিশ্বস্থিতিকালে উদয় করিয়া থাক; হে কৃষ্ণ! আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভুজ সচ্চিদানন্দময় রূপই সর্ব্বোপরি-তত্ত্ব, সর্ব্বজীবাকর্ষক ও সনাতন, সেই দ্বিভুজমূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য-বিলাসরূপ তোমার চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি নিত্য-বিরাজমানা, এবং যখন জগৎসৃষ্টি হয়, তখন সেই চতুর্ভুজরূপ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট্‌মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়,—এই পরম-জ্ঞানের দ্বারাই আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইল ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—
ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

তৎ কীদৃগিত্যাহ,—কিরীটিনমিতি। হে সম্প্রতি সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং রূপমন্তর্ভাব্য দিব্যাভিনেতৃ-নটবত্তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ বিশিষ্টঃ সন্ প্রাদুর্ভব ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে জড়জগদন্তর্গত আত্মযোগ-দ্বারা শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইলাম; তুমি ব্যতীত পূর্ব্বে আর কেহ সেই অনন্ত আদি-তেজোময় রূপ দেখে নাই ॥ ৪৭ ॥

হে কুরুপ্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র-তপস্যা-দ্বারা কেহই আমার আত্মযোগ-জনিত বিশ্বরূপ ইহ-লোকে দর্শন করে নাই, তুমিই কেবল দর্শন করিলে। যে-সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহারাই দিব্যচক্ষু ও দিব্য-মনোদ্বারা এই রূপকে দর্শন ও স্মরণ করে; জড়মধ্যে যাহারা মূঢ়প্রতীতিতে আবদ্ধ, তাহারা উহা দেখিতে পায় না, কিন্তু আমার ভক্তসকল মূঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করত আমার নিত্য-চিত্তত্বে অবস্থিত; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাঁহারা তাহাতে সুখী না হইয়া আমার চিন্ময় নিত্যরূপ-দর্শনের লালসা করেন ॥ ৪৮ ॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

এবং প্রার্থিতো ভগবানুবাচ,—ময়েতি। হে অর্জ্জুন! 'দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম্' ইত্যাদি ত্বৎপ্রার্থিতং প্রসন্নেন ময়েদং তেজোময়ং পরমৈশ্বরং রূপং বৈদূর্য্যবদভিনেতৃ-নটবচ্চ ত্বদভীষ্টে কৃষ্ণে ময়ি স্থিতমেব তব দর্শিতম্; আত্মযোগান্নিজাচিন্ত্যশক্ত্যা মে মম যদ্রূপং ত্বদন্যেন জনেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টম্। তৎপ্রসঙ্গাদিদানীং ত্বন্যৈরপি দেবাদিভির্দৃষ্টং ভক্তিদৃশ্যং মম তৎস্বরূপং ভক্তং ত্বাং প্রতি প্রদর্শয়তা ময়া ত্বদ্দৃষ্টস্য বহুসাক্ষিকত্বায় দেবাদিভ্যোঽপি ভক্তিমদ্ভ্যঃ প্রদর্শিতম্; যত্তু গজসাহ্বয়ে দুর্য্যোধনাদিভিরপি বিশ্বরূপং দৃষ্টং, তন্নেদৃগ্বিধমিতি ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বমিত্যুক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

অথ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণস্যৈশ্বররূপস্য পুমর্থতামাহ,—ন বেদেতি। বেদানামধ্যয়নৈরক্ষরগ্রহণৈঃ, যজ্ঞানামধ্যয়নৈর্মীমাংসা-কল্পসূত্রাদিদ্বারা তদর্থবিমর্শ-

এই ঘোর রূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ়-ভাব না হউক। আমার ভক্তসকল—শান্তিপ্রিয় ও আমার সচ্চিদানন্দ-রূপের পক্ষপাতী; তাঁহারা আমার এই উগ্র রূপ দর্শন করিয়া চিত্তে ব্যথা প্রাপ্ত হন। কিন্তু মূঢ়বুদ্ধি লোকেরাই এই বিশ্বরূপ-চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে। অতএব আমার বিশ্বরূপ-সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না হউক,—আমি এরূপ আশীর্ব্বাদ করি। বিশ্বরূপের সহিত আমার মাধুর্য্য-ভক্ত-সকলের কোনরূপ সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি—আমার লীলা-পোষক সখা, তোমাকে আমার সকল-লীলার উপকরণ হইতে হইবে; তোমার সেরূপ ব্যথা থাকা উচিত নয়। অতএব ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনা হইয়া আমার নিত্যস্বরূপ দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় উবাচ,—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

রূপৈঃ, দানৈঃ সংভোগ্যানাং সৎপাত্রেভ্যোঽর্পণৈঃ, ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্মভিঃ, তপোভিঃ কৃচ্ছ্রাদিভিরুগ্রৈর্দেহশোষকত্বেন দুষ্করৈঃ। এভিঃ কেবলৈর্ব্বেদাধ্যয়নাদিভির্ভক্তিযুক্তাত্ত্বতোঽন্যেন ভক্তিরিক্তেন কেনাপি পুংসা এবংরূপোঽহং দ্রষ্টুং ন শক্যো,—ভক্তিং বিনা ভূতানি বেদাধ্যয়নাদীনি মদ্দর্শনসাধনানি ন ভবন্তীতি; যদুক্তং—"ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥" ইতি ত্বয়া তু ভক্তিমতা দৃষ্ট এবাহমন্যৈশ্চ ভক্তিমদ্ভির্দেবাদিভিঃ। শক্যোঽহমিতি বক্তব্যে বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ। নকারাভ্যাসো নিষেধদার্ঢ্যার্থঃ। নৃলোক ইত্যুক্তে-স্তল্লোকে তদ্ভক্তা দেবা বহবস্তদ্দ্রষ্টুং শক্নুবন্তীত্যুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥

যচ্চ তস্মিন্নেব মদ্রূপে সংহর্ত্তৃত্বং ময়া প্রদর্শিতং তৎ খলু দ্রৌপদী-প্রধর্ষণং বীক্ষ্যাপি তূষ্ণীং স্থিতা ভীষ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তৎপ্রধর্ষণকুপিতেন ময়ৈব নিহন্তব্যা, ন তু তন্নিহননভারস্তবেতি বোধয়িতুমতস্তেন ত্বং ব্যথিতো মাভূরিত্যাহ,—মা তে ব্যথেতি। তদেব চতুর্ভুজং প্রার্থিতরূপম্ ॥ ৪৯ ॥

ততো যদভূত্তৎ সঞ্জয় উবাচ,—ইত্যর্জ্জুনমিতি। বাসুদেবোঽর্জ্জুনং প্রতি পূর্ব্বোক্তমুক্ত্বা যথা সঙ্কল্পেনৈব সহস্রশিরস্কং রূপং দর্শিতবান্, তথৈব স্বকং নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং দেবকীপুত্রলক্ষণং চতুর্ভুজং

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এরূপ বলিয়া স্বীয় চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া অবশেষে নিজ-দ্বিভুজ-সৌম্য-মূর্ত্তি প্রকাশ করত ভীতমনা অর্জ্জুনকে সাহস প্রদান করিলেন ॥ ৫০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

রূপং দর্শয়ামাস; এবং সৌম্যবপুঃ সুন্দরবিগ্রহো ভূত্বা ভীতমেনমর্জ্জুনং পুনরাশ্বাসয়ামাস। মহাত্মা উদারমনাঃ ॥ ৫০ ॥

ততো নির্ব্যথঃ প্রসন্নমনাঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ,—দৃষ্ট্বেদমিতি। হে জনার্দ্দন, তবেদং সৌম্যং মনোজ্ঞং চতুর্ভুজং রূপং দৃষ্ট্বাহমিদানীং সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ প্রকৃতিং ব্যথাদ্যভাবেন স্বাস্থ্যঞ্চ গতঃ সংবৃত্তো জাতোঽস্মি। কীদৃশং রূপমিত্যাহ,—মানুষমিতি। চৈতন্যানন্দবিগ্রহঃ কৃষ্ণো বক্ষ্যমাণ-শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ; স হি যদুষু; পাণ্ডবেষু চ দ্বিভুজঃ কদাচিচ্চতুর্ভুজশ্চ ক্রীড়তি, তদুভয়রূপস্যাস্য মানুষবৎ সংস্থানাচ্চেষ্টিতাচ্চ;—মানুষভাবেনৈব ব্যপদেশ ইতি প্রাগভাষি ॥ ৫১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময়ী দ্বিভুজমূর্ত্তি দর্শন করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া আমার চিত্ত স্থির এবং আমার ভক্তপ্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল ॥ ৫১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি এখন আমার যে স্ব-রূপ দেখিতেছ, তাহা—সুদুর্দ্দর্শনীয়; ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণও এই নিত্য-রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। যদি বল যে, এই মানুষ-রূপ সকলেই ত' দর্শন করিতেছে, ইহা কিরূপে দুর্দ্দর্শনীয় হইল? তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি, শুন। আমার এই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপ-সম্বন্ধে দর্শকদিগের তিন-প্রকার প্রতীতি হয় অর্থাৎ বিদ্বৎপ্রতীতি, অবিদ্বৎপ্রতীতি ও যৌক্তিক-

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥ ৫৩ ॥

ময়া প্রদর্শিতং 'ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ' ইত্যাদিনা শ্লাঘিতঞ্চ সহস্র-শিরস্কং মদ্রূপং শ্রদ্দধানো মৎপ্রিয়সখোঽর্জ্জুনো মনুষ্যভাবভাবিতে শ্রীকৃষ্ণে ময়ি কদাচিদ্বিপ্রথভাবো মাভূদিতি ভাবেন স্বক-রূপস্য পরমপুরুষার্থ-তামুপদিশতি,—সুদুর্দ্দর্শমিতি। সহস্রশিরস্কং মদ্রূপং দুর্দ্দর্শমেব; ইদঞ্চ মম কৃষ্ণরূপং সুদুর্দ্দর্শম্,—'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য' ইত্যুক্তেঃ। যদ্বা

প্রতীতি। (১) অবিদ্বৎপ্রতীতি অর্থাৎ মূঢ়-প্রতীতি-দ্বারা মানবগণ আমার এই নিত্যস্বরূপকে 'জড়ধর্ম্মাশ্রিত' ও 'অনিত্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে; তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাবটি তাহারা জানিতে পারে না। (২) যৌক্তিক বা দিব্যপ্রতীতি-দ্বারা জ্ঞানাভিমানী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে 'জড়ধর্ম্মাশ্রিত' ও 'অনিত্য' মনে করিয়া, হয় বিশ্ব-ব্যাপী আমার বিরাট্ মূর্ত্তিকে, নয় বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক-ভাব-গত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে নিত্য-তত্ত্ব মনে করত আমার এই মানুষাকারকে অর্চ্চনোপায়-মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু (৩) বিদ্বৎপ্রতীতি-দ্বারা আমার ঐ মানুষ-রূপকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-ধাম বলিয়া চিচ্চক্ষু-র্বিশিষ্ট ভক্তগণ আমার সাক্ষাৎকৃতি লাভ করেন। এরূপ সাক্ষাদ্দর্শন—দেবতাদেরও দুর্লভ। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব—আমার ভক্ত, অতএব তাঁহারা এই রূপ-দর্শন লালসা করিয়া থাকেন। তুমি আমার শুদ্ধ-সখ্যভক্তি আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া আমার কৃপায় বিশ্বরূপাদি দর্শন করত নিত্যরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে ॥ ৫২ ॥

'তুমি যে বিজ্ঞান-সহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা-প্রভৃতি উপায়-দ্বারাও কেহ দর্শন করিতে শক্ত (সমর্থ) হন না ॥ ৫৩ ॥

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

সুচিরাদ্দৃষ্টবানসি কথমেবং প্রত্যেমীতি চেত্তত্রাহ,—দেবা অপ্যস্যেতি। এতচ্চ দশমাদৌ গর্ভস্তুত্যাদিনা প্রসিদ্ধমেব ॥ ৫২ ॥

সুদুর্ল্লভতামাহ,—নাহমিতি। এবম্বিধো দেবকীসূনুশ্চতুর্ভুজস্ত্বংসখোঽহং বেদাদিভিরপি সাধনৈঃ কেনাপি পুংসা ভক্তিশূন্যেন দ্রষ্টুং ন শক্যো—যথা ত্বং মাং দৃষ্টবানসি ॥ ৫৩ ॥

অভিমতাং পরভক্তৈকদৃশ্যতাং স্ফুটয়ন্নাহ,—ভক্ত্যেতি। এবম্বিধো দেবকীসূনুশ্চতুর্ভুজোঽহমনন্যয়া মদেকান্তয়া ভক্ত্যা তু বেদাদিভিস্তত্ত্বতো জ্ঞাতুং শক্যঃ; দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষং কর্ত্তুং তত্ত্বতঃ প্রবেষ্টুং সংযোক্তুং চ শক্যঃ। পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে। তত্র বেদো গোপালোপনিষৎ, তপো মজ্জন্মাষ্টম্যেকাদশ্যাদ্যুপোষণং, দানং মদ্ভক্ত-সম্প্রদানকং স্বভোগ্যানামর্পণম্, ইজ্যা মন্মূর্ত্তিপূজা; শ্রুতিশ্চৈবমাহ,—"যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইত্যাদ্যা। তু-শব্দোঽত্র ভিন্নোপক্রমার্থঃ। ন চ 'সুদুর্দ্দর্শম্' ইত্যাদিত্রয়ং সহস্রশীর্ষরূপপরমিতি বাচ্যম্,—'ইত্যর্জ্জুনম্' ইত্যাদিদ্বয়স্য নরাকৃতিচতুর্ভুজ-স্বকরূপপরস্যাব্যবহিতপূর্ব্বত্বাৎ, তদ্দ্বয়েন সহস্রশীর্ষরূপস্য ব্যবধানাচ্চ; তত্র যস্য তদেকবাক্যতায়াং 'নাহং বেদৈঃ' ইত্যাদেঃ পৌনরুক্ত্যাপত্তেশ্চ। যত্তু দিব্যদৃষ্টিদানেন লিঙ্গেন নরাকারাচ্চতু-র্ভুজাৎ সহস্রশীর্ষ্ণো দেবাকারস্যোৎকর্ষমাহ, তদবিচারিতাভিধানমেব,—দেবাকারস্য তস্য চতুর্ভুজনরাকারাধীনত্বাৎ। তত্ত্বঞ্চ তস্য যুক্তমেব,—"যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রাম্" ইত্যাদি স্মরণাৎ। ইদং নরাকৃতিকৃষ্ণরূপং সচ্চিদানন্দং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যং বিভু সর্ব্বাবতারীতি

'হে অর্জ্জুন! অনন্যভক্তি-দ্বারাই আমি এইরূপে জ্ঞাত, দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই ॥ ৫৪ ॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

প্রত্যেতব্যং,—"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্ত-বেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥" "কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্", "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ইড্যঃ", "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥", "যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি", "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইত্যাদি স্মরণাচ্চ। অত্রাপি স্বয়মেবোক্তং,—'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ' ইতি, 'অহমাদির্হি দেবানাম্' ইত্যাদি চ; অর্জ্জুনেন চ,—'পরং ব্রহ্ম পরং ধাম' ইত্যাদি। তস্মাদতি-প্রভাবেণ সংক্রান্তে সহস্রশীর্ষ্ণি রূপে তেন সংক্রান্তৈব দৃষ্টির্গ্রাহিণী যুক্তা; ন ত্বতিসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যলাবণ্যনিধি-নরাকৃতি-কৃষ্ণরূপানুভাবিনী দৃষ্টিস্তত্র গ্রাহিণীতি ভাবেন কৃষ্ণরূপে সহস্রশীর্ষত্ববদর্জ্জুনচক্ষুষি তাদৃগ্-রূপগ্রাহি তেজস্ত্বমেব সংক্রমিতমিতি মন্তব্যম্; ন তু যুক্ত্যাভাসলাভেন হৈতুকত্বং স্বীকার্য্যম্ ন চার্জ্জুনোঽপ্যন্যমনুষ্যবচ্চর্ম্মচক্ষুষ্কঃ,—তস্য ভারতাদিষু নরভগবদবতারত্বেনাসকৃদুক্তেঃ। কর্ম্মোদ্ভূতয়া বিদ্যয়া সনিষ্ঠৈঃ সহস্রশিরস্কং রূপং লভ্যমিতি দুর্দ্দর্শং; তৎ নরাকৃতিকৃষ্ণরূপং ত্বনন্যয়া ভক্ত্যৈবেতি সুদুর্দ্দর্শং তদুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

অথ স্বপ্রাপ্তিকরীমনন্যাং ভক্তিমুপদিশন্নুপসংহরতি,—মদিতি। মৎসম্বন্ধিনী মন্মন্দিরনির্ম্মাণ-তদ্বিমার্জ্জন-মৎপুষ্পবাটীতুলসীকাননসংস্কার-তৎসেচনাদীনি কর্ম্মাদীনি করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমো মামেব, ন তু

যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, কর্ম্মজ্ঞান-ফলসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া সমস্ত-ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সর্ব্বভূতের প্রতি সদয় হন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনো
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

স্বর্গাদিকং স্বপুমর্থং জানন্, মদ্ভক্তো মচ্ছ্রবণাদি-নববিধভক্তিরসনিরতঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ মদ্বিমুখসংসর্গমসহমানঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ,—তেষ্বপি মদ্বি-মুখেষু প্রতিকূলেষু সৎসু বৈরশূন্যঃ,—স্বক্লেশস্য স্বপূর্ব্বকর্ম্মনিমিত্তকত্ববিমর্শেন তেষু বৈরনিমিত্তাভাবাৎ। এবম্ভূতো যঃ স মাং নরাকারং কৃষ্ণমেতি লভতে, নান্যঃ ॥ ৫৫ ॥

পূর্ণঃ কৃষ্ণোঽবতারিত্বাত্তদ্ভক্তানাং জয়ো রণে।
ভারতে পাণ্ডুপুত্রাণামিত্যেকাদশনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

এই অধ্যায়ে বিশ্বরূপ, কালরূপ, এমন কি, বিষ্ণুরূপ অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের আশ্রয়ণীয়ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বরূপবিগ্রহ ব্যতীত ভক্তের আর সাম্বন্ধিক বিগ্রহসকলে কিছু প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহই যে নিখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও পরম মাধুর্য্য-ভাবের একমাত্র নিধান,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

উপায়েষু সমস্তেষু শুদ্ধা ভক্তির্মহাবলা।
প্রাপয়েত্বরয়া যন্মামিত্যাহ দ্বাদশে হরিঃ ॥

জীবাত্মানং যথাবজ্জ্ঞাত্বা বিজ্ঞায় চ তদংশী হরির্ধ্যেয় ইতি 'অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি' ইত্যাদিভির্দ্বিতীয়াদিষ্বেকঃ পন্থা বর্ণিতঃ। জীবাত্মানং হরেরংশং জ্ঞাত্বৈব তদংশী হরিস্তচ্ছ বণাদি-ভক্তিভির্ধ্যেয় ইতি 'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ' ইত্যাদিভিঃ সপ্তমাদিষু দ্বিতীয়ঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ। তেষ্বেব 'প্রয়াণকালে' ইত্যাদিনা যোগোপস্থষ্টা, 'জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে' ইত্যনেন জ্ঞানোপস্থষ্টা

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি এ-পর্য্যন্ত আমাকে যে-সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে, যোগী—দুইপ্রকার, অর্থাৎ একপ্রকার যোগিগণ সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসকলকে তোমার অনন্যভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তোমার নির্ম্মলভক্তি-দ্বারা তোমার উপাসনা করেন; অন্যপ্রকার যোগিগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসকলকে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা আবশ্যক-মত স্বীকার করত অক্ষর ও অব্যক্ত-স্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিক-যোগ অবলম্বন করেন। এই দুইপ্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥

চ ভক্তিরুক্তা। ভক্তিষট্কাৎ প্রাক্ ষষ্ঠান্তে কেবলাং ভক্তিমুপদেক্ষ্যতা 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাম্' ইত্যাদিপদ্যেন স্বৈকান্তিনাং যুক্ততমতা চাভিহিতা। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি,—এবমিতি। এবং 'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ' ইত্যাদি স্বদুক্তবিধয়া সততযুক্তা যে ত্বাং শ্যামসুন্দরং কৃষ্ণং পরিতঃ কায়াদিব্যাপারৈরুপাসতে, যে চাক্ষরং জীবস্বরূপং চক্ষুরাদিভিরব্যক্তং পর্য্যুপাসতে ধারণাধ্যানসমাধিভিঃ সাক্ষাৎকর্ত্তুমীহন্তে পরমাত্মকামা স্তেষামুভয়েষাং মধ্যে যোগবিত্তমাঃ শীঘ্রোপায়িনঃ কে ভবন্তি? অয়ং ভাবঃ,—স্বানুভবপূর্ব্বকস্য হরিধ্যানস্য বন্ধমূলত্বাত্তেন নির্ব্বিঘ্না তৎপ্রাপ্তিরিত্যেকে। নীরূপস্যাতিসূক্ষ্মস্য জীবাত্মনো দুর্ধ্যানত্বাৎ কিং তদ্ধ্যানেন? কিন্তু হরিভক্তিরেব সর্ব্ববিঘ্নবিমর্দ্দিনী হরিপ্রাপণীত্যেকে। তস্যামেব নিরতাস্তেষামুভয়েষামুপায়েষু কঃ শ্রেয়ানুপায় ইতি তং ভণেতি ॥ ১ ॥

এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ,—ময়ীতি। যে ভক্তা ময়ি নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিধর্ম্মিণি স্বয়ং ভগবতি দেবকীসূনৌ মন আবেশ্য নিরতং কৃত্বা পরয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো মামুক্তলক্ষণমুপাসতে—শ্রবণাদিলক্ষণামুপাসনাং

নির্গুণ-শ্রদ্ধা-সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া যিনি আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেই ভক্ত-ব্যক্তিই সকল-যোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সকলের প্রতি সমদর্শন অবলম্বন করত সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যে রত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য,

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

মম কুর্ব্বন্তি, নিত্যযুক্তা নিত্যং মদ্যোগমিচ্ছন্তস্তে মম মতেন যুক্ততমা মতাঃ—শীঘ্রমৎপ্রাপকোপায়িনস্তে ॥ ২ ॥

যে তু স্বসাক্ষাৎকৃতিপূর্ব্বিকাং মদুপাসনাং ন কুর্ব্বন্তি, তেষামপি মৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদেব কিন্ত্বতিক্লেশেনাতিচিরেণৈবাতস্তেভ্যোঽপকৃষ্টাস্ত ইত্যাহ,—যে ত্বিতি ত্রিভিঃ। যে ত্বক্ষরস্বাত্মচৈতন্যমেব পূর্ব্বমুপাসতে, তেষামধিকতরঃ ক্লেশ ইতি সম্বন্ধঃ। অক্ষরং বিশিনষ্টি,—অনির্দ্দেশ্যং দেহাদ্ভিন্নত্বেন দেহাভিধায়িভির্দেবমানবাদিশব্দৈর্নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্; অব্যক্তঞ্চক্ষুরাদ্যগোচরং প্রত্যক্ সর্ব্বত্রগং দেহেন্দ্রিয়প্রাণব্যাপি; অচিন্ত্যং তর্কাগম্যং শ্রুতিমাত্রবেদ্যম্—"জ্ঞানস্বরূপমেব জ্ঞাতৃস্বরূপম্" ইতি শ্রুত্যৈব প্রত্যেতব্যম্; কূটস্থং সর্ব্বদাণুস্বরূপতৈকরসম্; অচলং জ্ঞানত্বাদিব জ্ঞাতৃত্বাদপি চলনরহিতম্; ধ্রুবং পরমাত্মৈকশেষতায়াং সর্ব্বদা স্থিরম্। অক্ষরোপাসনে বিধিমাহ,—সংনিয়ম্যেতি। করণগ্রামং শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়বৃন্দং সংনিয়ম্য শব্দাদিসঞ্চারেভ্যস্তদ্ব্যাপারেভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য সর্ব্বত্র সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনাদিষু সমবুদ্ধয়স্তুল্যদৃষ্টয়ঃ; যদ্বা, সর্ব্বেষু চেতনাচেতনেষু বস্তুষু স্থিতে সমে ব্রহ্মণি বুদ্ধির্যেষাং তে ব্রহ্মাধিষ্ঠানতয়া তেষু দ্বেষশূন্যাস্তত এব সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে উপকারে রতাঃ সর্ব্বেষাং শং ভূয়াদিতি যথাযথং যতমানাঃ এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকৃতিপূর্ব্বিকায়াং মদ্ভক্তৌ মদর্পিতকর্ম্মলক্ষণায়াং যে প্রবর্ত্তন্তে, তেঽপি মামেব পারমৈশ্বর্য্যপ্রধানং প্রাপ্নুবন্তীতি নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৩-৪ ॥

অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁহারা বহু-কষ্টের পর ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাতেই স্থিতি লাভ করেন। আমি ব্যতীত আর অন্য কোন উপাস্য বস্তু নাই; অতএব যিনি যে-প্রকারেই পরমবস্তু-লাভের যত্ন করুন, আমাকেই লাভ করেন ॥ ৩-৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

নন্বু তেঽপি চেত্ত্বামেব প্রাপ্নুযুস্তর্হি পূর্ব্বেষাং যুক্ততমত্বং কিং নিবন্ধনম্? তত্রাহ,—ক্লেশোঽধিকেতি। অব্যক্তাসক্তচেতসামতিসূক্ষ্মনীরূপজীবাত্মসমাধিনিরতমনসাং তেষামধিকতরঃ ক্লেশঃ। যদ্যপি পূর্ব্বেষামপি তত্তন্মদ্ভক্ত্যঙ্গসমাচারো মদন্যবিষয়েভ্যঃ করণানাং প্রত্যাহারশ্চ ক্লেশোঽস্ত্যেব,

জ্ঞানযোগী ও ভক্তযোগীর ভেদ এই যে, উপায়-কালে ভক্তযোগী অতিসহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলনপূর্ব্বক নির্ভয়ে ফলকালে তাহাকে লাভ করেন; আর জ্ঞানযোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত-তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেক-চিন্তার যে কষ্ট, তাহা ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং ব্যতিরেক-চিন্তা অর্থাৎ সহজ-প্রতীতির বিপরীত চিন্তা—জীবের পক্ষে দুঃখজনক। ফলকালেও তাহার নির্ভয়তা নাই; যেহেতু, সাধন-সময় অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেই আমার নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি না করিতে পারায় চরমগতিও তাহার পক্ষে অসুখজনক হয়। জীব—নিত্য চিন্ময় বস্তু। যদি অব্যক্ত-অবস্থায় সে লীন হয়, তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয়। যদি স্ব-স্বরূপ উদিত হয়, তবে বিপরীতস্বরূপ যে অহংগ্রহবুদ্ধি, তাহার পরিত্যাগ-কালেও তাহার কষ্ট হয়। সেই জীব দেহবিশিষ্ট হইয়া উপায়কালে বা ফলকালে অব্যক্তের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপই ফল লাভ করে। বস্তুতঃ, জীব—চৈতন্যস্বরূপ এবং চিদ্দেহবিশিষ্ট। অতএব অব্যক্ত-ভাবকে কেবল জীবের স্বরূপবিরোধী ও দুঃখজনক ভাব বলিয়া জানিবে। ভক্তিযোগই জীবের মঙ্গলজনক; ভক্তি হইতে স্বাধীন হইতে গেলে জ্ঞানযোগ সর্ব্বত্র অমঙ্গল উৎপাদন করে। অতএব নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করত যে অধ্যাত্মযোগ সাধিত হয়, তাহা প্রশস্ত নয় ॥ ৫ ॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

তথাপি তত্রানন্দমূর্ত্তের্মম স্ফুরণান্ন ক্লেশতয়া বিভাতি। কুতোঽধিকতরত্বা সুদূরাপাস্তম্? হি যস্মাদব্যক্তা গতিরব্যক্তাক্ষরবিষয়া মনোবৃত্তির্দেহবদ্ভির্দেহাভিমানিভির্জনৈর্দুঃখং যথা স্যাত্তথাবাপ্যতে,—দেহবন্তঃ খলু স্থূলদেহমেব সুচিরাদাত্মত্বেনানুশীলিতবন্তঃ কথমণুচৈতন্যং সুচিরোজ্ঝিতবিমর্শমাত্মত্বেনানুশীলিতুং প্রভবেয়ুরিতি ভাবঃ। যত্রত্র ব্যাচক্ষতে—সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপং ব্রহ্ম,—তত্র সগুণোপাসনমাকারবদ্বিষয়ত্বাৎ সুকরমপ্রমাদঞ্চ, নির্গুণোপাসনং তু তত্ত্বাভাবাদ্দুঃখকরং সপ্রমাদঞ্চ, তচ্চ নির্গুণং ব্রহ্মাক্ষরশব্দেনোচ্যতে। নৈর্গুণ্যপ্রতিপত্তয়ে সপ্ত বিশেষণানি,—অনির্দ্দেশ্যং

যাঁহারা—আমার ভগবৎস্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎসম্বন্ধী অনন্যভক্তিযোগ-দ্বারা আমার নিত্যবিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্টচিত্ত পুরুষদিগকে আমি অতিশীঘ্রই মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মায়িক-সংসার হইতে মুক্তি দান এবং মায়াবদ্ধ নষ্ট হইলে অভেদবুদ্ধিরূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের অভেদবুদ্ধি-জনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞাই আছে যে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" ইহার দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে, অব্যক্তধ্যানশীল পুরুষদের অব্যক্তস্বরূপ আমাতে লয় হয়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? সেরূপ গতিলাভ-দ্বারা অভেদবাদী জীবের তাহার স্ব-স্বরূপগত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয় ॥ ৬-৭ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

বেদাগোচরং, যতোঽব্যক্তং জাত্যাদিশূন্যং, সর্ব্বত্রগং ব্যাপি, অচিন্ত্যং মনসাপ্যগম্যম্; শ্রুতিশ্চ,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদ্যা; কূটস্থং মিথ্যাভূতমপি সত্যবৎ প্রতীতং জগৎ কূটমুচ্যতে—যথা কূটকার্ষাপণাদি, তস্মিন্নাধ্যাসিকসম্বন্ধেনাধিষ্ঠানতয়া স্থিতম্, অচরমবিকারমতো ধ্রুবং নিত্যমিতি। তদ্বিদাং খলু স্বরূপসত্তিপূর্ব্বকোপনিষদ্বিচার-তদর্থমনন-তন্নিদিধ্যাসনৈর্মহান্ ক্লেশঃ। পূর্ব্বেষাং তু তৈর্বিনৈব গুরূক্ত-ভগবৎপ্রসাদাবির্ভূতেনাজ্ঞানতৎকার্য্যবিমর্দ্দিনা বিজ্ঞানেন ভগবৎস্বরূপভূত-নির্গুণাক্ষরাত্মৈক্যলক্ষণা মুক্তিরিতি ফলৈক্যেঽপি ক্লেশাক্লেশাভ্যামপকর্ষোৎকর্ষাবিতি। তদিদং মন্দং—"গতিসামান্যাৎ" ইতি সূত্রে ব্রহ্মণো দ্বৈরূপ্য-নিরাসাৎ, "যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইতি তস্য বেদবেদ্যত্বশ্রবণাৎ, "যতো বাচঃ" ইত্যাদেঃ কার্ৎস্ন্যাগোচরত্বার্থত্বাৎ, প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবেন নির্গুণস্যাপ্রমাণত্বাত্তৌচ্ছ্যাচ্চ লক্ষ্যত্বং তু ন, সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বস্বীকারাৎ; সদৈকাবস্থস্য বস্তুনঃ কূটস্থত্বেনাভিধানান্ন চ জগৎ কূটম্ "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" ইত্যাদৌ তস্য সত্যত্বশ্রবণাৎ, যশোদাস্তনন্ধয়বিভুচিদ্বিগ্রহস্য পরব্রহ্মত্বশ্রবণেন তদন্তস্থ-নির্গুণাক্ষরকল্পনস্য শ্রদ্ধা-জাড্যকৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

তথাত্মযাথাত্ম্যং শ্রুত্বৈবাত্মাংশিনো মম কেবলাং ভক্তিং যে কুর্ব্বন্তি, ন ত্বাত্মসাক্ষাৎকৃতয়ে প্রযতন্তে, তেষাং তু কেবলয়া মদ্ভক্ত্যৈব মৎপ্রাপ্তিরচিরে-

আমার নিত্য ভগবৎস্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর এবং ভগবত্তত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও। তাহা হইলে সেই সাধনভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল যে নিরুপাধিক প্রেম, তাহা তুমি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

নৈব স্যাদিত্যাহ,—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে মদেকান্তিনো ময়ি মৎপ্রাপ্ত্যর্থং সর্ব্বাণি স্ববিহিতান্যপি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ভক্তিবিক্ষেপকত্ববুদ্ধ্যা পরিত্যজ্য মৎপরা মদেকপুরুষার্থাঃ সন্তোঽনন্যেন কেবলেন মচ্ছ্রবণাদিলক্ষণেন যোগেনোপায়েন মাং কৃষ্ণং উপাসতে—তল্লক্ষণাং মদুপাসনাং কুর্ব্বন্তি ধ্যায়ন্তঃ শ্রবণাদিকালেঽপি মন্নিবিষ্টমনসঃ, তেষাং ময্যাবেশিতচেতসাং মদেকান্থরক্তমনসাং ভক্তানামহমেব মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারাৎ সাগরবদ্দুস্তরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি, ন চিরাৎ ত্বরয়া তৎপ্রাপ্তিবিলম্বা সহমানস্তানহং গরুড়স্কন্ধমারোপ্য স্বধাম প্রাপয়ামীত্যর্চ্চিরাদি-নিরপেক্ষা তেষাং মদ্ধামপ্রাপ্তিঃ ;—"নয়ামি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদিগতিং বিনা। গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥" ইতি বারাহবচনাৎ, কর্ম্মাদিনিরপেক্ষাপি ভক্তিরভীষ্টসাধিকা ;—"যা বৈ সাধনসম্পত্তিপুরুষার্থচতুষ্টয়ে। তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥" ইতি নারায়ণীয়াৎ, "সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নাম-মাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥" ইতি পাদ্মাচ্চ ॥ ৬-৭ ॥

যদি সহজ-অনুরাগ-দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। তাৎপর্য্য এই যে, পরমপুরুষার্থরূপ প্রেমের সাধন—দুইপ্রকার অর্থাৎ রাগমার্গ ও বিধিমার্গ। রাগাত্মিক-ভক্তদিগের চেষ্টা দেখিয়া তাহাতে লোভপূর্ব্বক যে সাধন হয়, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। দৃঢ়শ্রদ্ধা-দ্বারা যে সাধন হয়, তাহাকে 'বৈধীভক্তি' বলে। যাঁহার সহজ-রাগাভাব, তাঁহার পক্ষে বৈধভক্তি-সাধনই শ্রেয়ঃ ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং ময্যেব ন তু স্বাত্মনি মন আধৎস্ব সমাহিতং কুরু; বুদ্ধিং ময়ি নিবেশয়ার্পয়। এবং কুর্ব্বাণস্ত্বং ময্যেব মম কৃষ্ণস্য সন্নিধাবেব নিবৎস্যসি, ন তু সনিষ্ঠবৎ সর্গাদিকমনুভবন্নৈশ্বর্য্যপ্রধানং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

নন্বু গঙ্গেব যেষাং মনোবৃত্তিরোঘবতী, তেষাং ত্বৎপ্রাপ্তিস্ত্বরয়া স্যান্মম তু তাদৃশী ন তদ্বৃত্তিস্ততঃ কথং সেতি চেত্তত্রাহ,—অথেতি। স্থিরং যথা স্যাত্তথা ময়ি চিত্তং সম্যগনায়াসেনাধাতুমর্পয়িতুং ন শক্নোষি চেত্ততোঽভ্যাসযোগেন মামাপ্তুমিচ্ছ যতস্ব ;—মত্তোঽন্যত্র গতস্য মনসঃ প্রত্যাহৃত্য শনৈঃ শনৈর্ময়ি স্থাপনমভ্যাসস্তেন মনসি মৎপ্রবণে সতি মৎপ্রাপ্তিঃ সুলভা স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

নন্বু বায়োরিব মনসোঽতিচাপল্যাত্তস্য প্রত্যাহারে মম ন শক্তিরিতি চেত্তত্রাহ,—অভ্যাসেঽপীতি। উক্তলক্ষণেঽভ্যাসেঽপি চেত্ত্বমসমর্থস্তর্হি মৎকর্ম্মাণি পরমাণি পুমর্থভূতানি যস্য তাদৃশো ভব; তানি চ মন্নিকেতনির্ম্মাণমৎপুষ্পবাটীসেচনাদীনি পূর্ব্বমুক্তানি। এবং সুকরাণি মদর্থানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্ত্বং তত্র তত্রাতিমনোজ্ঞমন্মূর্ত্ত্যুদ্দেশমহিম্না তাদৃশে ময়ি নিরতমনাঃ সংসিদ্ধিং মৎসামীপ্যলক্ষণামবাপ্স্যসীত্যতিসুগমোঽয়মুপায়ঃ ॥ ১০ ॥

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপর হও। তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ-তত্ত্বে চিত্তস্থৈর্য্যরূপা সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

যদি মৎকর্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ফলত্যাগপূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্ম আচরণ কর ॥ ১১ ॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

অথ মহাকুলীনত্ব-লোকমুখ্যত্বাদিনা প্রতিবন্ধেন বাধিতস্ত্বমন্যো বৈ তন্মন্নিকেত-বিমার্জ্জনাদি-মৎপ্রীতিকরমতিসুকরমপি কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি ততো মদ্‌যোগং মচ্ছরণতামাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষামনুষ্ঠীয়মানানাং কর্ম্মণাং ফলত্যাগং কুরু যতাত্মবান্ বিজিতমনা ভূত্বা ; তথা চ ফলাভিসন্ধিশূন্যৈরগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাস্যাদিভির্মদারাধনরূপৈঃ কর্ম্মভির্বিষতন্তুবদন্তরভ্যুদিতেন জ্ঞানেন স্বপরাত্মনোঃ শেষশেষিভাবেঽভ্যুদিতে স্বশেষিণি সর্ব্বোত্তমেঽস্মিন বিদিতে শনৈঃ শনৈঃ পরাপি ভক্তিঃ স্যাদিতি। এবমেব বক্ষ্যতি,—'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্' ইত্যাদিনা 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' ইত্যন্তেন ॥ ১১ ॥

সুকরত্বাদপ্রমাদত্বাজ্‌জ্ঞানগর্ভত্বাচ্চানভিসংহিতং ফলং কর্ম্মযোগং স্তৌতি,—শ্রেয়ো হীতি। অভ্যাসাদাৎস্মৃতিসাতত্যরূপাদনিষ্পন্নাজ্‌জ্ঞানং স্বাত্মসাক্ষাৎকৃতিরূপং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরম্ ; পরমাত্মোপলব্ধিদ্বারত্বাৎ জ্ঞানাচ্চ তস্মাদনিষ্পন্নাৎ সাধনভূতং ধ্যানং স্বাত্মচিন্তনলক্ষণং বিশিষ্যতে—স্বহিতত্বে

অসমর্থ-পক্ষে রাগভক্তি অপেক্ষা বৈধভক্তিরূপ অভ্যাসই শ্রেয়োরূপে আশ্রয়ণীয়। বৈধভক্তিতে অসমর্থ হইলে আত্মযাথাত্ম্যরূপ জ্ঞানচেষ্টাই শ্রেয়ঃ। তাদৃশ জ্ঞানে অসমর্থ হইলে তৎসাধনভূত স্বাত্মচিন্তারূপ 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যগত ধ্যানই শ্রেয়ঃ। তাদৃশ ধ্যানে অসমর্থ পুরুষের পক্ষে কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ। কাম্যকর্ম্মীদিগের পক্ষে কর্ম্মফলত্যাগ-দ্বারা শান্তিলাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধভক্তি পাইবার দুইটি মার্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎমার্গ ও ক্রম-মার্গ। লোভ ও শ্রদ্ধোদিত সাধুসঙ্গ দ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনই সাক্ষাৎমার্গ। আর প্রথমে কাম্যকর্ম্মত্যাগ, দ্বিতীয়ে কর্ম্মযোগাশ্রয়, তৃতীয়ে অষ্টাঙ্গযোগগত ধ্যান, চতুর্থে আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞান ও পঞ্চমে পরমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানজনিত সাধনভক্তিরূপ ক্রম-মার্গই সাধারণী প্রথা ॥ ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রেয়ো ভবতি ; ধ্যানাচ্চ তস্মাদনিষ্পন্নাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্তস্মিন্ শ্রেয়ান্ ; ত্যক্তফলং কর্ম্মৈব প্রশস্ততরম্ ; ত্যাগাদনন্তরং শান্তিস্ত্যক্তফলাদনুষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণোঽনন্তরং মনঃশুদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথা চ শুদ্ধে মনসি ধ্যানং নিষ্পদ্যতে ; নিষ্পন্নে ধ্যানে স্বসাক্ষাৎকৃতিরূপং জ্ঞানং ; জ্ঞানে নিষ্পন্নে তৎফলভূতং পরমাত্মজ্ঞানম্ ; তেন পরা ভক্তিস্তয়ৈশ্বর্য্যপ্রধানস্য মম প্রাপ্তিরিতি দুর্গমোঽয়মুপায় ইতি ভাবঃ। ন চায়মর্জ্জুনং প্রত্যুপদেশস্তস্যৈকান্তিত্বাৎ। সনিষ্ঠা নিষ্কামকর্ম্মরতা হরিধ্যায়িনশ্চ স্বাত্মানমনুভূয় ততোঽভ্যুদিতয়া হরিবিষয়কয়া পারমৈশ্বর্য্যগুণয়া পরয়া ভক্ত্যা হরিং প্রেমাস্পদমনুভবন্তো বিমুচ্যন্ত ইতি গীতাশাস্ত্রার্থপদ্ধতিঃ। কিন্ত্বেকান্তিত্বাসক্তং প্রতীতিবোধ্যম্ ॥ ১২ ॥

ভক্ত—সর্ব্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃই দ্বেষশূন্য অর্থাৎ যে-সকল লোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে, তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না, বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন ; অসদ্গতি হইতে কিসে কুপথগামি-জীবের রক্ষা হইবে, তদ্বিষয়ে কৃপালু এবং জড়ীয়-দেহের সম্বন্ধে নির্ম্মম অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য ; অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও তাহাতে প্রারব্ধ ফল প্রাপ্ত হন না, অতএব সক্ষম ; যদৃচ্ছা-লাভে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত তিনি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট ; উপায়-শৃঙ্খলক্রমে ফলোদ্দেশনিষ্ঠরূপ যোগপরিনিষ্ঠিত ; দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সর্ব্বদা নিরুপাধিক-প্রেম-লাভের জন্য যত্নশীল, যাঁহার এইরূপ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, তিনি—আমার ভক্ত ও প্রিয় ॥ ১৩-১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

এবমেকান্তিভক্তান্ পরিনিষ্ঠিতাদীননেকান্তিভক্তান্ সনিষ্ঠাংশ্চ তত্তৎ-সাধনভেদৈরুপবর্ণ্য তেষাং সর্ব্বোপরঞ্জকান্ গুণান্ বিদধাতি,—অদ্বেষ্টেতি সপ্তভিঃ। সর্ব্বভূতানামদ্বেষ্টা দ্বেষং কুর্ব্বৎস্বপি তেষু মৎপ্রারব্ধানুগুণ-পরেশপ্রেরিতান্যমূনি মহ্যং দ্বিষন্তীতি দ্বেষশূন্যঃ; পরেশাধিষ্ঠানান্যমূনীতি তেষু মৈত্রঃ স্নিগ্ধঃ; কেনচিন্নিমিত্তেন খিন্নেষু মাভূদেষাং খেদ ইতি করুণঃ; দেহাদিষু নির্ম্মমঃ প্রকৃতেরমী বিকারা ন মমেতি তেষু মমতাশূন্যঃ; নিরহঙ্কারস্তেষ্বাত্মাভিমানরহিতঃ; সমদুঃখসুখঃ সুখে সতি হর্ষেণ দুঃখে সতি উদ্বেগেন চাব্যাকুলঃ; যতঃ ক্ষমী তত্তৎসহিষ্ণুঃ সততং সন্তুষ্টো লাভেঽলাভে চ প্রসন্নচিত্তঃ; যতো যোগী গুরূপদিষ্টো-পায়নিষ্ঠঃ; যতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়বর্গঃ; দৃঢ়নিশ্চয়ো দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভি-ভবিতুমশক্যতয়া স্থিরো নিশ্চয়ো হরেঃ কিঙ্করোঽস্মীতি অধ্যবসায়ো যস্য সঃ; অতো ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ; এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ প্রীতিকর্ত্তা॥ ১৩-১৪ ॥

যস্মাল্লোকঃ কোঽপি জনো নোদ্বিজতে—ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন লভতে, যঃ কারুণিকত্বাজ্জনোদ্বেজকং কর্ম্ম ন করোতি; লোকাচ্চ যো নোদ্বিজতে —সর্ব্বাবিরোধিত্ববিনিশ্চয়াদ্যদুদ্বেজকং কর্ম্ম লোকো ন করোতি; যশ্চ হর্ষাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্মুক্তো, ন তু তেষাং মোচনে স্বয়ং ব্যাপারী;—অতিগম্ভীরাত্মরতিনিমগ্নত্বাত্তৎস্পর্শেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ; তত্র স্বভোগ্যা-গমোৎসাহো হর্ষং, পরভোগ্যাগমাসহনমমর্ষঃ, দুষ্টসত্ত্বদর্শনাধীনো বিত্রাসঃ

যাঁহা হইতে লোকসকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং লোক-দ্বারা যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না,—এরূপ হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে যিনি পরিমুক্ত, তিনি—আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

ভয়ং, কথং নিরুদ্যমস্য মম জীবনমিতি বিক্ষোভস্তদুদ্বেগঃ;—এতাশ্চতস্রঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ স্বয়মাগতেঽপি ভোগ্যে নিস্পৃহঃ; শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্র-বান্; দক্ষঃ স্বশাস্ত্রার্থবিমর্শসমর্থঃ; উদাসীনঃ পরপক্ষাগ্রাহী; গতব্যথোঽপ-কৃতোঽপ্যাধিশূন্যঃ; সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স্বভক্তিপ্রতীপাখিলোদ্যমরহিতঃ ॥১৬॥

যঃ প্রিয়ং পুত্রশিষ্যাদি প্রাপ্য ন হৃষ্যতি; অপ্রিয়ং তৎ প্রাপ্য তত্র ন দ্বেষ্টি; প্রিয়ে তস্মিন্ বিনষ্টে ন শোচতি; অপ্রাপ্তং তন্নাকাঙ্ক্ষতি; শুভং পুণ্যমশুভং পাপং তদুভয়ং প্রতিবন্ধকত্ব-সাম্যাৎ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চেতি স্ফুটার্থঃ। সঙ্গবর্জ্জিতঃ কুসঙ্গশূন্যঃ তুল্যেতি। নিন্দয়া দুঃখং স্তত্যা সুখঞ্চ যো ন বিন্দতি; মৌনী যতবাক্ স্বেষ্টমনন-

ব্যবহারিক-কার্য্যাপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য ও আরব্ধ কার্য্যসকলের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আমার ভক্ত—আমার প্রিয় ॥১৬॥

যিনি জড়ীয়-ফল-লাভে আশাবান্ বা হৃষ্টচিত্ত হন না, জড়ীয়-ফল-লাভের ব্যাঘাত হইলে দ্বেষ বা শোক করেন না এবং সমস্ত শুভাশুভ আত্মসাৎ করেন না, সেই ভক্তিমান্ জনই আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শত্রুমিত্র, মানাপমান, শীতোষ্ণ এবং সুখ-দুঃখের প্রতি সমতা,

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

শীলো বা ; যেন কেনচিদদৃষ্টাকৃষ্টেন রূক্ষেণ স্নিগ্ধেন বান্নাদিনা সন্তুষ্টঃ ; অনিকেতো নিয়তনিবাসরহিতো নিকেতমোহশূন্যো বা ; স্থিরমতির্নিশ্চিত-জ্ঞানঃ। এষদ্বেষ্টেত্যাদিষু সপ্তসু যেষু গুণানাং পুনরপ্যভিধানং তত্তেষা-মতিদৌর্লভ্যজ্ঞাপনার্থমিত্যদোষঃ। সনিষ্ঠাদীনাং ত্রিবিধানাং ভক্তানাং সম্ভূয় হিতা এতেঽদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মা যথাসম্ভব-তারতম্যেনৈব সুধীভিঃ সঙ্গমনীয়াঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

উক্তভক্তিযোগমুপসংহরন্ তস্মিন্নিষ্ঠা-ফলমাহ,—যে ত্বিতি। যে ভক্তা যথোক্তং 'ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্' ইত্যাদিভির্যথাগতমিদং ধর্ম্মামৃতং

কুসঙ্গশূন্যতা, তথা নিন্দা ও স্তুতিতে সাম্যবুদ্ধি, যাহাতে-তাহাতে সন্তোষ, মৌন-ধর্ম্ম, গৃহাসক্তিশূন্যতা ও স্থিরমতি সহজে লাভ করত আমার ভক্ত আমার প্রিয় হন ॥ ১৮-১৯ ॥

মৎপর-শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহারা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে আনুপূর্ব্বিক মদ্বর্ণিত ধর্ম্মামৃতের পর্য্যুপাসনা করেন, তাঁহারা—আমার ভক্ত, অতএব আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ২০ ॥

নির্ব্বিশেষ-বাদ ও সবিশেষ-বাদ, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম কোন্‌টি,—এই আশঙ্কা-নিরসনের জন্য এই অধ্যায়ে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা প্রথম ছয় অধ্যায়োক্ত ধ্যানগর্ভ কর্ম্মযোগ-দ্বারা জড়বিশেষ-মুক্ত হইয়া নির্ব্বিশেষমার্গে আমাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা অত্যন্ত-কষ্টকর মার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বভূতহিত-কামনা-দ্বারা শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ লাভ করত নির্ব্বিশেষ-চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক চিদ্বিশেষ-বিশিষ্ট আমাকে চরমে লাভ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

পর্য্যুপাসতে—প্রাপ্যং মামিব প্রাপকং তৎ সমাশ্রয়ন্তি, শ্রদ্দধানা ভক্তি-শ্রদ্ধালবো মৎপরমা মন্নিরতাস্তে মমাতীব প্রিয়া ভবন্তি ॥ ২০ ॥

বশঃ স্বৈকজুষাং কৃষ্ণঃ স্বভক্ত্যৈকজুষাং তু সঃ।
প্রীত্যৈবাতিবশঃ শ্রীমানিতি দ্বাদশনির্ণয়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

করেন। সাধুসঙ্গদ্বারা যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া গুরুপদাশ্রয় করত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি-দ্বারা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাববান্ হইয়া আমাতে রত হন, তাঁহাদের মার্গই সমীচীন ; অতএব শুদ্ধভক্তিই শ্রেয়ঃ। যে-পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গ-লাভ না হয়, সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মযোগ-মার্গই প্রশস্ত ; তাহাতে কর্ম্মযোগ, ধ্যান, আত্মযাথাত্ম্য জ্ঞান-দ্বারা পরমাত্মজ্ঞান-পূর্ব্বিকা ভক্তি ক্রমশঃ উদিত হয়। যাঁহাদের সাধুসঙ্গক্রমে হরিবিধয়িণী শ্রদ্ধা বা পরমভক্তদিগের চরিত্রে লোভ উদিত হয়, তাঁহাদের ঐ ক্রমমার্গের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়োক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করেন ; ভক্তিনির্দ্দিষ্ট সদুপায়-দ্বারাই তাঁহাদের দেহযাত্রা-নির্ব্বাহ হয় এবং আমি স্বয়ং তাঁহাদের সহায় হই ;—ইহাই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।